ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ পশ্চিমবঙ্গ আদতে কতটা পশ্চিমবঙ্গবাসীর রয়েছে?

পানীয় জল আর বিদ্যুতের দাবিতে কোলিয়ারিতে ক্ষোভ ৫

কলকাতা ২৮ জুন ২০২৪ ১৩ আষাঢ় ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.6.2024, Vol.18, Issue No. 19 8 Pages, Price 3.00

রাজীব কুমারকে বড় দায়িত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: কিছুদিন আগেই তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব রাজীব কুমারকে মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল। এবার হকার-পোর্টাল তৈরিতে সেই রাজীব কুমারেই ভরসা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হকার জোন তৈরি সংক্রান্ত পলিসি তৈরির ভার পড়ল রাজীব কুমারের উপরই। পলিসি তৈরি করে তা মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, মেয়র, পুর ও নগরোন্নয়ন সচিবকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার নবান্নে জেলাশাসক, পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, 'রাজীব একটা পোর্টাল তৈরি করবে। হকিং জোন/নন হকিং জোন করবে। যাঁদের পুলিশ ইতিমধ্যেই সরিয়েছে তাঁদের ঠিকানা খোঁজ করো। যদি সত্যিই তাঁরা গরিব হন, তাঁদের প্রয়োজন থাকে, তাহলে তাঁদের আমি অন্যত্র ব্যবস্থা করে দেব।'

পুজোর প্রস্তুতির খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজো আসতে বাকি চারমাস। তবে এখন থেকেই পুজোর প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পর্যটন দপ্তরের সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে সেরকমই নির্দেশ দিলেন তিনি। কোথায় কী থিম হচ্ছে, তা নিয়ে খোঁজখবর শুরু করতে নির্দেশ দেন তিনি। বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন সচিব নন্দিনীও। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, 'এবার পুজোয় কে কী করছে খোঁজ নাও। পরে যেন স্ট্যাম্পেডের মতো পরিস্থিতি না হয়। মাথায় রেখো, এবারও বাইরে থেকে প্রচুর লোক আসবে।' যা দেখে ওয়াকিবহাল মহলের ধারনা, কোথায় কী থিম হচ্ছে, তা খোঁজ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর কালচারাল হেরিটেজ সম্মান পেয়েছে। তার পর থেকেই পুজোয় বিদেশের লোকজনের আনাগোনা বেড়েছে। তাঁদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, বাংলার সম্মান যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য অন্তত ৪ মাস আগে থেকে পর্যটন সচিবকে তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিলেন মমতা।

আপাতত হকার উচ্ছেদ নয়, একমাস সময় দিলেন মমতা

৫ সদস্যের কমিটি গড়লেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বেআইনি পার্কিং এবং দখলদারির সমাধান খুঁজতে কমিটি গড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কমিটিতে থাকছেন রাজ্যের তিন মন্ত্রী ববি হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, মলয় ঘটক। থাকছেন কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ এবং মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। মমতা জানিয়েছেন, এই কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার পরিস্থিতি দেখে রিপোর্ট দেবে। তাই আপাতত এক মাস বন্ধ থাকবে উচ্ছেদ।

হকার উচ্ছেদ লক্ষ্য নয়। সাফ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে দিলেন, এখনই হকার উচ্ছেদ হবে না। ১ মাস সময় দিলেন তিনি। সঙ্গে জানালেন, হকারদেরই রাস্তা পরিস্কার করতে হবে। তবে কোনও এলাকায় নতুন করে হকার বসালে গ্রেপ্তার হতে হবে। নেতা বা পুলিশ যে-ই হকার বসান, তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হবে। বৃহস্পতিবার হুঁশিয়ারি দিলেন মমতা।

লোকসভা ভোট মিটতেই সরকারি জমিদখল, হকার সমস্যা, পুরসভার কাজ নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এর পরই রাজ্যজুড়ে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। কিন্তু সেই অভিযান নিয়ে একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যেই বৃহস্পতিবার ফের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসলেন। সেই বৈঠকে মমতা সাফ জানান, 'কারও চাকরি খাওয়ার অধিকার আমার নেই। কাউকে বেকার করার অধিকার নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ হকারি করে খায়।'

নবান্নের এদিনের বৈঠকে মমতা ডেকেছিলেন হকারদের বিভিন্ন সংগঠনকেও। তাঁরা মমতার কাছে বেআইনি দখলমুক্তির জন্য তিন মাস সময় চান। জবাবে মমতা বলেন, 'আমি কমিটি তৈরি করেছি। সার্ভে করতে বলছি। ওদের সেই কাজ করতে এক মাস মতো সময় লাগবে। আপনারা তার মধ্যেই গোছাতে আরম্ভ করুন। এক মাস সময় দিলাম। পুজোর আগেই এটা করে ফেলতে হবে।'

কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় রাস্তা বা ফুটপাথ দখল করে বেআইনি ভাবে কিছু দখলদার ব্যবসা চালাচ্ছেন বলে সম্প্রতি একটি বৈঠকে মন্তব্য করেছিলেন স্বয়ং মমতা। ভর্ৎসনা করেছিলেন প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্তদের। সেই ধমকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছিল উচ্ছেদ। নেমেছিল বুলডোজার। যা বৃহস্পতিবার সকালেও চলেছে। পরে দুপুরে হকারদের প্রতিনিধি-সহ প্রশাসনকে নিয়ে নবান্নে একটি বৈঠক করেন মমতা। সেখানে তিনি জানিয়ে দেন, বুলডোজার দিয়ে দোকান ভাঙা তাঁর রাজ্যের সংস্কৃতি নয়। যে ভাবে বুলডোজার দিয়ে দখলমুক্তি অভিযান চলছে, তা দেখতেও ভাল লাগছে না। কিন্তু ঝকঝকে নিউ টাউনের রাস্তায় ঝুপড়ি দোকানও দেখতে ভাল লাগছে না।

মমতা বলেন, 'আমি কাউকে বেকার করে দিতে চাই না। সেই অধিকার আমার নেই। কারও ব্যবসা বন্ধ হোক, তা-ও চাই না। হকার উচ্ছেদ আমার লক্ষ্য নয়। তবে এক এক জন হকার চারটে করে ডালা নিয়ে রাস্তাঘাট দখল করে বসে থাকবে, বেআইনি ভাবে পার্কিং লট তৈরি করে টাকা তোলা হবে, এটাও মেনে নেওয়া যাবে না। গড়িয়াহাটে হাঁটার জায়গা নেই। গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে হকারদের ডালায় ভরে গিয়েছে। ওখানে দেশ-বিদেশ থেকে তারকারা আসেন। হঠাৎ কিছু হলে কী করব? কে ঝুঁকি নেবে? তখন তো এখানে এনআইএ পাঠিয়ে দেবে।' মমতা জানিয়ে দেন, রাস্তাঘাট সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন হতে হবে। পাশাপাশি নিরাপত্তা, অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থার কথাও মাথায় রাখার কথাও বলেছেন তিনি।

মমতার পরামর্শ লোভ সংবরণ

ফুটপাথের দখলদারির জন্য আদতে দায়ী এলাকার নেতা, কাউন্সিলর এবং পুলিশ। এঁরা প্রথমে ফুটপাথে ডালা বসিয়ে দেন। তার বিনিময়ে মাসে মাসে চাঁদা নিতে থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পুলিশ, হকার নেতারা গরিব হকারদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছেন। আপনারা লোভ সংবরণ করুন। জীবনধারণের জন্য যেটুকু দরকার, সেটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকুন। আপনারাই ডেকে এনে বসাবেন, তার পরে তাঁদের উপর বুলডোজার চালাবেন? সেটা করলে হবে না।' পুলিশের লোভ বেড়ে গিয়েছে। কাউন্সিলরেরা এলাকা দখল করছেন। তাঁরা বিষয়গুলি দেখেও দেখছেন না। যে সমস্ত কাউন্সিলরের এলাকায় জবরদখল হবে, তাঁদের গ্রেপ্তার করা হবে। পুলিশ ইন্ধন দিলে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হবে।

কত হকার? কত বাজার?

রাজ্যে কত হকার আছে, হিসাব দিতে হবে। প্রশাসনিক কর্তাদের নির্দেশ, রাজ্যের সমস্ত বড় বড় বাজারের সংখ্যা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে এবং সেই সমস্ত বাজার এলাকার প্ল্যান তাঁকে দিতে হবে। বিপজ্জনক বাজার এলাকাগুলির সংস্কার করতে হবে। কোনও রাস্তা বানানোর পর পাঁচ বছর না চললে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে। বিপজ্জনক বাড়ি না-সারালে অধিগ্রহণ করা হবে।

পুনর্বাসন, আলাদা জোন

হকারদের জন্য আলাদা করে বাড়ি বানিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। সরকারের এই প্রকল্প রয়েছে। তা ব্যবহার করতে হবে। ধর্মতলা এবং নিউ মার্কেট চত্বরে বহুতল বানিয়ে তাঁদের রাখা যায় কি না, দেখতে হবে। দরকারে হকারদের পণ্য মজুত করার বাড়িও বানানো যাবে। অদাহ্য পদার্থ দিয়ে দোকানঘর বানিয়ে হকার্স জোন করতে হবে। প্রতিটি ঘরের একটি করে নম্বর থাকবে। হকারপিছু একটি করে দোকান দেওয়া হবে। দোকানঘরের রং হবে আকাশি। যা 'রাজ্যের রং'। সরকারের তরফে এই খরচ করা যেতে পারে।

বেআইনি পার্কিং নয়

কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় সমস্ত বেআইনি পার্কিং ভাঙতে হবে। কোনও পার্কিংকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা গেলে করা যেতে পারে। তবে তা প্রশাসনের অনুমতিসাপেক্ষে। টাকা তোলার জন্য পার্কিং চালানো যাবে না।

নিটের প্রশ্নফাঁস-কাণ্ড

পাটনায় প্রথম দুজনকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই

পাটনা, ২৭ জুন: নিটের প্রশ্নফাঁসকাণ্ডের তদন্তভার নেওয়ার পর সিবিআইয়ের হাতে প্রথম গ্রেপ্তার হলেন দু'জন। বৃহস্পতিবার বিহারের পাটনা থেকে ওই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতেরা হলেন, মণীশ কুমার এবং আশুতোষ কুমার।

সিবিআই সূত্রে খবর, মণীশ কুমার নিজের গাড়িতে করে পরীক্ষার্থীদের নিয়ে যেতেন। তার পর তাঁদের জন্য ঘরের ব্যবস্থাও করতেন। আর এ কাজে তাঁকে সহযোগিতা করতেন আশুতোষ। মূলত পরীক্ষার্থীদের গাড়ি নিয়ে আসার কাজ করতেন মণীশ। আর নিজের বাড়িতে পরীক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্তের ভার ছিল আশুতোষের উপর।

সন্দেহ করা হচ্ছে, পরীক্ষার আগে একটি ফাঁকা স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পরীক্ষার্থীদের। সেখানে প্রায় ২৪ জন পরীক্ষার্থীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। পরীক্ষার আগের দিন তাঁদের নিটের প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়। সেগুলির উত্তরও তৈরি করানো হয়। নিট প্রশ্নফাঁসকাণ্ডে ছ'টি এফআইআর দায়ের করেছে সিবিআই। রবিবারই সিবিআইয়ের হাতে নিট প্রশ্নফাঁসকাণ্ডের দায়িত্ব দিয়েছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। সে দিনই প্রথম এফআইআর করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি।

সিবিআইয়ের পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টেও এই মামলাটি চলছে। নিটে 'বাড়তি নম্বরের' ব্যাখ্যা চেয়ে বৃহস্পতিবারই পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে নোটিস দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৮ জুলাইয়ের মধ্যে এর জবাব দিতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, একটি 'লার্নিং অ্যাপ'-এর তরফে নিটে দুর্নীতি এবং বাড়তি নম্বরের প্রসঙ্গ তুলে মামলা দায়ের করা হয়।

এই কেলেঙ্কারির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চার রাজ্যের পুলিশের হাতে ২৬ জনকে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তার মধ্যে বিহার থেকে গ্রেপ্তার ১৩, ঝাড়খণ্ডে ৬, গুজরাতে ৫ এবং মহারাষ্ট্রে ২ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। প্রসঙ্গত, নিটে একসঙ্গে ৬৭ জন প্রথম স্থান অধিকার করায় বিতর্ক শুরু হয়েছিল দেশ জুড়ে। পরে জানা যায়, প্রশ্নপত্র এবং কিছু পরীক্ষাকেন্দ্রে সময়জনিত সমস্যার জন্য বাড়তি নম্বর দেওয়া হয়েছিল ১৫৬৩ জন পরীক্ষার্থীকে। কিন্তু র‍্যাংকিং নিয়ে বিতর্ক প্রকাশ্যে আসতেই এই বাড়তি নম্বরের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদ জানায় বিভিন্ন মহল।

'রাজভবনের যা কীর্তি, মেয়েরা ভয় পাচ্ছে'

শপথ ইস্যুতে রাজ্যপালকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: উপনির্বাচনে জয়ী দুই বিধায়কের শপথ নিয়ে জটিলতা বাড়ছে। বুধবার রাজভবন-বিধানসভার দড়ি টানাটানি নতুন মাত্রা পেয়েছে। এবার শপথ নিয়ে নবান্ন থেকে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপালকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'মানুষের রায়ে বিধায়করা জিতেছেন, তাঁদেরকে আটকানো ওঁর কী অধিকার আছে?'

বৃহস্পতিবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে একাধিক প্রশাসনিক নির্দেশের পাশাপাশি, উপনির্বাচনে জিতে আসা বিধায়কের শপথের টানাপোড়েন নিয়ে মুখ খোলেন মমতা। রাজ্যপালকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'জেতার পর একমাস ধরে বসে রয়েছেন আমার বিধায়করা। শপথ নিতে দিচ্ছেন না। মানুষ ওদের নির্বাচিত করেছেন। শপথ নিতে না দেওয়ার কী অধিকার রয়েছে ওঁর?'

তিনি আরও বলেন, 'স্পিকারকে দায়িত্ব দেবেন রাজ্যপাল, অথবা ডেপুটি স্পিকারকে দেবেন, তা না হলে নিজে বিধানসভায় আসবেন! রাজভবনে কেন যাবেন সবাই? রাজভবনের যা কীর্তি, তাতে মেয়েরা যেতে ভয় পাচ্ছেন। আমার কাছে অভিযোগ করেছে তাঁরা।' উল্লেখ্য, মাসখানেক আগে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানীর অভিযোগ তোলেন রাজভবনের এক অস্থায়ী মহিলা কর্মচারী। সেই নিয়ে তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি। সেই প্রেক্ষিতেই রাজ্যপালকে চাঁচাছোলা আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে বুধবার জয়ী বিধায়করা বিধানসভায় শপথ নেবেন বলে জানান। চিঠি দিয়ে রাজ্যপালকে বিধানসভায় আসার অনুরোধ জানান তাঁরা। শেষ পর্যন্ত শপথ না হওয়ায়, বিধানসভায় ধরনায় বসেন বরাহনগর ও ভগবানগোলার বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকার। বৃহস্পতিবারও বিধানসভা চত্বরে ড.আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে ধরনায় বসেছেন তাঁরা। যদিও রাজ্যপাল দিল্লি গিয়েছেন বলেই খবর। কবে শপথ পাঠ হবে তা নিয়ে বাড়ছে জটিলতা। এই আবহেই নবান্ন থেকে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও বিধানসভায় ধর্নায় বসেছেন সায়ন্তিকারা। রাজভবনে যেতে রাজি নন তাঁরা। সুদীপও এদিন বলেন, 'মহিলা বিধায়ক রাজভবনে যেতে চাইছেন না, তার কারণ আলাদা করে ব্যাখ্যা করছি না।'

দুই বিধায়কের শপথ গ্রহণ নিয়ে যা ঘটছে তা ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। তিনি মনে করেন, রাজ্যপাল এবং স্পিকারের আলোচনা করে এই সমস্যা দ্রুত মেটানো উচিত।

রাষ্ট্রপতিকে চিঠি স্পিকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার শপথ-সমস্যা নিয়ে এ বার রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে একটি চিঠি লিখে বিমান জানিয়েছেন, বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস হবু বিধায়কদের শপথগ্রহণের মতো একটি বিষয় নিয়ে 'একবগ্গা' আচরণ করছেন। যা সুস্থ গণতন্ত্রের পরিপন্থী। একই সঙ্গে বিমান জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গেও আলোচনা করবেন। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে লেখা সাত পাতার একটি চিঠিতে বিষয়টি বিস্তারিত জানিয়েছেন বিমান। সেই সঙ্গে অনুযোগ করেছেন, 'রাজ্যপালের একবগ্গা মনোভাবের জন্য ভাবী তৃণমূল বিধায়কেরা জনপ্রতিনিধি হিসাবে তাঁদের কাজ শুরু করতে পারছেন না।'

মুক্তির আগেই মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেল খাটছিলেন প্রায় সাড়ে ১১ বছর ধরে। মুক্তি পাওয়ার কথাও ছিল কয়েক দিনের মধ্যে। তার আগে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যু হল খাদিম-কর্তা অপহরণ মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বন্দির। পরিবার সূত্রে খবর, প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি ছিলেন মিজানুর রহমান সর্দার। বুধবার রাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এর পরেই তাঁকে ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পরে মৃত্যু হয় মিজানুরের। তাঁর স্ত্রী মেহেরুন্নেসা বিবি বলেন, 'আর কয়েক দিন পরেই মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল স্বামীর। তার মধ্যেই এই দুর্ঘটনা।' মা সফুরা বিবির আর্জি, ছেলের দেহের যাতে ময়নাতদন্ত না হয়।

অর্ধদিবস ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী সোমবার, ১ জুলাই রাজ্য সরকারের অফিসগুলিতে 'চিকিৎসক দিবস' উপলক্ষে অর্ধ দিবস ছুটি থাকবে। বুধবার রাজ্য অর্থদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ১ জুলাই বেলা ২টোয় সরকারি অফিসগুলিতে ছুটি হয়ে যাবে। এই ছুটি শুধু কলকাতার রেজিস্ট্রার অব অ্যাসুয়েরেন্স এবং কালেক্টর অব স্ট্যাম্প ডিউটির অফিসে কার্যকর হবে না। রাজ্যের প্রাক্তন ও প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনটিকে 'চিকিৎসক দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। ওইদিন বিশেষ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে রাজ্য সরকার।

যৌথ অধিবেশনের ভাষণে এবার রাষ্ট্রপতির গলায় জরুরি অবস্থা

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন: আবার উঠল সংসদের অন্দরে জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার পরে এ বার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও একই প্রসঙ্গের কথা তুললেন। বৃহস্পতিবার সংসদের যৌথ অধিবেশনের ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, '১৯৭৫ সালে জারি হওয়া জরুরি অবস্থা ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্ধকারতম অধ্যায়।'

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সরকারের সুপারিশে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের জারি করা জরুরি অবস্থা দেশে বিশৃঙ্খলার সূচনা করেছিল বলে অভিযোগ করেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। তাঁর কথায়, 'সে দিনের ঘটনা ছিল সংবিধানের উপর সরাসরি, সবচেয়ে বড় আক্রমণ। গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত করার এমন প্রচেষ্টা নিন্দনীয়।' এর পরেই তাঁর 'তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য', 'সে দিন জাতি ওই অসাংবিধানিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হয়েছিল।'

রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময় বিজেপি-সহ সরকার পক্ষের সাংসদদের উল্লাস করতে দেখা যায়। অন্যদিকে, বিরোধী বেঞ্চ থেকে ধেয়ে আসে প্রতিবাদ। প্রায় ৫০ বছর আগেকার জরুরি অবস্থা নিয়ে গত তিন দিন ধরে কখনও সংসদের বাইরে, কখনও টুইট করে কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। বুধবার লোকসভায় দ্বিতীয় বার স্পিকারের দায়িত্ব পেয়েই ওম সরাসরি জরুরি অবস্থার সমালোচনা করে সংসদের কার্যবিবরণীতে বিষয়টি নথিবদ্ধ করে রাখেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ বলছেন, লোকসভায় শপথগ্রহণের সময় মোদিকে সংবিধান দেখিয়ে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন রাহুল গান্ধি, অখিলেশ যাদবেরা। এ বার রাষ্ট্রপতি মুর্মু সংবিধানের প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসের নাম না করে মনে করিয়ে দিলেন, রাহুলের ঠাকুরমাই দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে অতীতে দেশবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে, সাংবিধানিক বিধি মেনে সংসদে রাষ্ট্রপতির লিখিত ভাষণের 'বিষয়' স্থির করে সরকার পক্ষই।

বস্তুত, গত দশ বছরে মোদির বিরুদ্ধে অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারির অভিযোগ এনে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিতে প্রভাব খাটিয়ে বিরোধীদের কোণঠাসা করা, সংবাদমাধ্যমে ছড়ি ঘোরানো, সংসদে বিরোধী স্বর চেপে দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগ উঠেছে। সেই কারণে চলতি নির্বাচনে সংবিধান রক্ষার ডাক দিয়ে প্রচারে নামেন বিরোধীরা। অভিযোগ তোলেন, বিজেপি '৪০০ পার' করলে বদলে দেবে সংবিধান। ভোটের ফল বলছে, বিরোধীদের সেই প্রচার আংশিক ছাপ ফেলেছে ভোটদাতাদের মনে। এই পরিস্থিতিতে সরকার পক্ষ অর্ধ শতক আগেকার প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসকে বিরোধী জোটের অন্দরে অস্বস্তিতে ফেলতে চাইছে বলে মনে করা হচ্ছে।

শান্তিপুরে বোমা বাঁধতে গিয়ে মৃত্যু এক যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বোমা বাধতে গিয়ে মৃত্যু হলো এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুর থানার গয়েশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টেঙ্গরি ডাঙ্গা মেদিয়াপাড়া গ্রামে। মৃত যুবকের নাম সামিরুল শেখ বয়স ১৯ বছর। পারিবারিক সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে মাছ ধরার নাম করে বেড়োয় সামিরুল। পরিবার জানায় স্থানীয় ২ যুবক রিয়াজ শেখ এবং মহিবুল শেখ তারা সমিরুলকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। তার কিছু সময় বাদে বোমা ফাটার আওয়াজ পায় পরিবারের লোকজন। এরপরেই বাড়িতে খবর আসে বোমা ফেটে আহত হয়েছে সামিরুল। সামিরুলকে উদ্ধার করে নিয়ে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে কিছু সময় বাদেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর জানানো হয় শান্তিপুর থানায়। সামিরুল প্রায়ই বোমা বাঁধতো বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে সামিরুল যুক্ত আছে কিনা সেই বিষয়টি অস্বীকার করেছে তার পরিবারের লোকজন। যদিও এই বিষয়ে স্থানীয় বিজেপির মন্ডল ১ -এর সভাপতি উত্তম বিশ্বাস জানায়, তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে কারণেই এই ঘটনা। তৃণমূলের পক্ষ থেকে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আনোয়ার হোসেন মণ্ডল জানান এটা রাজনৈতিক কোনও বিষয় নয় কিভাবে ঘটনা ঘটলো তার জানা নেই। তবে যে ঘটনা ঘটেছে তা সত্য।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

L.I.C এর 423903613 পলিসিতে আমার নাম মোঃ কালু সেখ পিতা- মোঃ নজু সেখ ছিল। গত 20.06.2024 তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি দোস্ত মহম্মদ সেখ পিতা- নাজিমুদ্দিন সেখ নাম পরিচিত হলাম।

নাম -পদবী

আমি Rahim SK, পিতা- Hasen Mondal, যা আমার আধার এবং ভোটার কার্ডে এবং রেশন কার্ডে নাম Rohim SK পিতা-Abul SK, জমির দলিলে নাম-Md Rahim SK পিতা- Late. Abu Hosen SK এবং জমির রেকর্ডে নাম-Rahim SK পিতা- Abu Hosen SK আছে। গত 09/02/2024 বহরমপুর SDEM (S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Rahim SK পিতা- Hasen Mondal, Rohim SK পিতা-Abul SK, Md Rahim SK পিতা- Late. Abu Hosen SK, এবং Rahim SK পিতা- Abu Hosen SK এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম -পদবী

গত 20/06/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 7711 নং এফিডেভিট বলে Manas Bag ও Manas Kr Bag S/o. Sahadeb Bag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 26/06/24 নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 1577 নং এফিডেভিট বলে আমি Md Noor Husain (old name) S/o Md Habibar Rahaman R/o. Popai, Harit, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md Nur Husain Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Md Noor Husain & Md Nur Husain Mondal S/o Md Habibar Rahaman উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Kulimullah Mahammad.

নাম -পদবী

গত 14/06/24 S.D.E.M.., সদর, হুগলী, কোর্টে 11 নং এফিডেভিট বলে আমি Aloka Saha (old name) D/o. Satyen Saha W/o. Sudip Halder R/o. Khudiram Pally, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Aloka Saha Halder (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Aloka Saha & Aloka Saha Halder D/o. Satyen Saha W/o. Sudip Halder উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 26/06/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8098 নং এফিডেভিট বলে Jayanta Kumar Ghoshal S/o. Ananta Kr Ghosal ও Jayanta Kr Ghosal S/o. Ananta Ghosal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 26/06/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8097 নং এফিডেভিট বলে Madan Mohan Saha S/o. Hari Narayan Saha ও Madan Saha S/o. H. Saha সাং আদিসপ্তগ্রাম, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

I, Badla Saren S/o. Late Singray Saren of Vill + P.O. – Pakri, P.S. – Pandua, Dist. – Hooghly, Pin – 712148 declared that on & from 27.06.2024 I changed my name as Badla Saren from Chaitan Saren vide an Affidavit No. 4041, dated 27/06/2024 before Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah.

নাম -পদবী

গত 22/11/17 S.D.E.M., Katwa, Purba Bardhaman কোর্টে 0741 নং এফিডেভিট বলে আমি Srimanta Bandyopadhyay (old name) S/o. Biswanath Bandyopadhyay R/o. 73, Vidyasagar Sarani, Bhadreswar, Hooghly-712124, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Srimanta Kumar Bandyopadhyay (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Srimanta Bandyopadhyay & Srimanta Kumar Bandyopadhyay, Srimanta Kr Bandyopadhyay উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Arya Bandyopadhyay.

E TENDER

E- tender invited by the Pradhan, **Natidanga- II Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Thanarpara, Nadia. **NIET NO. 01/Nati-II/15thFC/2024-25, 02/Nati-II/15thFC/2024-25**, visit **www.wbtenders.gov.in**, Last date of submission **08.07.2024 up to 5p.m.** For details, please contact to the office.

Sd/- Pradhan,
Natidanga- II Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, **শ্রী সুকদেব ব্যাপারী** পিতা স্বর্গীয় ব্যাপারী সাং ভবানীপুর চর (খালপাড়), পোঃ শ্রীপুর বাজার, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী-712514, বিগত ইং 13/05/2019 তারিখে ডি.এস.আর.-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-250/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেলকে (**শ্রী সুদর্শন বিশ্বাস** পিতা – স্বর্গীয় বিশ্বাস, সাং ক্ষুদিয়া নগর, পোঃ শ্রীপুর বাজার, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী-712514) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিক্রয় করতেছেন।
তপশীল – জেলা- হুগলী, থানা- বলাগড়, মৌজা- শ্রীপুর, জে. এল.- 101, হাল এল.আর. খতিয়ান – 3600, আর. এস. দাগ নং- 947, হাল এল. আর. 679 দাগে বাগান/ভিটি জমি, মোট 63 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী ওরফে চন্দ্রা দেবী মাহাতো(কেওট)** স্বামী সুরজ মাহাতো ওরফে কেওট সাং খামারপাড়া দেশপ্রিয় সরণী, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী-712502, বিগত ইং 12/06/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5355/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেলকে (**শ্রী চন্দন ঘোষ** পিতা – কালিপদ ঘোষ, সাং বাঁশবেড়িয়া নবীন পল্লী, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, থানা- মগড়া, জেলা- হুগলী-712502) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী পলাশ প্রামানিক,** পিতা স্বর্গীয় শ্যামল প্রামানিক সাং খামারপাড়া শিবতলা লেন, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী-712502 মহাশয়কে – 17/10/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-10085/2023 নং দলিল মূলে 2 কাঠা বা 0.033 একর আমার মক্কেল বিক্রয় করেন।
তপশীল – জেলা - হুগলী, থানা - চুঁচুড়া, মৌজা- খামারপাড়া, জে. এল. নং সাবেক - 7/22, হাল – 22, আর. এস. খতিয়ান -1226, হাল এল.আর. খতিয়ান – 2150, আর. এস. দাগ নং- 1212, হাল এল. আর. 1621 দাগে ভিটি জমি, মোট 2 কাঠা বা 0.033 একর আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে মায় তদুপরিস্থিত সিমেন্টের মেঝে যুক্ত 650 বর্গফুট পাকা গৃহাদি সহ। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে **শ্রী মনোজ কুমার রজক,** পিতা **জে. এল. রজক,** সাং ওল্ড সেটেলমেন্ট (ধ্যানসিং ময়দান) থানা - খড়গপুর টাউন, জেলা - মেদিনীপুর। উক্ত **মনোজ কুমার রজক** তাহার নামিত খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত **মৌজা - শালিকা, জেএল নং ৬৮, আর.এস. ও এল.আর. ৯৮ দাগে, খতিয়ান নং হাল ৭২৭,** উক্ত দাগে জমি বিক্রয়ের জন্য গত ইংরেজি ১৯.০৪.২০২৪ তারিখে মেদিনীপুর ডি.এস.আর.-২ অফিসে ১০০২০২৭৮৭/২০২৪ নং দলিল দ্বারা আমার মক্কেল **শ্রী রাজকুমার রজক,** পিতা **জামুন রজক** সাং - শালিকা পো. হরিয়াতাড়া, থানা - খড়গপুর (লোকাল) জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়োছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে লিখিতভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে। নতুবা পশ্চাৎ কাহারও কোনও আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

স্বা/-
(দীনেশ মাহাত)
অ্যাডভোকেট
সাং - কলাইকুন্ডা, পো : হরিয়াতাড়া
থানা - খড়গপুর লোকাল
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
Enrl No. F/1504/1049/2017
মোবাইল নং : ৭০০১২৩২৪২৭
তাং : ২৬.০৬.২০২৪

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

আমির সেখ, পিতা-মৃত রওসন আলি ওরফে রওসন সেখ সাং- বাগমারা; পো: ভট্টবাটী থানা- নবগ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ বিগত ইং ১৩/০১/২০১৭ তারখে বহরমপুর সদর DSR-II অফিসে IV ভলিউমের ২নং আমমোক্তার অনুযায়ী যার **তপশীল** জেলা- মুর্শিদাবাদ, মৌজা- জলুখা, জে. এল. নং-৬১, এল.আর খতিয়ান ১২৪৮, আর.এস ও এল.আর দাগ- ৭৮৭ (সাতশত সাতাশি), আমমোক্তার কৃত সম্পত্তি ৩১ শতক।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি
সরস্বতী মন্ডল,
স্বামী- সপ্তম মন্ডল, সাং-জলুখা, পো: পলসন্ডা মোড়, থানা-নবগ্রাম, জেলা-মুশিদাবদ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

পঃবঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের ১০০০-১৫/ ২২/ ২০২৪, নং ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী সোমনাথ প্রামানিক, পিতা- ঁঠাকুরপদ প্রামানিক, সাং-আশুরায় রোড, পোঃ- শক্তিনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন নং-741102 গত 10/01/2024 তারিখে কৃষ্ণনগর এ. ডি.এস.আর অফিসে একটি জমি যার S.L No: 169/2024, I-170/2024, মৌজা-৯২ নং কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, জমির পরিমান-0.04 একর/04 শতক, কৃষ্ণনগর পৌর এলাকাভূক্ত জমিটি রেজিষ্ট্রীকৃত করিয়াছি নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে।
১) শ্রী রাজেশ ঘোষ, পিতা- ঁবিশ্বনাথ ঘোষ, সাং-বাঁকুদর্জি লেন, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন নং-741101, ২) শ্রী রাজু গড়াই, পিতা- ঁনারায়ন চন্দ্র গড়াই, সাং-আর. এন.ঠাকুর রোড, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন নং-741101, ৩) শ্রী উজ্জ্বল দে, পিতা- ঁশিশির কুমার দে, সাং-বগুলা রোড, আনন্দময়ীতলা, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন নং-741101, ৪)শ্রী দেবাশীষ পাল, পিতা- ঁসুকুমার পাল, সাং-নাদনঘাট, অর্জুন পুকুর, পোঃ-নাদনঘাট, থানা-পূর্বস্থলী, জেলা-বর্ধমান, পিন নং-713515, ৫) শ্রী প্রণব কুমার মজুমদার, পিতা- ঁননীগোপাল মজুমদার, ৬) শ্রীমতি সঙ্গীতা সরকার, স্বামী- শ্রী ভূদেব সরকার, ৭) শ্রীমত্যা কৃষ্ণা মজুমদার, স্বামী- ঁসুকৃতি মজুমদার ৮) শ্রী গৌতম মজুমদার, পিতা- ঁসুকৃতি মজুমদার ৫-৮ নং এর সাং-ডি.এল.রায় রোড, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন নং-741101
নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি কিয়দংশ সম্পত্তি উপরিউক্ত ১) প্রদীপ বসু, ২) আশীষ কুমার বসু, ৩) মিতা বসু ওরফে মিতা সরকার, ৪) চন্দ্রা দাস ৫) অমিত কুমার রায়, ১-৫ নং এর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী উজ্জ্বল দে (আমমোক্তার দলিল নং IV-350, তাং-05.12.19, এ.ডি.এস.আর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া)(আমমোক্তার দলিল নং-IV-25, তাং-27.01.20, এ.ডি.এস.আর কৃষ্ণনগর, নদীয়া) ৬) রবি রায়, ৭) সুকুমার রায়, ৮)নুপুর দে, ৯) সবিতা ভৌমিক, ৬-৯ নং এর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারত্রয়- i) শ্রী প্রীতম মজুমদার ii) শ্রী গৌতম মজুমদার iii) শ্রী ভূদেব সরকার (আমমোক্তার দলিল নং-IV-368 তাং-17.12.19, এ.ডি.এস.আর কৃষ্ণনগর, নদীয়া) (আমমোক্তার দলিল নং-IV-29 তাং-03.02.20, এ.ডি.এস.আর কৃষ্ণনগর, নদীয়া), ১০) মধুমিতা ঘোষ, ১০ নং এর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা শ্রী রাজেশ ঘোষ এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বর্তমানে এল.আর.জরিপ নিজ নিজ নাম রেকর্ডভুক্ত করা আছে। উক্ত জমিটি বিষয়ে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিস অথবা নিম্নে বর্ণিত নম্বরে যোগাযোগ করবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
MOBILE- 9851756863

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৮ শে জুন। ১৩ ই আষাঢ় । শুক্র বার। সপ্তমী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে একবার চিন্তা ভাবনা শুরু করতে হবে। বড় ভাবে লগ্নি করার আগে প্রিয়জনের সাথে আলোচনা করা শুভ। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এমন কোন প্রিয় বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে আলোচনা করে দৃঢ় পদক্ষেপ নিন। হর হরি বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজকের দিনটি শুভ। পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সমাজে প্রতিবেশীর দ্বারা সুনাম প্রাপ্তি সম্ভব। কর্মের অন্বেষণে যে সমস্ত অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা রয়েছে। তারা ভগবান শ্রী গণেশের গণেশ সুত্রম্ পাঠ কর নিশ্চিত শুভ ফল পাবে। বৃষ রাশির প্রবীণ নাগরিকেরা ব্যাধি এবং হাড়ের সমস্যায় পড়বেন। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি সম্ভব নিজ গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে হরি ওম বলো। নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে অশান্তির বিষয়। পরিচিত গুপ্ত শত্রু দ্বারা নানাবিধ চক্রান্ত। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।কর্মপ্রার্থীদের জন্য শুভ। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন তাদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর। নারকেল সহ ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজকের দিনটি সচেতন থাকতে হবে। ছোট ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। জলভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। প্রতিবেশী যিনি একসময় আপনার উপকার নিয়েছিলেন আজ তার দ্বারা কোন গুপ্ত চক্রান্ত হতে পারে। বেতনভোগ কর্মচারীদের জন্য শুভ হলেও, অফিসে কোন ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদের সম্ভাবনা। আঞ্চলিক কোন রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে অসম্মানিত হওয়ার যোগ। সতর্কতা শুভ। নারকেলসহ দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করুন শুভ হবে নিশ্চিত।

সিংহ রাশি : আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। পারিবারিক আনন্দ ছোট ভ্রমণ, পরিবারের ঘনিষ্ঠ স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বন্ধুবান্ধব সমাজে আপনার নিজস্ব পরিচিতির জন্য আপনি আজ এক সম্মানীয় মানুষ। ফোন কল ফ্যাক্স মোবাইল ফোন দ্বারা নতুন কোন সংবাদ আপনার আনন্দবৃদ্ধি করবে। ব্যবসায়ীদের জন্য সুখবর। বিশেষত যারা ভেরি জমি বাড়ি বাস্তু র কাজ করেন। শ্রী গনেশের পূজো আপনার জন্য আজ শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজকের দিনটা তাড়াহুড়ো করা যাবে না। আজকের দিন ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে। আজকের দিনটি সচেতন থাকতে হবে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বড় লগ্নি আজকে করবেন না। সংবাদপত্র মিডিয়া ইউটিউ বারস যারা, তাদের জন্য আজ শুভ শুভ মিশ্রিত দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর পুজো করুন।

তুলা রাশি : সচেতন থাকতে হবে গুপ্ত শত্রু থেকে। প্রতিবেশী স্বজন আত্মীয় সকলেই চাইবে আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করতে কিন্তু তার মধ্যেও কোন ছল থাকতে পারে। সচেতন হতে হবে কোন শব্দ বলার আগে একবার সঠিকভাবে ভেবে নিতে হবে। শব্দ চয়ন না করলে আজ কথার দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি হবে। বস্ত্র ব্যবসায়ী যারা তাদের আজ শুভ দিন। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য আজ শুভ দিন। সন্তানের যে বিষয়ে সমস্যা ছিল আজ সেটা মিটে যাবে । বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান এবং হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে প্রবীন সদস্যকে নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পরিবারের প্রবীণ সদস্যের শরীর ব্যাধি দ্বারা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার দিন। পুরাতন কোন বন্ধু বা বান্ধবীর সহযোগিতা পাবেন। তবে যারা পুলিশ প্রশাসনের কাজ করছেন তাদের সচেতন থাকতে হবে। ঊর্ধ্বতন কর্মচারী থেকে খুব একটা সম্মান প্রাপ্তি যোগ নেই ।বিদ্যা যোগ শুভ। বিবাহ কল্পে কথা এগোতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গনেশের পুজো করুন নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

ধনু রাশি : সমাজে আজ আপনার সম্মান প্রাপ্তির দিন ।প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পুরাতন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায় যারা বড় লগ্নি করবেন আজ শুভ চিন্তা করুন। পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা আপনার সহযোগী আছে। তবে গুপ্ত শত্রু থাকবে সচেতন থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : জল তরল পদার্থ লৌহ কেমিক্যাল এর ব্যবসা যারা করবেন, তাদের আজ শুভ দিন। বাড়ির কোন ভাড়াটিয়া বিষয় দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পূর্বে ভাড়াটিয়া যে মানুষ থাকবেন তার সচিত্র প্রমাণ সংগ্রহ করে তবেই ওই কাজে এগোবেন। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় শুভ হলেও একটু দুশ্চিন্তা থাকবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের একটু সচেতন থাকতে হবে আজকের দিনটির জন্য বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ একটু সচেতন থাকতে হবে। পুরাতন বান্ধবের বেশে শত্রুর ছলনাময় রূপকে চিনতে পারবেন। বেতনভোগ কর্মী যারা তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে হারিয়ে যাওয়া কোনো নথিপত্র র বিষয় জবাবদিহি করতে হতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গণেশের পূজা করুন ভালো হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন জল তরল পদার্থ দুধের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। দু তিন দিনের ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। তবে জল ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ বিশেষত যারা বাস্তু জমি বাড়ি বিষয় কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পঞ্চ প্রদীপ জেলে দেবী দুর্গা মায়ের আরাধনা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বন্দরের জমি দখলমুক্ত করতে পুলিশকে কড়া নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বন্দরের জমি থেকে দখল সরাতে কড়া নির্দেশ এবার কলকাতা হাইকোর্টের। আগের নির্দেশ কার্যকরী না করায় দখল উচ্ছেদে কলকাতা পুলিশকে ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিল আদালত। বুধবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, বৃহস্পতিবারের মধ্যে মাঝেরহাটের হেলেন কেলার সরণিতে পোর্ট ট্রাস্টের জায়গা দখলমুক্ত করতে হবে। নির্দেশ কার্যকরী করে এরপর শুক্রবার আদালতে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। যদিও ওই দখল উচ্ছেদে রাজ্য আরও কিছুটা সময় চেয়েছিল। কিন্তু আদালত আর সময় দেয়নি। তারাতলা থানার হেলেন কেলার সরণিতে পোর্ট ট্রাস্ট্রের রাস্তার দু'ধারে দেদার দোকান বসিয়ে দেওয়ার অভিযোগে মামলা হয় হাইকোর্টে। রাজ্যের শাসকদলের স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে রাস্তার দু'ধারে দোকান বসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করা হয়।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, পোর্টের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ওই জমিতে পোর্ট ট্রাস্ট একটি হাসপাতাল তৈরি করতে চায়। গত সপ্তাহে হাইকোর্ট ওই সব দখল সরানোর নির্দেশ দিলেও পুলিশ এখনও নির্দেশ কার্যকরী করেনি বলে অভিযোগ করেন বিকাশ। রাজ্যের তরফে আইনজীবী অমিতেষ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও কয়েক দিন সময় চান বাড়তি বাহিনী আনিয়ে দখল উচ্ছেদের জন্য। যদিও হাইকোর্ট আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময় বরাদ্দ করেছে কলকাতা পুলিশকে। এ দিন অভিযুক্ত দখলদারদের তরফেও মামলায় যুক্ত হওয়ার আবেদন করা হয়। কিছু নথিও দেখানো হয়। তাঁদের দাবি, ওই জমিতে তিন দশক ধরে তাঁদের দোকান বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু আদালত তাতে আমল দেয়নি। যদিও দিনের শেষে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন ওই আবেদনকারীরা। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

রথযাত্রায় সেনকোর তরফে বিশেষ অফার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস রথযাত্রার শুভ উৎসবকে স্মরণ করার জন্য একটি বিশেষ অফার চালু করল। যেখানে বিশেষভাবে রথযাত্রার প্রতীক ও মহিমা দ্বারা অনুপ্রাণিত অনন্য গহনার টুকরোগুলির একটি নির্বাচন ডিজাইন করেছে। এই প্রসঙ্গে সেনকোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, সংস্থার বিশেষজ্ঞ কারিগররা এই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই অসাধারণ নকশাগুলিতে দেবতা, রথ এবং শুভ প্রতীকগুলির জটিল মোটিফগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গহনার প্রতিটি টুকরো অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরি করা হয় হলমার্ক করা সোনা ব্যবহার করে। যা উত্তরাধিকার হয়ে উঠে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে সেনোক গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এর বিপণন

ও নকশার পরিচালক ও প্রধান জয়িতা সেন জানান, 'রথযাত্রার ঐশ্বরিক উদ্দীপনায়, সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস একটি গহনা উপস্থাপন করে যা নিছক সাজসজ্জাকে অতিক্রম করে।' সঙ্গে জানান, রথযাত্রা ডিসকাউন্ট উপভোগ করারও।

স্কুলে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার হাওড়ার লিলুয়াতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রের খবর, একটি স্কুলের রান্নাঘরে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন লেগে যায়। লিলুয়া থানার অন্তর্গত ভট্টনগর একটি সরকারি প্রাথমিক স্কুলের ঘটনাটি ঘটে। এই দুর্ঘটনায় আহত স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সহ দুইজন আহত হন। তাঁদেরকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্কুল শুরুর আগে প্রার্থনার সময় দুর্ঘটনা হাওয়ায় কারণে অল্পের জন্য রক্ষা পায় ছাত্র ছাত্রীরা।

৮০ হাজারের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরির সিদ্ধান্ত রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহিলাদের নিজের পায়ে দাঁড় করতে রাজ্য সরকার আরও ৮০ হাজারের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরফলে ৮ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবেন। নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরির জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই এই ৮০ হাজার ২৭০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরির লক্ষ্য মাত্রা নেওয়া হয়েছে। জুন মাসের মধ্যে ৪০১৩টি গোষ্ঠী তৈরির কাজ শেষ হবে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের ৩৬ হাজার ১২১টি, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ৩২হাজার ১০৯টি এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে আরও ৮০২৭টি গোষ্ঠী তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই মতো জেলায় জেলায় টার্গেটও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রতিটি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্লক ভিত্তিক টার্গেট পাঠানো হয়েছে। সমষ্টিগতভাবেও মহিলাদের আর্থিক উদ্যোগ তৈরিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বিকল্প নেই। তাই মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আরও বেশি করে গোষ্ঠী গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন। বাংলায় সাধারণ ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কোনও মহিলা যাতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর থেকে বাদ না থাকেন সেজন্য গ্রামে গ্রামে সমীক্ষাও করা হয়েছে। এখনও গোটা রাজ্যে প্রায় ৮ লক্ষ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আওতার বাইরে রয়েছেন। তাই তাঁদের প্রত্যেককে গোষ্ঠীর আওতায় আনার জন্য নতুন করে আরও ৮০হাজার গোষ্ঠী গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

উন্মুক্ত শৌচ মুক্ত করতে প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যকে উন্মুক্ত শৌচ মুক্ত করতে স্বাধীনতা দিবসের আগে ১ কোটি ২২ লক্ষ মহিলার জন্য শৌচাগার তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জেলা এবং জিটিএর প্রধান সচিবের কাছে শৌচাগার তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত করে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। প্রত্যেক উপভোক্তাকে শৌচাগার তৈরির জন্য ১২ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। উপভক্তাদের চিহ্নিত করতে মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এজন্য আগামীকাল ওইসব স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নেত্রীদের সঙ্গে জেলাস্তরে আয়োজন করা হয়েছে। এরপরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করে প্রাথমিক উপভোক্তাদের তালিকা প্রস্তুত করা হবে। ৮ই জুলাই এর মধ্যে সেই তালিকা প্রতিটি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকদের কাছে জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করে প্রাপকদের তালিকা চূড়ান্ত করার পর তা পঞ্চায়েত দফতরের কাছে জমা দেবেন। তার ভিত্তিতে ১৩ই আগস্টেরমধ্যে শৌচালায় নির্মাণের কাজ শেষ করতে হবে। এই কাজের জন্য ১৫ আগস্ট স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকরা। রাজ্যে বর্তমানে ১২ লক্ষ ৫ হাজার ৮৪৬টি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। যার মোট সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ২২ লক্ষ ৭৬৪ জন। রাজ্যকে উন্মুক্ত শৌচ মুক্ত করার লক্ষ্যে আগেও গ্রামে গ্রামে শৌচাগার তৈরির কাজ করেছে তৃণমূল সরকার। তবে এবার ন্যায্য প্রাপক বেছে নেওয়ার জন্য প্রথম মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। জানা গেছে র এবার 'টুইন পিট' শৌচালয় তৈরি হবে। ফলে জমা জলের কারণে মশাবাহিত রোগের প্রকোপও কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশ্ব এমএসএমই দিবসে আলোচনা সভার আয়োজনে এমসিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার বিশ্ব এমএসএমই দিবস উপলক্ষে এমপাওয়ারিং এমএসএমইস ফর সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট শিরোনামে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। বিশ্ব এমএসএমই দিবস উদযাপনের জন্য অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় ভারত এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে শিল্প বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক এবং এমএসএমই স্টেকহোল্ডাররা এমএসএমই-দের ক্ষমতায়ন এবং তাদের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার জন্য কী ভাবে এগোনো উচিত তা নিয়ে আলোচনা হয়। একইসঙ্গে কীভাবে বিশ্বব্যাপী এই উদ্যোগ নেওয়া যায় তার উপায় ও উপায়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং নেপালের প্রতিবেশী রাজ্য জুড়ে এমএসএমইগুলির ব্যবসায়িক সম্ভাবনার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়। যার মধ্যে মূলত ছিল একটি এমএসএমই-র অর্থায়ন, দ্বিতীয়ত, এমএসএমই-র জন্য মার্কেটিং ও নেটওয়ার্কিং এবং এমএসএমই-র জন্য প্রযুক্তিগত সহযোগিতা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমসিসিআই-এর এমএসএমই কাউন্সিল কো-চেয়ারম্যান অখিল সোনথালিয়া, ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমেদ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলে শতাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়্গাপুর বিভাগের অন্তর্গত হাওড়ার সাঁকরাইল-সাঁতরাগাছি লিঙ্ক লাইনের আন্দুল স্টেশনে জরুরি কাজ চলছে। আগামী ২৯ জুন থেকে ৬ জুলাই ৮ দিন ও ৭ জুলাই থেকে ৮ জুলাই ২ দিন একাধিক লোকাল ট্রেন-সহ দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত দক্ষিণ-পূর্ব রেলের। একটি নির্দেশিকাতে জানান হয়েছে, এই দিনগুলিতে মোট ২০২টি লোকাল ট্রেন, ৭ জোড়া দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল থাকবে। এছাড়াও ৫টি ট্রেনকে ঘুরপথে ও ২০টি ট্রেনের নির্ধারিত সময় সূচির পরিবর্তন করা হয়েছে। ২৯ জুন শনিবার ২টি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। ৩০ জুন রবিবার বাতিল থাকবে ৬টি ট্রেন। ১ জুলাই সোমবার ২৯টি ট্রেন বাতিল থাকবে। ২ জুলাই মঙ্গলবার ১৬ টি। ৪ জুলাই বৃহস্পতিবার ১৬টি। ৫ জুলাই শুক্রবার ৮৫টি ট্রেন বাতিল থাকবে। দূরপাল্লার মেল ট্রেন বাতিলের তালিকায় রয়েছে ১২৮৫৭/১২৮৫৮ হাওড়া-দীঘা-হাওড়া তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস ৩০ জুন থেকে ২ জুলাই এবং ৬ জুলাই বাতিল থাকবে। ১২০২১/১২০২২ হাওড়া -ভুবনেশ্বর- হাওড়া জন শতাব্দী এক্সপ্রেস ৩০ জুন থেকে ২ জুলাই এবং ৬ জুলাই বাতিল থাকবে। ১২৮৮৩/১২৮৮৪ সাঁতরাগাছি-পুরুলিয়া-হাওড়া এক্সপ্রেস ৩০ জুন থেকে ২ জুলাই এবং ৬ জুলাই বাতিল থাকবে। ৫ জুলাই বাতিল থাকবে ১৮০০৬ জাগদালপুর - হাওড়া সামালশ্বরী এক্সপ্রেস। ১৮০০৫ হাওড়া- জাগদালপুর সামালশ্বরী এক্সপ্রেস ৬ জুলাই বাতিল থাকবে। ১৮০১৪/ ১৮০১২/ ১৮০১১/ ১৮০১৩ বোকারো স্টিল সিটি /চক্রধরপুর - হাওড়া এক্সপ্রেস ৫ ও ৭ জুলাই বাতিল থাকবে। এছাড়াও শহরতলি ইএমইউ লোকালও বাতিল করা হয়েছে। ২৯ জুন শনিবার মোট দুটি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। ৩০ জুন রবিবার মোট ৬টি ইএমইউ বাতিল থাকবে। ১ জুলাই সোমবার মোট ১৪ টি লোকাল বাতিল থাকবে। ২ জুলাই মঙ্গলবার মোট ১৫টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ৩ জুলাই বুধবার মোট ১৬ টি, ৪ জুলাই বৃহস্পতিবার মোট ১৬ টি, ৫ জুলাই শুক্রবার মোট ৬২ টি ট্রেন বাতিল থাকবে। ৬ জুলাই শনিবার বাতিল থাকবে মোট ৭১ টি ট্রেন। এছাড়াও বেশ কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচি ও পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন, ১৮৬১৬ হাতিয়া -হাওড়া এক্সপ্রেস ১ জুলাই হাতিয়া থেকে রাত ১১টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে। ১৮০১৪/১৮০১২ বোকারো স্টিল সিটি /চক্রধরপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস ২ জুলাই বোকারো স্টিল সিটি ও চক্রধরপুর থেকে ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে। ৩৮০৫১ হাওড়া-হলদিয়া লোকাল ৩ জুলাই হাওড়া থেকে সকাল ৬ টা থেকে ছাড়বে। ৩৮০৫১ হাওড়া - হলদিয়া লোকাল ৩০ জুন হাওড়া থেকে ১৫ মিনিট দেরিতে ছাড়বে। ৩৮০৫১ হাওড়া-হলদিয়া লোকাল ১ জুলাই হাওড়া থেকে ১ ঘন্টা দেরিতে ছাড়বে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বৈঠকেও পুলিশ এবং পুর প্রতিনিধিদের ভর্ৎসনা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রণংদেহি মূর্তিতে দেখেছিল বাংলা। পুলিশ থেকে শুরু করে মন্ত্রী-বিধায়ক কাউকে রেয়াত করেননি। টাকা আদায় থেকে শুরু করে ঘুষ খাওয়া, সব ইস্যুতেই প্রশাসনিক আধিকারিকদের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। ফুটপাত দখল থেকে শুরু করে, অবৈধ পার্কিং-সর্বত্র লুঠতরাজ চলেছে বলে অভিযোগ শোনা যায় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর কথায়। এমন কথা শোনার পরই শহরে অ্যাকশন মুডে পুলিশ। শুরু হয়ে যায় বুলডোজার দিয়ে শহরের বুকে ‘রুজি রুটি’ গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযান।

এর রেশ ধরা পড়ে বৃহস্পতিবারের দ্বিতীয় দফার বৈঠকেও। এদিনের বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক থেকে শুরু করে মন্ত্রী, আমলা, পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা। এদিন মমতার বক্তব্য আরও স্পষ্ট, আরও তীক্ষ্ণ। বুলডোজার দিয়ে ঝুপড়ি দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর মমতা বললেন, ‘প্রথমে টাকা খেয়ে দোকান বসাবেন, আর তারপর বুলডোজার দিয়ে ভাঙবেন? একদম বরদাস্ত করছি না।’

পুলিশমন্ত্রীই পুলিশকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বললেন, ‘যে যাঁর মতো লুঠে নিচ্ছে, যেন লুঠ আমার অধিকার। পুলিশের মধ্যে দেখছি লোভ বেড়ে যাচ্ছে। ভাবছে আমি তো ২ বছর ওসি আছি, যতটা পারি করে নিই। এবার থেকে এসিপি স্ট্রং করতে হবে। যদি কোনও পুলিশ ইন্ধন দেয়, সরিয়ে দেব। সরকার কিন্তু এটা করতে পারে।’ কেবল পুলিশ প্রশাসন নয়, মন্ত্রীদেরও তোপ দেগেছেন তিনি। আগের দিনই মন্ত্রী সুজিত বসু, গৌতম দেবকে রীতিমতো তিরস্কার করতে দেখা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে। এদিন নির্দিষ্ট করে কারওর নাম না করলেও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি একজনকে সিস্টেম বানাতে বলেছি। রাজীব কুমারকে একটি সিস্টেম বানাতে বলেছি। সেটা বানিয়ে আমাকে দেবে। দিঘা, মুকুটমণিপুরে হকার তুলে দেওয়া হয়েছে। আর যেন নতুন করে না বসে, সেটা জেলাশাসককে দেখে নিতে হবে। কোনও নেতা যদি ইন্ধন দেন, তাঁকে গ্রেফতার করে নেবেন সঙ্গে সঙ্গে। সে যে দলেরই হোক। কোনও পুলিশ যদি বলে, তাঁকে পুলিশকেও গ্রেফতার করা হবে। ওপরতলার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করবে।’ পুরসভার কাউন্সিলরদেরকেও ছেড়ে কথা বলেননি তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সব পুরসভা একই নিয়মে চলবে। রাস্তা দখলে কাউন্সিলরদের অনেক দোষ রয়েছে। তাঁরা ভাবছেন, রাস্তা দিয়ে দিচ্ছি, টাকা পেয়ে যাচ্ছি, মাসে চাঁদা পেলাম, তেমনটা করলে কিন্তু হবে না। ডাল, ভাত, তরকারি খেয়ে কি হচ্ছে না? তাতে সন্তুষ্ট থাকা যাচ্ছে না? মানুষের বাঁচার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকুই করুন। লোভ করা ভালো নয়। লোভ সংবরণ করুন।’

বুধবার এক ব্যক্তির জমি দখলের চেষ্টা ও খুনের হুমকির অভিযোগে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতা তথা ব্লক তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিককে গ্রেফতার করে পুলিশ। আর বৃহস্পতিবার তাঁর গ্রেফতারি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ডাবগ্রামে দেখেছেন, আমি জেলা প্রেসিডেন্টকে গ্রেফতার করিয়ে দিয়েছি।’ অর্থাৎ, এটা যে কেবল হুঁশিয়ারি নয়, বাস্তবে তেমনটাই হবে, কাউকেই রেয়াত করা হবে না তার উদাহরণ একেবারে হাতে-গরম দেখিয়ে দিলেন মমতা।

দুর্নীতির ভুরি ভুরি অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আর তা যে শরাঞ্চলের মানুষর ভালো চখে নেননি। তা লোকসভা ভোটের ফলাফলেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। আসন্ন বিধানসভা ভোট, তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর এই রণংদেহি মনোভাব দলের নেতা, কর্মীকে দোষ শুধরে নেওয়ার বার্তা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল।

হকারদের কাছ থেকে তোলা আদায় বছরে ২৫০ কোটি, দাবি শক্তিমানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা এবং লাগোয়া শহরাঞ্চলের হকারদের কাছ থেকে বছরে কমপক্ষে ২৫০ কোটি টাকা তোলা আদায় হয়। যার একটা অংশ যায় পুলিশের কাছে। বাকিটা পান স্থানীয় নেতা ও মস্তানরা। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ জাতীয় হকার ফেডারেশনের নেতা শক্তিমান ঘোষের। তাঁর দাবি, ইনকামের পথ প্রশস্ত করতেই ফুটপাথে যত্রতত্র হকার বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশকে টাকা দিয়ে অনেকে ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করছেন। কিছু অসাধু লোকের জন্য বদনাম হচ্ছে গোটা হকার সমাজের।

এদিকে গত সোমবার নবান্নে বিভিন্ন পুরসভার মেয়র, চেয়ারম্যান এবং পুর আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে টাকার বিনিময়ে ফুটপাথে হকার বসানোর অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই ফুটপাথকে দখলমুক্ত করতে বিভিন্ন জায়গায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। এই আবহে নেতাদের তোলা আদায় নিয়ে সরব হয়েছেন হকার নেতারা। হকারদের অবিলম্বে লাইসেন্স দেওয়ার দাবিও তুলছেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে জাতীয় হকার ফেডারেশনের নেতা শক্তিমান ঘোষ জানান, ‘লাইসেন্স দেওয়া হলে তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনা যাবে। লাইসেন্স-ফি থেকে পুরসভাগুলিরও রোজগার বাড়বে।’ প্রায় একই সুর সিটুর রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহুর গলাতেও। তিনি জানান, ‘কলকাতায় প্রতি বর্গফুটে হকারদের টাকা দিতে হয়। কাউন্সিলার থেকে শুরু করে পাড়ার দাদা, পুলিশ সেই টাকার ভাগ পায়। লাইসেন্স হয়ে গেলে এই গুণ্ডামি বন্ধ হবে।’

এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘বাম আমল থেকে চাঁদা নেওয়া শুরু হয়। সেটাই আরও ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে।’ বিভিন্ন সূত্রে খোঁজখবর নিয়ে জানা গিয়েছে, ধর্মতলা, শিয়ালদা, বড়বাজারের মতো জায়গায় হকারদের দৈনিক গড়ে ১০০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। আইন অনুযায়ী, একজন হকার সর্বোচ্চ ২৪-২৫ বর্গফুট জায়গা নিয়ে বসতে পারেন। তার জন্য মাসে ৩০০০-৩৫০০ টাকা আদায় করে ইউনিয়ন। ডালার আয়তন বেশি হলে টাকার পরিমাণও বেড়ে যায়। হকারদের মধ্যে নেতা গোছের কেউ একজন সবার কাছ থেকে টাকাটা তুলে রাখেন। বিনিময়ে কোথাও কোথাও কাঁচা রসিদ দেওয়া হয়। রাতের দিকে ব্যবসা গোটানোর আগে সেই টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে যান কোনও এজেন্ট। তাদের বলা হয় কালেক্টর। তিনি টাকাটা তুলে যথাযথ জায়গায় পৌঁছে দেন। এই তোলা আদায়ের হিসেব রাখার জন্য ফুটপাথের উপর সোফা পেতে অস্থায়ী অফিসও করা হয়। কিছু জায়গায় আবার সিভিক পুলিশের ছেলেরা হকারদের থেকে টাকা কালেকশন করে বলেও অভিযোগ। বেসরকারি হিসেব অনুযায়ী, কলকাতা এবং আশপাশের শহরতলি মিলিয়ে আনুমানিক ২ লক্ষের মতো হকার রয়েছে। তাদের কাছ থেকে রোজ গড়ে দুই থেকে আড়াই কোটি টাকা আদায় হয়। ডালা হাতবদল হলেও ২-৩ লক্ষ টাকা কমিশনও দিতে হয়। ধর্মতলার ফুটপাথে আবার এক-একটি ডালা বিক্রি হয় ৫-৬ লক্ষ টাকায়। কলকাতা পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ফুটপাথে হকার বসানো নিয়ে বছর খানেক আগে পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে চিঠি দিয়েছিলেন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

তিনি অভিযোগ করেছিলেন, হকার ইউনিয়ন ও পুলিশের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে বোঝাপড়া রয়েছে। পুলিশ হকারদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা নেয় বলেও চিঠিতে জানানো হয়েছিল। ফিরহাদের কথায়, ‘পুলিশ যে হকারদের থেকে মাসোহারা নেয় তার প্রমাণ হয়তো আমি দেখাতে পারবো না, তবে আমার কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আছে। পুলিশ জানে না, এটা হতেই পারে না। পুলিশ মনে করলে একদিনে এই সমস্যা মিটে যেতে পারে।’

হকারদের তুলে রোহিঙ্গাদের বসানোর চক্রান্ত চলছে, বিস্ফোরক অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই রাজ্য জুড়ে হকার উচ্ছেদে নেমেছিল পুলিশ প্রশাসন। উচ্ছেদ নিয়ে বুধবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন তুলেছিলেন, বিধাননগর, হাতিবাগান, রাজাবাজার, মেটিয়াবুরুজ, পার্কসার্কাসে হকার উচ্ছেদ করা হচ্ছে না কেন? বৃহস্পতিবার শুভেন্দুর সুরেই সুর মেলালেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি বলেন, ‘হাতিবাগান, মেটিয়াবুরুজ, পার্কসার্কাস, টিটাগড় ও ব্যারাকপুরে ফুটপাত দখলমুক্ত করা হচ্ছে না।’ অর্জুনের বিস্ফোরক অভিযোগ, ‘ফুটপাত হকারদের তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নাটক করছেন। আসলে হকারদের তুলে সেখানে রোহিঙ্গাদের বসানোর চক্রান্ত চলছে।’ তাঁর আরও অভিযোগ, ‘টিটাগড় বাজারে ঢোকা যায় না। টিটাগড় স্টেশন রোড ধরে যাতায়াত করা যায় না। ওখানে তো ফুটপাত দখলমুক্ত করা হচ্ছে না।’ বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের বক্তব্য,

‘মুখ্যমন্ত্রী আগে হুঁশিয়ারি দিতেন, বিকল্প ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা যাবে না। এখন তো দেখছি বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই উনি হকার উচ্ছেদ করছেন।’

প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুর ওয়ারলেস মোড় সংলগ্ন প্রসিদ্ধ বিরিয়ানি ব্যবসায়ী ডি বাপির পুত্র অনির্বান দাসকে টাকা চেয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়। অভিযোগ, তিন দিন আগে মাধ্যমগ্রামের দোকান বন্ধ করে মোহনপুরের বাড়িতে ফেরার সময় সোদপুর মুরাগাছা মোড় থেকে অনির্বানের গাড়ির পিছু ধাওয়া করেছিল দুটি বাইকে চার দুষ্কৃতী। যদিও এই ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকেই পাকড়াও করতে পারেনি। বিরিয়ানি ব্যবসায়ীর পুত্রকে টাকা চেয়ে হুমকির বিষয়ে প্রাক্তন সাংসদের প্রতিক্রিয়া, ‘যাদের কাছে ফোন করে টাকা চাওয়া হচ্ছে। তারাই তো অপরাধীদের কন্ট্যাক্ট ম্যান।’ অর্জুন সিংয়ের কটাক্ষ, ‘বিরিয়ানি ব্যবসায়ী ডি বাপির ছেলে একটা তোলাবাজ। ওর দাপটে এলাকার লোকজন অতিষ্ঠ।’ তাঁর আরও দাবি, ‘বাংলায় আইন শৃঙ্খলা বলে কিছুই নেই। পার্থ ভৌমিক ব্যারাকপুরে গুন্ডারাজ কায়েম করে রেখেছেন।’ তাঁর আক্ষেপ, টিটাগড়ে মনীশ শুক্লা খুনে অভিযুক্ত মূল অপরাধীদের এখনও পুলিশ ধরতে পারেনি। এখানকার পুলিশ তো রাজনৈতিক রং দেখে তদন্ত করে। অর্জুনের আরও অভিযোগ, ‘বাসুদেবপুর থানার কাউগাছি-২ পঞ্চায়েতের কয়রাপুরের বাসিন্দা জমি ব্যবসায়ী রাজু মন্ডলকে বুধবার অন্যত্র তুলে নিয়ে টাকা দাবি করে টিবি গণেশ নামে এক দুষ্কৃতী। পুলিশ কমিশনারের কাছে মেসেজ পৌঁছনোর পর ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়।’ তাঁর দাবি, ‘সেই টিবি গণেশের স্ত্রী কাউগাছি-১ পঞ্চায়েতের সদস্যা। এই তো তৃণমূলের অবস্থা।’ এদিকে তোলাবাজ আখ্যা নিয়ে বিরিয়ানি ব্যবসায়ীর পুত্র অনির্বান দাস বলেন, ‘তিনি যে তোলাবাজ সেটা উনি প্রমাণ করে দেখান। তাঁর দাবি, উনি তো তোলাবাজ তৈরি করেন।’

তাপস সাহার ঘনিষ্ঠ ইতি সাহাকে তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহাকে তলব করেছিল সিবিআই। প্রায় দু’বার নিজাম প্যালেসে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা। এবার তাপস সাহার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ইতি সাহাকে তলব কেন্দ্রীয় এজেন্সির। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়। অর্থের বিনিময়ে চাকরির দেওয়ার মামলাতেই ডেকে পাঠানো হয়েছে বলেই সিবিআই সূত্রে খবর। সূত্রের খবর, তদন্তকারীরা মূলত চাকরি সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও তাপস সাহার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিষয়টি জানতে চান। তবে এদিন প্রথম নয়, এর আগেও গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছিলেন ইতি। তাঁর বাড়িতেও চলেছিল তল্লাশি।

আরপিএফ আধিকারিকের সাহসিকতায় বাঁচল যাত্রীর প্রাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের আসানসোল বিভাগে ‘জীবন রক্ষা’ অভিযানে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণ বাঁচল এক যাত্রীর। ২৬ জুন বুধবার বিকেল ৪ টে ২০ নাগাদ মধুপুর স্টেশনে ঘটে এই ঘটনাটি।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন একজন বয়স্ক যাত্রী ০৩৫২৫ মধুপুর-গিরিধি চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েন। ট্রেন ও প্ল্যাটফর্মের মাঝের ফাঁকে আটকে যান। ঘটনাটি লক্ষ্য করে স্টেশনে কর্মরত আরপিএফ আধিকারিক এম কে মন্ডল এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ওই বয়স্ক যাত্রীকে টেনে প্ল্যাটফর্মে তুলে আনেন।

ওই বয়স্ক যাত্রীর প্রাণ রক্ষার মাধ্যমে আরপিএফ আধিকারিক রেলের ‘জীবন রক্ষা’ অভিযানকে শুধু সার্থক করা নয়, যে কোনও আপদকালীন পরিস্থিতিতে যাত্রী সুরক্ষা ও নিরাপত্তার উৎকর্ষতাকেও সুনিশ্চিত করার উদাহরণ বলেই দাবি করছে পূর্ব রেল। পূর্ব রেলের তরফে ওই আরপিএফ আধিকারিকের সাহস, কর্তব্যনিষ্ঠা ও উৎকর্ষতাকে সাধুবাদ জানান হয়েছে। পাশাপাশি প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত অন্যান্য যাত্রীরাও ওই আরপিএফ কর্মীর সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন।

শ্রমিক অসন্তোষ, উৎপাদন বন্ধ কামারহাটি জুটমিলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রমিক অসন্তোষের জেরে উৎপাদন স্তব্ধ হয়ে গেল কামারহাটি জুটমিলে। বকেয়া পিএফ-এর টাকার দাবিতে বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা থেকে কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন শ্রমিকরা। বিক্ষোভরত শ্রমিকদের অভিযোগ, তিন বছর ধরে তাঁরা পিএফ-এর টাকা পাচ্ছেন না তাঁরা। মিল কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানিয়েও কাজ হয়নি। তাই কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন সকলে। বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি, বকেয়া পিএফ-এর বিষয়ে আশ্বাস না মেলা পর্যন্ত তারা কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন। জানা গিয়েছে, স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে দুই হাজারের বেশি শ্রমিক এই মিলে কাজ করেন। মিল শ্রমিক শাহিদ আলি ও মীর আলমের দাবি, একটা সময় মিলে অনেক লোক কাজ করতেন। কাজের চাপে এবং শ্রমিকদের ওপর জুলুম করায় অনেক শ্রমিক কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে পরিস্থিতির সামাল দিতে মিল চত্বরে আসে কামারহাটি থানার পুলিশ।

সাধুদের নিয়ে মন্তব্যের মামলায় স্বস্তি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনী আবহে সাধুদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছিলেন, তা নিয়ে তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। সেই ইস্যুতেই মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার সেই মামলার নিষ্পত্তি করল আদালত। এটি জনস্বার্থ মামলা বলে মনে হচ্ছে না, এমনটাই পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের। সঙ্গে এও জানানো হয়, অন্যভাবে অভিযোগ জানানো যেতে পারে। আর হাইকোর্টের এই নির্দেশেই মামলাকারী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বড়সড় ধাক্কা খেল। ফলে আদালতে কার্যত স্বস্তি পেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের প্রচার করতে কামারপুকুরের সভা থেকে বহরমপুরের ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান কার্তিক মহারাজকে নিশানা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য করেন, ‘সব সাধু সমান হন না। এই যে কার্তিক মহারাজ যিনি বলেন তৃণমূলের এজেন্ট বসতে দেবেন না, তাঁদের আমি সাধু বলে মানি না। তিনি সরাসরি রাজনীতি করে দেশটার সর্বনাশ করছেন।’ এ প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ইসকন মন্দিরের রাজনীতি যোগ নিয়ে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। সাধুদের নিয়ে মন্তব্যের জেরে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করেছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সেই মামলার এদিন নিষ্পত্তি করল প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এটা পুরনো গল্প। হলফনামা দেখে জনস্বার্থ মামলা বলে মনে হয়নি। অন্য কোনওভাবে অভিযোগ জানাতে পারেন বা অন্য আদালতে যেতে পারেন, এমনটাও বলেন বিচারপতি।

ব্যারাকপুরে হিসাবরক্ষকের বাড়িতে ইডি হানা: বৃহস্পতিবার সাতসকালে ইডির হানা ব্যারাকপুরে। এদিন সকাল সাতটা নাগাদ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ইডির ছয় জন অধিকারিক হানা দেয় টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের এসএম আলি রোডের পেশায় চাটার্ড হিসাবরক্ষক সুভাষ চন্দ্র সোওয়াইকারের বাড়িতে। বাড়ির পাশেই সহেলি আবাসনের নিচের তলায় তাঁর অফিস আছে। টানা এগারো ঘণ্টা দশ মিনিট ধরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ওই চার্টার্ড হিসাবরক্ষকের ঘরে তল্লাশি চালান। সূত্র বলছে, চার্টার্ড হিসাবরক্ষক ও তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডির অধিকারিকরা। এমনকি তল্লাশি অভিযান চলাকালীন আনা হয় টাকা গোনার মেশিনও। নগদ টাকা-সহ মোটা অঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিটের নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। সঙ্গে ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সূত্রে খবর। তল্লাশি চালিয়ে সন্ধে ৬-১০ মিনিট নাগাদ ব্যারাকপুর ছাড়েন তাঁরা। যদিও ইডির অধিকারিকরা তদন্তের বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। এমনকি চার্টার্ড হিসাবরক্ষক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা কিছুই জানাতে চাননি। স্বভাবতই কোন দুর্নীতির তদন্তে ইডির এই তল্লাশি অভিযান কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েই গেল।

জুলাই থেকে বেআইনি নির্মাণ ভাঙবে পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জুলাই থেকে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে শহরজুড়ে অভিযান আরও জোরদার করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। লোকসভা ভোটের কারণে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযানে ভাটা পড়েছিল বলে বিল্ডিং বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই অভিযান ফের জোরদার হচ্ছে জুলাই থেকে। বিল্ডিং বিভাগের একাধিক আধিকারিক জানাচ্ছেন, বেআইনি নির্মাণ-বিরোধী অভিযানে বড় সমস্যা হলো একটি বাড়ির অংশ ভাঙা। একটি বাড়িকে পুরোপুরি ভাঙতে তত সমস্যা হয় না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাঙতে হয় বেআইনি অংশ। হয়তো একটি বাড়ির প্ল্যান স্যাংশনের সময়ে তিনতলা পর্যন্ত নির্মাণের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। অথচ দেখা যায়, বাড়িটি চারতলা হয়ে গিয়েছে। আদালতে মামলা হওয়ার পরে নির্দেশ দেওয়া হয়, বেআইনি চারতলা অংশটা ভেঙে ফেলতে হবে। এই আংশিক ভাঙার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় সমস্যা হলো যে অংশ বেআইনি নয়, সেই কাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেক্ষেত্রে ওই অংশের বাসিন্দারাও বেআইনি অংশ ভাঙতে বাধা দেন। সঙ্গে এটাও ঠিক যে, অনেক সময়ে স্থানীয় রাজনৈতিক চাপের মুখেও পড়তে হয় বিল্ডিং বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের। তাঁরা পিছু হটতে বাধ্য হন। জুলাই মাসে অভিযান জোরদার করার ক্ষেত্রে বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকরা তাই ‘পার্শিয়াল ডেমলিশন অর্ডার’ বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে সমস্যা এড়ানোর পরিকল্পনা করেছেন। চার জন উচ্চপদস্থ আধিকারিককে নিয়ে কেন্দ্রীয় দলও গড়া হয়েছে বিল্ডিং বিভাগে।

প্রসঙ্গত, গার্ডেনরিচে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ১২ জনের মৃত্যুর পরে শহরজুড়ে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছিল পুরসভা। বিল্ডিং বিভাগ গার্ডেনরিচের ঘটনার পর মাসে গড়ে ১৫০টি করে বেআইনি নির্মাণ ভেঙেছে। এরপরও নবান্নে সোমবারের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ধমক খেতে হয়েছে পুরকর্তাদের। তবে আদালতের নির্দেশ মতো মঙ্গলবারও আনন্দপুর এলাকায় একটি বেআইনি নির্মাণ ভেঙেছে পুরসভা। গার্ডেনরিচের ঘটনার পরে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, ‘অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে বেআইনি নির্মাণ।’ পরিকল্পনা সফল করতে শহরের ১৬টি বরোর ১৪৪টি ওয়ার্ডে নিয়মভঙ্গের অভিযোগে বিভিন্ন নির্মীয়মাণ বাড়িতে স্টপ ওয়ার্কের নোটিস ধরিয়েছিল পুরসভা।

বেআইনি পার্কিং লট ভেঙে ফেলার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেআইনি পার্কিং ইস্যুতে বৃহস্পতিবার ফের সরব হতে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে জায়গায় বেআইনি পার্কিং লট রয়েছে, সেগুলি অবিলম্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন তিনি। সঙ্গে এও জানালেন পার্কিং সমস্যা মেটাতে আলিপুরের ‘সম্পন্ন’র মতো বেশ কয়েকটি পার্কিং জোন তৈরির ভাবনা রয়েছে তাঁর।

বেআইনি পার্কিং সম্পর্কে মমতা বলেন, ‘ফুটপাথের উপর কেউ কেউ পার্কিং করছেন। কারও জমিদারি নয়। বেআইনি পার্কিং ভেঙে যাবে। কলকাতা, রাজারহাট, হাওড়া, আসানসোল, দুর্গাপুরে যেখানে পার্কিং হচ্ছে, সেখানে আদৌ পার্কিংয়ের উপযুক্ত জায়গা রয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। যদি পার্কিং করা সম্ভব হয় তবে টেন্ডার হবে। সেন্ট্রাল টেন্ডার হবে। মেয়র নিজে কাজ খতিয়ে দেখবেন। ৫ জনের কমিটি তৈরি করে দিয়েছি। তাঁরাই দেখে রিপোর্ট দেবেন। পুলিশ কমিশনারেটকেও সঙ্গে রাখতে হবে। ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে। ‘সম্পন্ন’র মতো পার্কিং জোন তৈরি হবে।’ এরই রেশ ধরে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, ‘দেখে নাও, কারা কারা করেছে বেআইনি পার্কিংয়ের বন্দোবস্ত। বেআইনিভাবে টাকা নিতে দেব কেন?’ এদিন নবান্নের বৈঠকে কড়া বার্তা দিয়ে মমতা বুঝিয়ে দিলেন বেআইনি পার্কিং নিয়েও কাউকে রেয়াত করবেন না তিনি।

পাশাপাশি এদিনের বৈঠকে রাস্তা এবং বিপজ্জনক বাড়ি নিয়েও সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘রাস্তা বানানোর পরে পাঁচ বছর না চললে ঠিকাদারকে ব্ল্যাক লিস্ট করতে হবে। বেআইনি বাড়ি, বিপজ্জনক বাড়ি ঠিক না করা হলে বাড়ি অধিগ্রহণ করা হবে।’

সম্পাদকীয়

মনুষ্য সমাজকে বাঁচতে হলে অরণ্যের অধিকার ফেরাতেই হবে

জলবায়ুর পরিবর্তনে বার বার ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ইত্যাদিতে বিপর্যস্ত সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের বাস্তব রূপায়ণ একান্ত জরুরি। ম্যানগ্রোভই পারে বিশাল জলোচ্ছ্বাস থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করতে। বেশ কিছু বছর আগে সুনামির সময় আন্দামানের দ্বীপসমূহ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, ম্যানগ্রোভ অরণ্য বাঁচিয়ে দিয়েছিল সুন্দরবনকে। ভিয়েতনামে ভেড়ির মধ্যেও ম্যানগ্রোভ লাগানো হয়। কিন্তু এ দেশে সচেতনতার অভাবে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হয়েই চলেছে। চিংড়ি চাষ সুন্দরবনের কোর এলাকা ছাড়িয়ে এখন হাসনাবাদ, হাড়োয়া, বসিরহাট, দেগঙ্গা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। বছরে তিন বার চাষযোগ্য ভেনামি চিংড়ি চাষ পলিতট, ম্যানগ্রোভ, কৃষিজমি সব দখল করে নিচ্ছে। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষের একটা অংশই মাত্র এই 'নীল ফসল' চাষ থেকে লাভের দাবিদার। মাঝারি, বড় মৎস্যচাষি, মহাজন, ফড়ে, ব্যবসায়ীরাই লাভের গুড় খেয়ে নিচ্ছেন। প্রান্তিক চাষি, মীন জোগাড় করা মহিলারা অতি সামান্য পয়সা পান। এখানে বাগদা চারা প্রজননের আলাদা ব্যবস্থা নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোমরজলে দাঁড়িয়ে মীন সংগ্রহে এক দিকে যেমন অন্য মাছের ডিম, চারা নষ্টে মাছ সরবরাহ কমে আসছে, তেমনই নোনাজলে মহিলাদের সংক্রমণে স্বাস্থ্যের নিদারুণ ক্ষতি হচ্ছে। সুন্দরবনে পাকা বাঁধ দিতে এই সব বৈধ ও অবৈধ চিংড়ি ভেড়িগুলি অন্তরায় হচ্ছে। তা হলে কিছু সংখ্যক মানুষের লোভের আগ্রাসনের কারণে গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ কি বছর বছর আমপান, বুলবুল, ইয়াসের মতো ঝড়ে বিপর্যস্ত হবেন? এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে সরকারের উচিত কঠোর পদক্ষেপ করা। চিংড়ি চাষের জন্য যেন অবৈধ ভাবে ম্যানগ্রোভ বা চাষজমি দখল না করা হয়। মীন ধরা বন্ধ করে আলাদা চারা প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় বা অন্য রাজ্য থেকে চারা আনানো যায়। জলকে লবণমুক্ত করে জমিতে ধান অথবা অন্য ফসলের চাষ বাড়ানো দরকার। এর ফলে বৃহৎ সংখ্যক সুন্দরবনবাসী উপকৃত হবেন।

আনন্দকথা

ছুঁচের মাটি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লাভ, পাপবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি। মাটি ধুয়ে গেলেই ছুঁচকে চুম্বক পাথরে টেনে লবে — অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন হব। চিত্তশুদ্ধি হলে তবে তাঁকে লাভ হয়। জ্বর হয়েছে, দেহেতে রস অনেক রয়েছে তাতে কুইনাইনে কি কাজ হবে। সংসারে হবে না কেন? ওই সাধুসঙ্গ, কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা, মাঝে মাঝে নির্জনে বাস; একটু বেড়া না দিলে ফুটপাথের চারাগাছ, ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।

প্রতিবেশী — যারা সংসারে আছে, তাহলে তাদেরও হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সকলেরই মুক্তি হবে। তবে গুরুর উপদেশ অনুসারে চলতে হয়। বাঁকাপথে গেল ফিরে আসতে কষ্ট হবে। মুক্তি অনেক দেরিতে হয়। হয়তো এ-জন্মেও হল না, আবার হয়তো অনেক জন্মের অনেক জন্মের পর হল।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

রোহিত শর্মা

১৯২১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পি ভি নরসিংহ রাওয়ের জন্মদিন।*

১৯৭৬ *বিশিষ্ট স্পোর্টস শ্যুটার যশপাল রানার জন্মদিন।*

১৯৯৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রোহিত শর্মার জন্মদিন।*

পশ্চিমবঙ্গ আদতে কতটা পশ্চিমবঙ্গবাসীর রয়েছে?

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিক বৈঠকে প্রশাসনিক স্তরে পৌর সংস্থাগুলির কাজের গুণাগুণ নিয়ে তথ্য প্রকাশ করার সাথে সাথে বৈঠকের শেষ পর্যায়ে তাঁকে সামাজিক খাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক নিয়ে আলোচিত করতে দেখে বেশ ভালো লাগল। বিষয়টি ছিল রাজ্যের বিভিন্ন ভাতা,পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্যে অবাঙালিদের দাপট মাত্রাধিক্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাঁর মতামত, রাজ্য থেকে ভারতের মোট পাঁচটি অঙ্গরাজ্য থেকে আগত বহু মহিলারা লক্ষ্মীর ভান্ডার, বিভিন্ন বয়সী মানুষেরা স্বাস্থ্য সাথী থেকে উপকৃত হচ্ছে আর এতে রাজ্যের ঘাড়ে দেনা বৃদ্ধি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতামতে একথা সত্যি, বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যায় বলে প্রতিদিন অবাঙালি রোগীর সংখ্যা মাত্রারিক্ত সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মসূত্রে তারা এখানে থাকলেও তাদের অধিকাংশের আসল বাসস্থান পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, আবার প্রতিবেশী দেশ থেকেও অনেক বাসিন্দা এখানে এসে বিনা পয়সার চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তারমধ্যে সিজার সহ বিভিন্ন শল্য চিকিৎসার সুবিধা যা অন্য রাজ্যে ব্যয়বহুল সেই সব খাতে ব্যয় রাজ্যবাসীর তুলনায় তাদের জন্য বেশি হচ্ছে। এই নিয়ে কিছুদিন আগে নির্দেশ জারি হয়েছিল যে বাইরের রাজ্যের রোগীদের সরকারি পরিষেবায় চিকিৎসা সুবিধা পেতে হলে নূন্যতম খরচ করতেই হবে কিন্তু সেই নির্দেশ পালিত হচ্ছে না বলে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছেন। একই সুবিধা লক্ষ্মীর ভান্ডার, বিনা পয়সায় রেশন, বিধবা ভাতা, কন্যাশ্রীর মত সব সুবিধাই অন্য রাজ্যের বাসিন্দারা এই রাজ্যে থেকে তুলছে এতে রাজ্যের ব্যয়খাতে খরচ বিপুল পরিমাণে বেড়েছে। একটি সমীক্ষা অনুসারে, রাজ্যে মহিলা খাতে সুবিধা প্রাপক প্রায় ২কোটি মহিলার মধ্যে ১৫.৬০ লক্ষ মহিলা ভিন রাজ্যের এবং স্বাস্থ্যে সুবিধা প্রাপকদের মধ্যে প্রায় ৪৭ শতাংশ ভিন রাজ্যের। এরা ভোটদান করেন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। অর্থাৎ এই রাজ্যে থেকে তারা সমস্ত সুবিধার ফায়দা তুলে চলেছে।

তাঁর মতে আরেকটি বিষয় হল, রাজ্যে বিভিন্ন পরিসরে ক্রমশঃ অবাঙালিদের দাপট বৃদ্ধি পাচ্ছে। একথা অনস্বীকার্য যে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, রাস্তায় দোকানপাট সহ অনলাইন ক্যাবের মত বিভিন্ন যানবাহন পরিচালনা, রেস্তোরাঁ, বিভিন্ন নবনির্মিত ও চলমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ সামাজিক সব জায়গায় এদের দাপট চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। রাস্তাঘাট, ট্রেনেবাসে, অফিস, হাসপাতাল সব জায়গায় তারা বিভিন্নভাবে নোংরা করে রাজ্যের সৌন্দর্য্যকে দৃষ্টিকটূ করে তুলেছে, প্রশাসনের তরফে এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ একমাত্র রাস্তা হতে পারে। এরা রাজ্য থেকে ব্যবসাকেন্দ্রিক বা চাকরিভিত্তিক সমস্ত সুবিধা ভোগ করে অর্থাৎ বাংলায় থেকে সুলভে বিদ্যুৎ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করে বাংলার ক্ষতি করে আয়প্রাপ্ত সমস্ত লাভ তুলে নিয়ে যাচ্ছে ভিন রাজ্যের নিজস্ব বাসভূমিতে। এরফলে রাজ্যের বাঙালি যুবসম্প্রদায় এদের আধিক্যে কর্মসংস্থান না পেয়ে সরকারের উপরে ক্ষুব্ধ থেকে যাচ্ছে। শুধু সেটাই নয়, তাদের বাংলা ভাষার প্রতি অনীহা ও গা ছাড়া ভাব সামাজিক পরিসরেও মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলা ভাষার প্রতি উদাসীনতা বা গা ছাড়া মনোভাব অবিশ্বাস্য পরিমাণে বেড়েছে, এটা একপ্রকার গতানুগতিক ভাবধারায় রূপ নিয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মসংস্থায় বাংলা ছাড়া বাকি ভাষার প্রতি নমনীয় মনোভাব দেখানো হয়, সেখানে বাংলা ভাষায় কথপোকথন অশিক্ষার আধার হিসাবে দেখা হয়। রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা বিগত দশ বছরে ৬৭ শতাংশ কমেছে এ এক চরম অশনিসংকেত বহন করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে।

এই সমগ্র বিষয়গুলি রাজ্যের স্বার্থে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নজরে পড়েছে, তিনি ক্ষুব্ধ হলেও তার পর্যালোচনা করেছেন যা সত্যিই ইতিবাচক বিষয় এবং সেজন্য সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ চাই। যে অঢেল ভিন রাজ্যবাসীরা এই রাজ্য থেকে কর্মসূত্রে বা যেকোনো সূত্রে থেকে বিভিন্ন খাতে রাজ্যের তরফে সমস্ত সুবিধা গ্রহণ করে চলেছে তাদের থেকে রাজ্যবাসী ও রাজ্যের কি উপকার হয়েছে সেসব খতিয়ান নেওয়া হোক, তাদের জন্য বিনা পয়সায় সব সুবিধা বন্ধ করা হোক। একইসাথে বাংলায় থাকতে হলে, কাজ করতে হলে বাংলা ভাষার ওপরে দখল থাকাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে বাঙালির জন্য পদ আবশ্যক করতেই হবে, শুধু অবাঙালি নিয়ে প্রতিষ্ঠান চালানো যাবে না। নতুন করে কোনও অবাঙালিকে সুযোগসুবিধা দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। রাজ্যের স্বার্থে অনেকটা কড়া মনোভাব পোষণ করতে হবে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে।

ঠাণ্ডা যুদ্ধ কিন্তু এখন আরও জটিল, কঠিন

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ইজরায়েল হামাসের লড়াই, নয় মাস অতিক্রান্ত হতে চলল। এত ধ্বংস আর ক্ষয়ক্ষতির খবরের পরও কিন্তু হামাসের পরাস্ত হবার কোনও লক্ষ্মণ নেই। মার্কিন অস্ত্র সাহায্য বিপুলভাবে পেয়েও ইজরায়েল নিজেদের ভূমিতে হামাসের ক্ষেপণাস্ত্র দমন করতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর নামে নানান দুর্নীতির অভিযোগ। যুদ্ধ শেষ হলেই যেন তাঁর মেয়াদও শেষ হবে, সুতরাং, শান্তিই এখানে পণবন্দী!

চিন ওদিকে সুযোগের অপেক্ষায় আছে, কখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাইওয়ানের দখল নেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তা সেদিকেই বেশি। পরিস্থিতি কাজেই গত শতাব্দীর ঠাণ্ডা যুদ্ধের তুলনায় অনেকটাই কঠিন। ১৯৯১ সালে, সাবেক সোভিয়েত সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেকেই ধরে নিয়েছিলাম, প্রায় চার দশক ব্যাপী দুই মহাশক্তির ঠাণ্ডা লড়াই শেষ হল বুঝি। অস্ত্র প্রয়োগ হল না কোনও দিক থেকেই। কিন্তু একাকী শক্তিধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই লড়াইতে জয়ী হল কী? আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে। সত্যিই কি তাই? রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে এল প্রকৃত অবস্থাটা।

প্রেসিডেন্ট পুতিনের নেতৃত্বে উজ্জীবিত রাশিয়া, ক্রিমিয়ার দখল নিয়েছে ২০১৪ সালেই। ওদিকে, চিন তরতর করে এগিয়েছে বৃহৎ শক্তি হবার দিকে। ১৯৯১ নাগাদ, মার্কিন জিডিপি ছিল ছয় ট্রিলিয়নের বেশি, ওদিকে চিন তার দশ ভাগেরও কম। সোজা অথবা বাঁকা পথে চিন মার্কিন প্রযুক্তি আত্মসাৎ করে, মার্কিন মুলুককে টক্কর দিতে শুরু করেছে তিন দশকের মধ্যেই। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে একক শক্তিধর বলে পরিচিত তখনকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। এই শতাব্দীর শুরুর দিকে মার্কিন মুলুক মনে করলো, রাশিয়ার প্রাধান্য খর্ব করাই তার প্রধান কাজ; সেই ঠাণ্ডা যুদ্ধের শুরুর দিক থেকে যে ভাবনা তার রয়েছে। কাজেই, বন্ধুভাবাপন্ন ইয়োরোপীয় দেশগুলোর সাহায্যে রাশিয়াকে ঘিরে রাখতে হবে, যাতে বেশি লম্ফঝম্প না করতে পারে। ন্যাটোর গুরুত্ব বাড়াতে হবে, আর এই কাজে তার সহযোগী হল সাবেক সোভিয়েত ভেঙে বেরিয়ে আসা ছোট ছোট দেশগুলো। ভিক্টর ইয়ানুকভিচ, রাশিয়ার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ইউক্রেনের রাষ্ট্রপ্রধানকে সরিয়ে দেওয়া হল কলকাঠি নেড়ে। ক্রিমিয়ার ওপর রুশ আগ্রাসন, ঠিক সেই সময়ে, এরই প্রতিক্রিয়ায়।

কিন্তু, এইভাবে রাশিয়াকে দুর্বল করা গেল কী? এভাবে দুর্বল করা যায় কখনও, আজকের দিনে? ইউক্রেনকে আক্রমণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলো আমেরিকা, কিন্তু সবগুলো পরিকল্পনা তার খাটল না ঠিকঠাক। যেন নিজেই জড়িয়ে পড়লো নিজের তৈরি করা ফাঁদে। শক্তিশালী চিন এসে দাঁড়ালো রাশিয়ার পাশে। এই যুদ্ধ যেন কখনও শেষ হবার নয়, মাঝে মাঝে মনে হয়। রাশিয়া এই যুদ্ধে কখনও জিতবে না, কিন্তু আমেরিকারই বা কী হবে, যদি আসন্ন নভেম্বর মাসের নির্বাচনে বাইডেনের বদলে ট্রাম্প আরেকবার প্রেসিডেন্ট হয়ে যান? রাশিয়াকে রুখতে, ইউক্রেন যে অভ্যস্ত হয়ে গেছে মার্কিন অস্ত্রের সাহায্য পেতে। এদিকে ইজরায়েল, ওদিকে ইউক্রেন; মার্কিন সাহায্য চালিয়ে যেতে পারবে আর কতদিন? চিন যে ওদিকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সম্ভার নিয়ে রাশিয়াকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে চলেছে! কিছুদিন আগে, ফ্রান্সে গিয়ে বাইডেন বলে এসেছেন, সমগ্র ইউরোপ আজ বিপন্ন, ইউক্রেন যুদ্ধের জন্যে। আমরা তাদের সাহায্য করা থেকে কখনও পিছিয়ে যাব না... কিন্তু কোন মূল্যে? খারকিভ এর লড়াই আপাতত স্তিমিত, কিন্তু মার্কিন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র যেভাবে রাশিয়ার অভ্যন্তরে ধ্বংস প্রক্রিয়া চালাচ্ছে, তাতে যে মনে হতেই পারে, পরমাণু বোমাও যে এইভাবেই ছোঁড়া সম্ভব! এই যুদ্ধের প্রথমদিকে, জেলেনস্কি প্রস্তুত ছিলেন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করতে। ইস্তামবুলে খসড়া তৈরিও হয়ে গিয়েছিল। বাইডেন তখন ব্রিটিশ দূত বরিস জনসনকে কিয়েভ পাঠালেন জেলেনস্কিকে বোঝাতে, যুদ্ধ যাতে চালু থাকে। রাশিয়াকে দুর্বল করার মার্কিন উদ্যোগ, এই পৃথিবীকে কোন সর্বনাশের দিকে নিয়ে চলেছে?

মার্ক্সবাদ একটা সুবিধাবাদী নীতি

সুবল সরদার

মার্ক্সবাদ এমন একটা ভ্রান্ত নীতি যা বাম শাসনে দীর্ঘ ৩৪ বছর জনগণকে ধোঁকা দিয়ে গেছে। মার্ক্সবাদী নেতাদের কাছে এই নীতি দুধ -ভাত, জনগণের কাছে নুন, ভাত। নুন -ভাত খেয়ে জনগণ কেন ওই নেতাদের সঙ্গে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখবেন ? এক সময় তাঁরা আমেরিকার জুজু দেখাতেন। বুর্জোয়া দেশ বলে গালি পাড়তেন। অন্যদিকে রাশিয়া ,চীন মহান দেশ বলে সাম্যবাদের মাহাত্ম প্রচার করতেন। এখন রাশিয়ার পতন হয়েছে। চীনের একনায়কতন্ত্রের স্বৈরাচারী শাসন কায়েম হয়েছে। এভাবে কাল মার্ক্সের মার্ক্সবাদ কাল হয়ে ওঠে জনগণের কাছে। ত্রাস হয়ে উঠেছে বিশ্বের কাছে। তাঁদের মার্ক্সবাদের ভূত বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেতে খেতে ভূ-ভারতে তাঁরা আর এখন কোথাও নেই বললেই চলে। এখন কেবল তাঁরা কেবল যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে দোকানের চায়ের কাপে বিপ্লবের তুফান তোলেন। তাঁদের কথা শোনার এখন আর কেউ নেই। এমন নীতি কেন বা জনগণ শুনবেন? তাঁরা প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিতে পারেন আবার প্রয়োজনে পায়ে পড়তে পারেন। এক সময় তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বুর্জোয়া কবি বলে গালি দিতেন। তাঁর লেখা' রাশিয়ার চিঠি' ব্যান করা হয়েছিল। তাঁদের যে আসলে কোন নীতি নেই, একটাই নীতি শুধু সুবিধাবাদী নীতি। যে মার্ক্সবাদী নেতা -নেত্রীরা বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেয়ে এদেশে এসে সেকুলারিজমের তত্ত্ব আওড়ান, তাঁদের কাছ থেকে সেকুলারিজমের তত্ত্ব শেখা এ যেন ঠিক কোন অন্ধের কাছে ফুলের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা শোনার মতো। কমরেড জ্যোতি বসু বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেয়ে এদেশের শ্রমিক নেতা হয়ে ওঠেন। তাঁদের ৩৪ বছর রাজ্য শাসনে নৈরাজ্য তৈরি করে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণের বোঝা চাপে রাজ্যের উপরে। এই জ্যোতি বাবুর ছেলে চন্দনবাবু কোটি পতি ব্যবসায়ী। তাঁর মেয়ে কোয়েল বসু এখন ইংল্যান্ডের নাগরিক। তাঁদের কাছ থেকে আমাদেরকে দেশ প্রেমের পাঠ শিখতে হবে? এখানে আমি শুধু একটা উদাহরণ দিলাম। আজকের যাঁরা মুখে বিপ্লবের তুফান তুলছেন কমরেড দীপ্সিতা ধর থেকে শতরূপ ঘোষ সবাই কোটি পতি এবং তাঁরা কোটি পতির ছেলে-মেয়েও। শিল্প ধ্বংস করে বিপ্লবের নামে জনজীবন নষ্ট করে, বেকারদের স্বপ্ন কেড়ে নিয়ে নিজেদের রাজপ্রসাদ বানিয়ে তুলেছেন। তাঁরা ৩৪ বছর ধরে রাজ্যকে কৃষক, মুটে, শ্রমিক করে এখন তাঁরা গরীব জনগণের পক্ষে হাস্যকর যুক্তি শোনাচ্ছেন । গরীবদের চিরকাল চোখের জল ঝরে -এখনো তাঁরা নাকি গরীবদের পক্ষে! যাঁরা অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গে কাজ করেন এখন তাঁরা আধুনিক পরিভাষায় পরিযায়ী শ্রমিক হয়েছেন। গরীবদের নিয়ে রাজনীতি করতে তাঁদের কখনো বিবেকের দংশন হয় না। ভোট এলেই তাঁরা বাদ্য যন্ত্র নিয়ে মাঠে- ময়দানে নেমে পড়েন। সারা দিন রাত মিডিয়া হাউস দখল করে গরম গরম ডায়লগ ছাড়েন। এবার লোকসভা নির্বাচনে ৪২ এ ৪২ সীটে হেরেছেন । চারটে সীট বাদ দিয়ে ৩৮টা সীট জামানৎ জব্দ হয়েছেন। তারপরও শুনেছি তাঁরা নাকি হেরেছেন, হারিয়ে যাননি। এ যে দেখছি কঞ্চির মতো ভাঙ্গে তো চমকায় না। এখন কমরেডদের মনে করিয়ে দিই তাঁরা হেরেছেন, হারিয়েও গেছেন। আমাদের মহান চৈতন্যবাদ আছে, আছে ভগবান বুদ্ধের অহিংস নীতি, সহিষ্ণুতা যা আমাদের চালিকাশক্তি এবং পথপ্রদর্শক। বিবেকানন্দের সাম্যবাদ নীতি, সেগুলো ছেড়ে কেন বিভ্রান্তিকর বিদেশি নীতি জনগণ গ্রহণ করবেন? জনগণ তাই মার্কসবাদের মতো বিদেশি নীতি বিদায় দিয়ে আমাদের ভালোবাসার, সাম্যবাদ নীতি গ্রহণ করেন। ধর্ম কখনো আফিঙ নয়, ধর্ম হচ্ছে বেঁচে থাকার সুন্দরতম পথ নির্দেশিকা। যাঁরা দারু, অফিঙ খেয়ে এমন প্রচার করেন তাঁরাই বলতে পারেন ধর্ম অফিঙয়ের মতো। সেই জন্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বপ্ন দ্বীপের মৃত্যু নিয়ে যখন সারা দেশ তোলপাড় হচ্ছে, যখন ইউনিভার্সিটিতে সিসি ক্যামেরা বসানোর আয়োজন চলছে, অতি প্রগতিশীল কমরেডরা তাঁর বিরোধিতা করেন। শুধু তাই নয় এক বিপ্লবী নেত্রী বলেই ফেলেন ইউনিভার্সিটি তো মদ খাওয়া জায়গা। সাব্বাস, কমরেড নেত্রী। সেই যাদবপুর লোকসভা আসন তাঁরা কি করে আশা করেন তাঁরা জিতবেন? মার্ক্সবাদ হচ্ছে মানবতা বিরোধী, জাতীয়তাবাদী বিরোধী একটা বিচ্ছিন্নতাবাদ নীতি। ভারত- পাকিস্তান ভাগ করার পিছনে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি কাজ করে। প্রগতিশীলতার অন্তরায় একটা কুরুচিকরপূর্ণ নীতি। এ এক অকল্যাণকর নীতি যা জনগণ ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। এটা যতো তাড়াতাড়ি বোধোদয় হবে ততো তাড়াতাড়ি মঙ্গল হবে এ বঙ্গের মার্ক্সবাদী নেতা-নেত্রীদের ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরএসএস ভবনে আধিকারিকরা, পুকুর ভরাট, নির্মাণের অভিযোগ

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের পরই অভিযোনের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মুখ্যমন্ত্রী কড়া বার্তার পরই আসানসোলে আরএসএস কার্যালয়ে আসানসোল পুরনিগমের আধিকারিকরা এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা।

আসানসোল পুরনিগমের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সাউথ ধাদকা জেসি বোস লেনে আরএসএস ভবন রয়েছে। অভিযোগ, এই আরএসএস ভবনটি পুকুর ভরাট করে করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তার পর আসানসোলে ওই আরএসএস ভবনে পুরনিগমের আধিকারিক এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের আধিকারিকরা পৌঁছন। আধিকারিকরা বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান আরএসএসের আসানসোলের আইনজীবী পীযূষকান্তি গোস্বামী। তিনি বলেন, 'ওনারা কাগজপত্র খতিয়ে দেখতে চান। আমাদের কাছে যা ছিল আমরা সেই তথ্য দিয়েছি। অন্যান্য কাগজপত্র আমাদের কেশব ভবন অফিসে রয়েছে। ওঁদের যদি কোনও অভিযোগ থাকে, আইনসঙ্গত ভাবে নোটিস করুন।' পুরনিগম এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের অধিকারিকরা জানান, অভিযোগ পেয়ে তাঁরা এসেছেন।

তবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অভিযোগ, তাদের এই ভবনটি মুখ্যমন্ত্রী বলার পরই হঠাৎ করে প্রশাসনিক অধিকারিকরা পৌঁছে গিয়েছেন। এর পেছনে রয়েছে রাজনীতি। আরএসএসের দাবি, কোনও পুকুর ভরাট হয়নি।

শিক্ষায় দুর্নীতি ও বেহাল পরিকাঠামোর অভিযোগ

জেলাশাসকের দপ্তরে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ, ব্যারিকেড ভেঙে ঢোকার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি ও বেহাল পরিকাঠামোর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দপ্তরে এআইডিএসও-র বিক্ষোভকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। এদিন মিছিল করে এআইডিএসও জেলাশাসকের দপ্তরে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ ব্যারিকেড তৈরি করে মিছিল আটকায়। আন্দোলনকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে দপ্তরে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে কার্যত ধাক্কাধাক্কি হয় আন্দোলনকারীদের।

শিক্ষকের অভাবে রাজ্যজুড়ে একের পর এক স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বন্ধ বহু কলেজের পঠনপাঠন। কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে জটিলতার শিকার হচ্ছে পড়ুয়ারা। পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নেট ও নিটের মতো সর্বভারতীয় পরীক্ষায় একের পর এক দুর্নীতি সামনে আসছে। এর জন্য দায়ী কেন্দ্রের ও রাজ্যের শিক্ষানীতি। অবিলম্বে সেই শিক্ষানীতি বদলের দাবিতে এদিন বাঁকুড়ায় জেলাশাসক দপ্তর অভিযানের ডাক দেয় এআইডিএসও। এদিন সকালে বাঁকুড়া শহরের তামলীবাঁধ ময়দানে ওই ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা জমায়েত করে সেখান থেকে নিজেদের দাবিতে মিছিল শুরু করেন।

সংগঠনের কর্মী সমর্থকদের মিছিল শহর পরিক্রমা করে বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দপ্তরের দিকে যেতেই পুলিশ ব্যারিকেড তৈরি করে মিছিলের পথ আটকায়। ব্যারিকেড ভেঙে এআইডিএসও কর্মীরা জেলাশাসকের দপ্তরের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে কার্যত ধাক্কাধাক্কি শুরু হয় এআইডিএসও কর্মীদের। পরে সেখানেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন কর্মীরা। এআইডিএসও-র দাবি, অবিলম্বে দাবিপূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

পানীয় জল ও বিদ্যুতের দাবিতে কোলিয়ারিতে ক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: প্রচণ্ড গরমে নাকাল হয়ে রয়েছে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ। বারংবার বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হলেও কয়েক দফায় কয়েক পশলা বৃষ্টি হলেও টানা বৃষ্টি বা দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টি হতে দেখা যায়নি দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। ফলে এখন জলের জন্য হাহাকার লেগেই রয়েছে। আর খনি অঞ্চলে তো বলারই নয়, কয়লাখনি এলাকায়, জলের জন্য হাহাকার চলছে বেশ কয়েকদিন ধরেই ইসিএল কর্তৃপক্ষ সঠিক সময়ে জল সরবরাহ না করার দাবি। ইসিএলের প্রতি কয়লাখনি মহাবীর কোলিয়ারি এলাকার বেশ কয়েকটি অংশে পানীয় জলের জন্য হাহাকার করছে এলাকার মানুষ। আরও দাবি, তার সঙ্গেই রয়েছে বিদ্যুৎ বিপর্যয়। সমগ্র এলাকার কয়লাখনি আবাসনের বিদ্যুৎ পরিষেবা অনিয়মিত হয়ে পড়ায় এই প্রচণ্ড গরমে নাজেহাল অবস্থা অঞ্চলবাসীর।

তাই পানীয় জল ও বিদ্যুতের দাবিতে ইসিএলের কুনুস্তোড়িয়া এরিয়ার, মহাবীর কোলিয়ারির কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান সেখানের খনি আবাসন এলাকার কয়েকশো বাসিন্দা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, প্রায় তিন মাস ধরে অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে দিনে ৮-১০ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে ইসিএল কর্তৃপক্ষ, আর তার সঙ্গেই এলাকায় ব্যবহারযোগ্য জল যা ইসিএল দ্বারা সরবরাহ করা হয়, তাও দীর্ঘ প্রায় ১০-১২ দিন ধরে বন্ধ থাকায় ব্যাপক দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

বৃহস্পতিবার এই দাবিতে তাঁরা কোলিয়ারি কার্যালয় ঘেরাও করে কোলিয়ারির ইঞ্জিনিয়ারকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, তাঁরা এই বিষয় নিয়ে বারংবার ইসিএল কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানালেও কোনও কাজের কাজ হয়নি। তাঁদের দাবি, বহু ক্ষেত্রে তাঁরা লিখিত অভিযোগ জানানোর পরও মেটেনি সমস্যা। এই দাবি তুলেই তাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়ে, এই বিষয়ে কোনও সঠিক দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ না হলে, আগামীতে তাঁরা ইসিএলের এরিয়া কার্যালয় ঘেরাও করে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলেই হুঁশিয়ারি দেন।

ইসিএলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর দেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ

পুলিশ কুকুর দিয়ে তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাণ্ডবেশ্বর ও লাউদোহা নতুন বাড়ি তৈরি করার কাজ চলছিল তা দেখতে এসে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হল ইসিএলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর। মৃতের নাম কাজল ঘোষ, বয়স আনুমানিক ৬১ বছর বলে জানা গিয়েছে। গুলি করে খুনের অভিযোগ মৃতের পরিবারের। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহার কালিপুর গ্রামে। লাউদোহায় রহস্যজনক খুনের ঘটনায় ঘটনাস্থলে আনা হয় পুলিশ কুকুর। ঘটনাস্থলে এবং আশেপাশের এলাকা অনুসন্ধান করে পুলিশ কুকুর।

মৃত কাজল বাবু পরিবার নিয়ে থাকতেন ঝাঁঝরা খনি আবাসন এলাকায়। কাজলবাবুর আসল বাড়ি লাউদোহার কালিপুর গ্রামে। বেশ কয়েকমাস আগে গ্রামে তিনি একটি পাকা বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করেন। প্রতিদিন সকাল হলেই ঝাঁঝরা থেকে গ্রামে আসতেন বাড়ির কাজ দেখভালের জন্য, সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ির কাজকর্ম দেখে মিস্ত্রিদের কাজকর্ম বুঝিয়ে বাড়ি ফিরতেন তিনি। প্রত্যেক দিনের মতো বুধবারও তিনি আসেন বাড়ির কাজ দেখতে। কিন্তু এদিন তাঁর বাড়ি ফিরল নিথর দেহ। নির্মীয়মাণ বাড়ির ভেতর থেকেই উদ্ধার হল তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ।

মৃত কাজল ঘোষের ছেলে ধ্রুব ঘোষের দাবি, 'প্রত্যেকদিন বাবা সকাল থেকে গিয়ে সন্ধ্যা হলেই বাড়ি ফিরতেন। এদিন সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বাড়ি না ফেরায় তাঁকে ফোন করি, কিন্তু ফোন সুইচ অফ ছিল। সেই কারণে রাত আটটা নাগাদ কালিপুর গ্রামে বাবার খোঁজে আসি। এসে দেখি বাড়ির মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন বাবা। মাথার পেছনে রয়েছে আঘাতের চিহ্ন। দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকরা বাবাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কেউ বা কারা সম্ভবত গুলি করে বাবাকে খুন করেছে বলে মনে হচ্ছে।' পাশাপাশি ধ্রুব দাবি, বাবার মোবাইল ফোন, হাতের আঙুলের সোনার আংটি পাওয়া যায়নি।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তৃণমূলের দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক সভাপতি ঘটক, বরাবর এই শান্ত এরকম একটা গ্রামে এই ঘটনার জন্য ক্ষোভ উগরে দেন গ্রামবাসীরা। ব্লক সভাপতি বলেছেন, অবিলম্বে এই ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি করেন তাঁরা। ব্লক সভাপতি গ্রামবাসীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য রাতেই দেহটি নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। মৃত্যুর কারণ জানতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানান থানার এক আধিকারিক।

পানীয় জলের ট্যাপ থেকে বের হচ্ছে সাপের খোলস, নড়েচড়ে বসল আরামবাগ পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পানীয় জলের ট্যাপ থেকে বের হচ্ছে সাপের খোলস থেকে শুরু করে পচাগলা অংশ ও আঁশ। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের দৌলতপুর ও ভাটার মোড় সংলগ্ন এলাকায়। এর পরেই নড়েচড়ে বসে আরামবাগ পুরসভা প্রশাসন। তড়িঘড়ি আরামবাগ পুরসভার পক্ষ থেকে ওই এলাকায় পাঁচ ছয়টি পানীয় জলের ট্যাঙ্ক থেকে শুরু করে জলের পাইপলাইন পরিষ্কার করা হয়। এমনকী ওই এলাকায় পুর প্রশাসনের জলবিভাগের পক্ষ থেকে আধিকারিকদের পাঠানো হয়। তা সত্ত্বেও ওই এলাকাতে আতঙ্ক কাটেনি। জানা গিয়েছে, ভাটার মোড় এলাকায় কয়েকটি পুরসভার ট্যাপ কল আছে, সেই সব ট্যাপকল থেকেই সাপের আঁশ ও পচাগলা অংশ বের হচ্ছে বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ। ওই সমস্ত ট্যাপ কলগুলি থেকে রান্না থেকে শুরু করে স্নান করে এলাকার মানুষ। পানীয় জলের ট্যাপ থেকে কিভাবে সাপের খোলস ও পচা দেহাংশ বের হল, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তাহলে কি আরামবাগ পুরসভার কোনও নজরদারি নেই! পানীয় জলের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন নজরদারি চালানো হচ্ছে না? যদি জল বিষাক্ত হয়ে বড় কোনও বিপদ ঘটত তাহলে তার দায় কে নিত। উঠছে প্রশ্ন? এই বিষয়ে স্থানীয় মানুষ প্রতিমা মাইতি বলেন, পানীয় জলের ট্যাপ থেকে বের হচ্ছে সাপের পচাগলা মাংস, খোলস, আঁশ। আমরা জল খেতে পারছি না, বাড়ির কোনও কাজ করতে পারছিনা। পাশের বাড়ির থেকে জল নিয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। তবে এদিন সকাল থেকে পুরসভা কাজ শুরু করেছে। আতঙ্কে এখনও জল ব্যবহার করতে পারছি না। স্থানীয় মানুষ নানু কোটাল বলেন, কল থেকে সাপের খোলস ও পচাগলা মাংস বের হতে থাকে। তা দেখেই জল খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। অপরদিকে আরামবাগ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখার্জি বলেন, খবর পাওয়ার পরই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পুরসভার পক্ষ থেকে নয় জন কর্মকে ওই এলাকায় পাঠানো হয়েছে। জলের ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হয়। পাইপ লাইন পরিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু ওই সময় কোনও কিছু পাওয়া যায়নি।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড ১০২ অধীনে)
শ্রী সুদেশ সোন্থালিয়া-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য
সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রী সুদেশ সোন্থালিয়া, পিতা প্রয়াত সত্যদেও সোন্থালিয়া
২.	সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত ক্ষেত্রে কর্পোরেট ডেটরের নাম	মেসার্স এনফিল্ড সোলার এনার্জি লি. CIN : U45400WB2007PLC116885
৩.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার রেজিস্টার্ড অফিস/মূল অফিস/ঠিকানা	সিএল-২৩৯, সেক্টর - II, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৯১
৪.	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্ডারের বিস্তারিত	মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক অর্ডার ঘোষিত হয়েছে C.P. (IB)/256(KB)2023
৫.	ইনসলভেন্সি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	অর্ডার তারিখ ২৪.০৬.২০২৪
৬.	প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মেসার্স দৌলত রেজলিউশন সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড IBBI/IPE-0156/IPA-1/2023-2024/50062
৭.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	৩৩, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৬ ইমেল : daulat.resolution@gmail.com
৮.	প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল :	১২, পার্ক লেন, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৬ ইমেল : ibc.sudeshsonthalia@gmail.com
৯.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	১৯.০৭.২০২৪
১০	সংশ্লিষ্ট ফর্ম পাওয়া যাবে :	Weblink : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ II, কলকাতা নির্দেশ দিয়েছে শ্রী সুদেশ সোন্থালিয়া-এর ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস শুরুর তারিখ ২৪ জুন, ২০২৪, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড ১০০ অধীনে।
শ্রী সুদেশ সোন্থালিয়া-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৯.০৭.২০২৪ তারিখের মধ্যে দফা নং ৮ এ প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানায় দাখিল করতে। আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা হাতে হাতে বা ক্যুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পোস্টে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
তৃপ্তি আগরওয়াল, ডিরেক্টর
দৌলত রেজলিউশন সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং : IBBI/IPE-0156/IPA-1/2023-2024/50062

তারিখ : ২৮ জুন ২০২৪
স্থান : কলকাতা

SBI এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট ব্রাঞ্চ কোড নং:- ১৬৮২২
সন্তোষ চেম্বার, ৩য় তল, সিটি সেন্টার-২ -এর নিকটে নিউটাউন
কলকাতা ৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in
ভেহিকেল অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শ্রী পঙ্কজ কুমার, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭ ১৩৩১২ ইমেইল: sbi.16822@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৬(২) বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬(২) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে অস্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৮.০৭.২০২৪
সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ- ''আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।''

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড আছে। **অভিগ্রস্ত গাড়িগুলি** যেগুলি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (সুরক্ষিত ক্রেডিটর) অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **''যেখানে যেমন আছে''**, **''যা যেমন আছে''** এবং **''সেখানে যা কিছু আছে''**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ০৮.০৭.২০২৪ তারিখে।

জ্ঞাত দায় সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্র. নং.-১ **শ্রী সৌরভ সরকার**, অ্যাকাউন্ট নং. ৪২৫৫৫৭৭৫৭৭৯ বকেয়া পরিমাণ: **১৭০০৩৫৪.০০ টাকা ২৭.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** + তদ্পরবর্তী সুদ। রিজার্ভ মূল্য **১৭৪৯০০০.০০/- টাকা**। আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে **১,৭৪,৯০০.০০/- টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১০,০০০.০০ টাকা**
পরিদর্শনের তারিখ: ০৫.০৭.২০২৪
গাড়ির বিবরণ: হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিঃ, Creta 1.5 MPIMT SX, রেজিঃ নং **WB 24 BL2588**, রেজিঃ তারিখ: ২৯.১২.২০২৩, উৎপাদনের বছর: ২০২৩, ইঞ্জিন নং - **G4FLPV645627**, চেসিস নং - **MALPC812LPM594545**

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস এর ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

তারিখ: ২৮.০৬.২০২৪, স্থান: রাজারহাট — অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — **আলিপুর ব্রাঞ্চ**
১এ, রোনাল্ডশে রোড, আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭
ফোন : (০৩৩) ২৪৩৯৮৬৭২, ২২৭৯৬২৬৭

দখল বিজ্ঞপ্তি
{২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীনে}
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর শাখা, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৬.০৪.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স ফ্লেক্সিটেক অটোমেশন সার্ভিসেস, অংশীদারগণ - শ্রী অনিন্দ্য সেন এবং শ্রীমতি সুতপা সেন, স্বামী শ্রী অনিন্দ্য সেন,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২,৮৭,৩৫,৯৪৪.০৮ টাকা (দুই কোটি সাতাশি লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার নশো চুয়াল্লিশ টাকা এবং আট পয়সা) টাকা ২৬.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** অনাদায়ী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৬ জুন ২০২৪** তারিখে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিকট বকেয়া **২,৮৭,৩৫,৯৪৪.০৮ টাকা (দুই কোটি সাতাশি লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার নশো চুয়াল্লিশ টাকা এবং আট পয়সা) টাকা এবং** পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ইউনিট নং এল-১ দোতলায়, বিল্ট আপ এরিয়া ৯০৮ বর্গফুট কমবেশি কমপ্লেক্সের নাম সিটি গ্রিন, বিভাজিত চিহ্নিত অংশ পুর প্রেমিসেস নং ১১৯/১, প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোড,কলকাতা : ৭০০০৩২, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন,থানা : যাদবপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত জমি পরিমাণ কমবেশি ৩৪ কাঠা এর যথাযথ অংশ। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী রায়ের ফ্ল্যাট, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট।

তারিখ : ২৬.০৬.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সাধারণ ঘোষণা
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারেন্টারস টু কর্পোরেট ডেটরস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১০২(১) ধারা অধীনে শ্রী নন্দু কিশিনচাঁদ বেলানি, বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা CIN : U45400WB2014PTC200347-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য
সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	**শ্রী নন্দু কিশিনচাঁদ বেলানি** IT PAN : ADJPB3418P
২.	আবেদন অনুমোদনের নির্দেশের বিস্তারিত	C.P. (IB)/245(KB)2023, এবং **I.A.(IBC) 346/KB/2024,** উল্লেখ্য অর্ডার তারিখ : ২৫.০৬.২০২৪
৩.	ইনসলভেন্সি প্রক্রিয়া বন্ধের আনুমানিক তারিখ	২২.১২.২০২৪ অর্ডার প্রাপ্তির পর থেকে ১৮০ দিন
৪.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	মনীশ জৈন, আইপি রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
৫.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	প্রযত্নে মনীশ মহাবীর অ্যান্ড কোং, চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ২বি, গ্রান্ট লেন, রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, বজরঙ্গ ভবন, লালবাজার বাটা শপের নিকট, কলকাতা - ১২ যোগাযোগ নং - ৯৮৩০২৪৮৬৮৪, ৮৫৮২৮০৬২২১ ইমেল আইডি : ipcamanishjain@gmail.com
৬.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	প্রযত্নে মনীশ মহাবীর অ্যান্ড কোং, চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ২বি, গ্রান্ট লেন, রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, বজরঙ্গ ভবন, লালবাজার বাটা শপের নিকট, কলকাতা - ১২ **ইমেল আইডি : pirpnandubelani@gmail.com ipcamanishjain@gmail.com**
৭.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	১৯.০৭.২০২৪ (নোটিশ জারির পর থেকে ২১ দিন)
৮.	(ক) সংশ্লিষ্ট দাবি এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিস্তারিত উপলব্ধ	**https://ibbi.gov.in/en/home/downloads**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, উল্লেখ্য তারিখ ২৫.০৬.২০২৪ C.P. (IB)/245(KB)2023, **I.A.(IBC) 346/KB/2024,** ধারা ১০০ অধীনে আবেদনের অনুমোদন দিয়েছে।
শ্রী নন্দু কিশিনচাঁদ বেলানি-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৯.০৭.২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

তারিখ : ২৮.০৬.২০২৪ — **মণীশ জৈন**
স্থান : কলকাতা — **আইপি রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023**

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [(রুল -৮(১)]

Loan A/c No.-33334695421(Nature of Facility –Cash Credit),33334635165, 33334431795(Term Loan)
যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৩.০২.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতাগণ মেসার্স জয় দাদা পরিবহন প্রা. লি., ঠিকানা** - ৩, অকল্যান্ড প্লেস, ৯ম তল, স্যুট-৮বি, কলকাতা - ৭০০০১৭ **এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা ১) শ্রী সন্দীপ দয়মা** পিতা রাম অবতার দয়মা **ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১০১ এবং ১০২, সরস্বতী অ্যাপার্টমেন্ট, ১৭৭ জিটি রোড, হাওড়া - ৭১১১০৬ **এবং ২) বলাই সাহা** পিতা শ্রী মহেন্দ্র কুমার সাহা **ঠিকানা** - বি-৬০, চারু চন্দ্র প্লেস (পূর্ব) কলকাতা - ৭০০০৩৩ **এবং কর্পোরেট জামিনদাতা ১) মেডি ড্রিপস কেরিয়ার প্রা. লি.-এর, ঠিকানা** - ৪ সিনাগগ স্ট্রিট, ৯ম তল, রুম নং - ৮১৮, কলকাতা - ৭০০০০১ **২) জয় দাদা মুভার প্রা.লি . ঠিকানা** - ৩, অকল্যান্ড প্লেস, ৯ম তল, স্যুট্য - ৮বি, কলকাতা - ৭০০০১৭ **৩) মেসার্স অক্ষয় ফেরো অ্যালয় (প্রা) লি. ঠিকানা** - ৪ সিনাগগ স্ট্রিট, ১০ম তল, রুম নং - ৯০৬, কলকাতা - ৭০০০০১ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪১,২৯,৪৮,৫৫৩ টাকা (একচল্লিশ কোটি উনত্রিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশ তিপান্ন টাকা) ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৫ জুন ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এসএএমবি - II,** শাখার নিকট বকেয়া **৪১,২৯,৪৮,৫৫৩ টাকা (একচল্লিশ কোটি উনত্রিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশ তিপান্ন টাকা) ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী** এবং ০১.০১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : (সম্পত্তি মেডি ড্রিপস কেরিয়ার প্রা লি. এর স্বত্বাধীনে)
দফা নং ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ৩৬ কাঠা এবং ৬ ছটাক এবং তদস্থিত ভবন বামনঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, মৌজা : হাদিয়া, জেএল নং ৫, আরএস দাগ নং ৮১৮/১৯০৮ এবং ৮১৯/১৯১৭ উল্লেখ্য দলিল নং ৭৮৫৪-২০১০ সালের। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : কলকাতা -বাসন্তি সড়ক, দক্ষিণে :১৫ ফুট চওড়া সড়ক এবং সোনালী এন্টারপ্রাইজ, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক,পশ্চিমে :প্লট নং ৭০/৫।
(সম্পত্তি জয় দাদা মুভার্স প্রা লি. এর স্বত্বাধীনে)
দফা নং ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ কমবেশি ২০ কাঠা এবং তদস্থিত ভবন , বামনঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা : কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, মৌজা : হাদিয়া, জেএল নং ৫, সিএস প্লট নং ১৯০৮, উল্লেখ্য দলিল নং ৭৮৫৩ -২০১০ সালের। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : পি ডব্লু ডি রোড, দক্ষিণে : সোনালী এন্টারপ্রাইজের জমি, পূর্বে : এলওপি৭০/৫, গোপাল পাল, পশ্চিমে : এলওপি৭০/৩, অনিল দাস।
দ্রষ্টব্য : পূর্বে ১৩(৪) অধীনে নোটিশ তারিখ ২৮/০৫/২০২৪ অনিবার্য কারণে প্রত্যাহৃত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৫.০৬.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
কটশিলা বাজার ব্রাঞ্চ
কটশিলা জাংশনের বিপরীতে, পো. জিউদারু
থানা - কটশিলা, জেলা - পুরুলিয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩২১৩
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল-৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কটশিলা বাজার ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক** স্বত্ব/কার্যকরী/প্রতীকী দখলীকৃত (যেখানে প্রযোজ্য) **এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ২৯.০৭.২০২৪ তারিখে ১,৪৬,০১,৪৪৫.০০ টাকা (এক কোটি ছেচল্লিশ লাখ এক হাজার চারশ পঁয়তাল্লিশ টাকা) ১৫.১২.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ ১৬.১২.২০২৩ থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কটশিলা বাজার ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** কর্তৃক **ঋণগ্রহীতা প্রয়াত সঞ্জীব কুমার, শ্রীমতি টুম্পা কুমার,** স্বামী প্রয়াত সঞ্জীব কুমার, গ্রাম এবং পোস্ট - বামনিয়া, পুরুলিয়া রাঁচি মেন রোডের পাশে, থানা - কটশিলা, জেলা - পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩২১৩ কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **ঋণগ্রহীতা প্রয়াত সঞ্জীব কুমারের আইনি উত্তরাধিকারীগণ- শ্রীমতি টুম্পা কুমার,** স্বামী প্রয়াত সঞ্জীম কুমার, **শ্রী নীতিশ কুমার,** পিতা প্রয়াত সঞ্জীব কুমার, **শ্রী ঋতিক কুমার,** পিতা প্রয়াত সঞ্জীব কুমার, **সকলের ঠিকানা :** গ্রাম এবং পো বামনিয়া, পুরুলিয়া-রাঁচি মেন রোডের পাশে, থানা : কোটশিলা,জেলা : পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২৩২১৩। **জামিনদাতা : শ্রী নিরঞ্জন রজক,** পিতা হরিপদ রজক, কোটশিলা, এক ইন্ডিয়া এটিএম এর পিছনে, এস কে নেটওয়ার্ক, গ্রাম এবং পো : বামনিয়া, থানা : কোটশিলা, বেগুনকোদার রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, জেলা : পুরুলিয়া, পিন : ৭২৩২১৩ খ) **কটশিলা বাজার শাখা**	জমি এবং ভবন স্বত্বাধিকারী **প্রয়াত সঞ্জীব কুমার,** পিতা প্রয়াত বিদ্যাধর কুমার, অবস্থিত কটশিলা, মৌজা বামনিয়া অধীন, জেএল নং ২২৩, বামনিয়া -বেলাডি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : কোটশিলা, জেলা : পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২৩২১৩, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৬ এবং ৩৩৭, আরএস প্লট নং ১১৫১, - জমির এরিয়া ৩.২৫ ডেসিমেল এবং আরএস প্লট নং ১১৫২ জমির এরিয়া ২.৭৫ ডেসিমেল, মোট জমির এরিয়া ৬.০০ ডেসিমেল, ভবন এরিয়া জিএফ ১২৮৮ বর্গফুট এফএফ -১২৮৮ বর্গফুট, এসএফ -৪০০ বর্গফুট, বিক্রয় দলিল নং ১-২৪৬৫ তারিখ ২৪.১১.২০১০ এবং বিক্রয় দলিল নং ১-২৪৫৬ তারিখ ১৪.১১.২০১৪। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মালিকের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৬০ ফুট চওড়া পুরুলিয়া-রাঁচি রোড, পূর্বে : সত্যবান কুমারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : জহর লাল কুমারের সম্পত্তি।	**১,৪৬,০১,৪৪৫.০০ টাকা (এক কোটি ছেচল্লিশ লাখ এক হাজার চারশ পঁয়তাল্লিশ টাকা) ১৫.১২.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ ১৬.১২.২০২৩ থেকে	ক) ৬৭,০০,০০০.০০ টাকা (*) (সাতষট্টি লাখ টাকা) **খ) ৬,৭০,০০০.০০ টাকা** (ছয় লাখ সত্তর হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB22379324964** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৪.০৭.২০২৪ থেকে ২৮.০৭.২০২৪ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২৯.০৭.২০২৪ সময় - সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০ ৬১৩১"** যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২৭.০৬.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : পুরুলিয়া — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI এসবিআই, আরএসিপিসি রাজারহাট (১৬৮২২)
সন্তোষ চেম্বার, ৩য় তল, সিটি সেন্টার - II এর নিকট
নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৬১
ই-মেল - sbi.16822@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রী পঙ্কজ কুমার, মো: ৯৬৭৪৭ ১৩৩১২ ই-মেল : sbi.16822@sbi.co.in
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য] ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.০৭.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ''আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।''

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ৩০.০৭.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৮২,৯৭,৯৪০.৪২ টাকা (বিরাশি লাখ সাতানব্বই হাজার নশো চল্লিশ টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা)** ২৬.০৬.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **ডা. ইয়েমান কলিতা,** পিতা শ্রী নরেন কলিতা এবং **শ্রীমতি প্রীতীশা কলিতা** স্বামী ডা. ইয়েমান কলিতা, ঠিকানা - ইউনিওয়ার্ল্ড সিটি, গার্ডেন্স টাওয়ার - ৩, ফ্ল্যাট - ১১০৩ নিউটাউন এএ-II কলকাতা - ৭০০০১৫৬ আরও ৩৬৯/২, পূর্বাচল কালীতলা রোড, কোরাল আইল, গ্রিনউড নুক ৪এলবি, কলকাতা - ৭০০০৭৮ এবং আরও এ.টি. রোড, পো. সেনচোওয়া, নগাঁও, আসাম, গুয়াহাটি, পিন - ৭৮২০০২ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য - **১,২২,০১,০০০ টাকা,** বায়না জমা - **১২,২০,১০০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : **১০,০০০ টাকা।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১১০৩, ১২শ তলে, টাওয়ার নং ০৩, ইউনিওয়ার্ল্ড সিটি গার্ডেনস, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২২০৪ বর্গফুট উক্ত প্রেমিসেসে লিভিং ডাইনিং রুম, তিন বেড রুম, তিন টয়লেট, এক কাজের লোকের রুম-টয়লেট সহ, এক কিচেন এবং তিন ব্যালকনি এবং ২ ঢাকা পার্কিং স্পেস নং ৮৬ এবং ৮৬এ, পরিমাণ আনুমানিক ২৭০ বর্গফুট উভয় বেসমেন্টে উক্ত কমপ্লেক্সে অবস্থিত ইউনিওয়ার্ল্ড সিটি কমপ্লেক্স, মৌজা : পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত পাথরঘাটা অধীন, রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৯০২-২০১৫, পৃষ্ঠা ৮৮২৬৬ থেকে ৮৮৩০৩, দলিল নং ১৯০২০৮৩৩৪-২০১৫ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-১১, কলকাতা।
সম্পত্তি ডা. ইয়েমান কলিতা পিতা শ্রী নরেন কলিতা এবং শ্রীমতি প্রীতিশা কলিতা, স্বামী ডা. ইয়েমান কলিতা এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : টাওয়ার নং ৪; **দক্ষিণে :** টাওয়ার নং ২; **পূর্বে :** টাওয়ার নং ৫; **পশ্চিমে :** মেন রোড।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৬.০৭.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত — **দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত**

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ : ২৮.০৬.২০২৪, স্থান : রাজারহাট — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

রায়গঞ্জ পুরসভার খারাপ পরিষেবা নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

আসন্ন উপনির্বাচনে প্রচারের হাতিয়ার পেল বিরোধী দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: রায়গঞ্জ পুরসভার খারাপ পারফরম্যান্স নিয়ে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করে আসন্ন বিধানসভা উপনির্বাচনে এই আসনে তৃণমুল কংগ্রেসের প্রার্থীকেই কার্যত বাড়তি চাপের মুখে ফেলে দিয়েছেন। রায়গঞ্জ পুরসভা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশকেই নির্বাচনী প্রচারে হাতিয়ার করে আক্রমণ শুরু করা হয়েছে বিজেপি ও বাম - কংগ্রেস জোটের পক্ষ থেকে। উপনির্বাচনের ঠিক আগেই রায়গঞ্জ পুরসভা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য করার জন্য সময় নির্বাচন সঠিক হয়নি বলে শাসকদলের নেতারা একমত হলেও প্রকাশ্যে তারা এ নিয়ে মন্তব্য করতে নারাজ। বিরোধী রাজনৈতিক দলের আক্রমণকে ঠেকাতে রায়গঞ্জ পুরসভা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই সমালোচনা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশকে তারা শাসকদলের প্রশাসনিক 'নিরপেক্ষতার' উদাহরণ হিসেবে প্রমাণ করার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস।

রাজ্যের পুরসভাগুলির বিগত কয়েক বছরের কাজের মূল্যায়ণ করে ২৪ জুন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি একটি রিভিউ মিটিং করেন।

পুরপতিদের উপস্থিতিতেই রাজ্যের বেশ কয়েকটি পুরসভার খারাপ পারফরম্যান্স নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। রায়গঞ্জ পুরসভাকে 'ওয়ারস্ট পারফরমিং মিউসিপালিটি' বলে আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সব সম্পত্তি করে রেখে দিয়েছে নিজস্ব। এগুলো সব ভেঙে দেব আমি। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরসভাকে নিয়ে দলের সুপ্রিমোর এই ক্ষোভ প্রকাশকেই রায়গঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে প্রচারের মূল হাতিয়ার করছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে কৃষ্ণ কল্যাণী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধায়ক হওয়ার বছর খানেকের মধ্যেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমুল কংগ্রেসে যোগদান করে। ২০২৪'র লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কৃষ্ণ কল্যাণী টিকিট পায়। নিয়ম মেনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে কৃষ্ণ কল্যাণী তার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেয়। লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণ কল্যাণী ৬৮ হাজার ভোটে বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়। ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, রায়গঞ্জ বিধানসভাতেই কৃষ্ণ কল্যাণী প্রায় ৪৭ হাজার ভোটে পিছিয়ে আছে। রায়গঞ্জ পুরসভার ২৭ টি ওয়ার্ডের একটিতেও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী লিড পায়নি। এই ২৭ টি ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রায় ২২ হাজার ভোটে পিছিয়ে। পাশাপাশি, রায়গঞ্জ বিধানসভার মধ্যে পুর এলাকা বাদ দিয়ে বাকি ৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটিতেই কৃষ্ণ কল্যাণী পিছিয়ে। বাম-কংগ্রেসের জোট প্রার্থী এই বিধানসভায় প্রায় ১৪ হাজার ভোট পায়।

লোকসভার ফলাফল ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এই আসনের উপনির্বাচনের জন্য ১০ জুলাই দিন ঘোষণা করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কৃষ্ণ কল্যাণী, বাম - কংগ্রেস জোটের পক্ষ থেকে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত ও বিজেপির পক্ষ থেকে মান্স ঘোষকে প্রার্থী করা হয়। ৩ জন প্রার্থীই এলাকায় প্রচার শুরু করে। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ পুরসভা এলাকায় বিজেপির ভোটের এই লিডের পরিমাণ কমিয়ে আনাই তাদের মূল লক্ষ্য।

শাসক দলের এক নেতা জানিয়েছেন, ২০১৭ সালে পুর্নির্বাচনে রায়গঞ্জ পুরসভার দখল নিই আমরা। তবে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসের অভিযোগ ওঠে। সেই থেকেই শহরের মানুষ আমাদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। রায়গঞ্জ পুরসভার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, বাংলা আবাস যোজনার কাজ নিয়ে আমাদের কিছু কাজ বাকি আছে। সেদিনের রিভিউ মিটিংয়ে মুখ্যমন্ত্রী সেটাই পয়েন্ট আউট করেছেন। বাকি পরিষেবা আমাদের ঠিকই আছে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী জানিয়েছেন, লোকসভার ভোটের অঙ্ক বিধানসভার নির্বাচনে খাটবে না।

পুকুর ভরাটের অভিযোগ, কাজ বন্ধ করালেন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশের পরেই বেআইনি পুকুর ভরাট বন্ধ করল পুরাতন মালদা পুরসভা কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে করে পুরাতন মালদা পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের খয়রাতিপাড়া এলাকায় অভিযান চালায় চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ। সেখানেই একটি বিশাল পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধেই রীতিমতো দাঁড়িয়ে থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয় পুরসভার পক্ষ থেকে। পাশাপাশি যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের চিহ্নিত করে জরিমানা এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্য প্রশাসনের প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সরকারি জলাশয় এবং বেআইনি ভরাট বন্ধের বিরুদ্ধে প্রতিটি জেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এই ঘটনার পরেই শুরু হয়েছে রাজ্যজুড়ে জবরদখল হয়ে থাকা সরকারি জমি ও বেআইনি ভরাট বন্ধের বিরুদ্ধে অভিযান।

এদিন পুরাতন মালদা পুরসভার খয়রাতি পাড়া এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দারা বেআইনিভাবে পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধেই পুরসভার কাছে অভিযোগ জানান। আর সেই অভিযোগের পরিপেক্ষিতেই এদিন অভিযান চালিয়ে বেআইনি কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, যে এলাকায় পুকুর ভরাট করা হচ্ছিল তার অধিকাংশটাই সরকারি জলাজমি এবং কিছুটা অংশ রায়তি সম্পত্তি রয়েছে। প্রশাসন ও পুরসভার কোনওরকম নির্দেশ না নিয়ে কিভাবে পুকুর ভরাট করা হচ্ছিল সেই ব্যাপারেও তদন্ত শুরু করা হয়েছে। আপাতত যেখানে এই বেআইনি ভরাটের কাজ চলছিল সেখানকার মাটি তোলার ব্যবস্থা করবে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। পাশাপাশি যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে কোথাও জানানো হয়েছে। বেআইনিভাবে পুকুর ভরাটের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে বলেও জানিয়েছেন চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ।

এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই ভরাটকারী সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা ইব্রাহিম শেখ বলেন, আমার কয়েক কাঠা জমি রয়েছে। সেখানে মাটি ফেলার কাজ করছিলাম। পুরসভা এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বীরভূমে হকার উচ্ছেদ অভিযান, পথে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন বীরভূম: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো বীরভূমেও রাস্তার দু'ধারে জবর দখল উচ্ছেদ অভিযানে নামে পুরসভাগুলো। পুরসভার এমন উদ্যোগে পথ চলতি মানুষ এবং শহরের একাংশ খুশি হলেও হকারদের জীবন জীবিকার স্বার্থের কথা তুলে ধরে প্রথম দিনই রাস্তায় নামে এসইউইউসিআই আর বৃহস্পতিবার উচ্ছেদ অভিযানের দ্বিতীয় দিনে সিউড়ি পুরসভার গেটে বিক্ষোভ দেখিয়ে রাস্তা অবরোধে নামে বীরভূম বিজেপি ব্রিগেড। বীরভূমের ছয়টি পুরসভার পুরপ্রধানদের নিয়ে জেলাশাসক পুলিশ সুপারকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠক করেছিলেন, নির্দিষ্ট রুট ম্যাপ জারি করে কোন কোন রাস্তা জবরদখল মুক্ত করা হবে তার তালিকা ও ঠিক করে দেওয়া হয়। সেই মোতাবেক পুরসভাগুলি উচ্ছেদ অভিযানে নামে, পাশাপাশি শহরের গজিয়ে ওঠা হকার উচ্ছেদ নিয়ে স্থানীয় সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তাও হয়। বৃহস্পতিবার সিউড়ির হসপিটাল মোড়ে জেসিপি দিয়ে ভেঙে ফেলা হয় অবৈধ নির্মাণ। সিউড়ি দুবরাজপুর, বোলপুরেও এই অবৈধ নির্মাণ ও জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান করতে গিয়ে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরসভাগুলি নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে, ভেঙে ফেলা হয় অবৈধ কিছু নির্মাণ, উচ্ছেদ করা হয় কিছু দোকানও। এখানেই আপত্তি জানিয়েছে বীরভূম বিজেপি, তাদের দাবি যথেচ্ছ সময় দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা করে তবেই প্রশাসনের উচিত এই উচ্ছেদ অভিযান করা। বৃহস্পতিবার সিউড়ি শহরের হকার উচ্ছেদ নিয়ে জেলা শাসক বিধান রায়ের সঙ্গে দেখা এবং পরবর্তীতে জেলা শাসকের অফিস থেকে বেরিয়ে সিউড়ি পুরসভার সামনে বিক্ষোভে বসেন বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা সহ রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তাদের দাবি হকারদের সুব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা চলবে না। অন্যদিকে হকাররাও সমবেতভাবে জেলাশাসকের অফিসে গেটে বিক্ষোভ দেখান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক হকার জানান, বাঁশ কঞ্চি দিয়ে মাথার ওপর ফ্লেক্সের আচ্ছাদন টাঙ্গিয়ে রোজগার করছিলাম পুরসভা তাও ভেঙে দিল। তবে তাদের আশঙ্কা রোডের ধারে কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠ অথবা বড় বড় ব্যবসায়ীদের অনেক

দোকান রয়েছে রাস্তার ধারে ফুটপাতও দখল করেছে, তারা ড্রেনের উপর স্লাব দিয়ে জায়গা অবৈধভাবে ব্যবহার করছে সেগুলো ভাঙা পড়বে কিনা। সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় জানান নিয়ম মেনে জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান চলছে। বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, হকারদের পুনর্বাসন না দিয়ে এই অভিযান চালানো অন্যায়। প্রশাসন তাদের সময় দিতে পারত তারপর এই উচ্ছেদ অভিযান চালালে সাধারণ হকার এবং ব্যবসায়ীরা ক্ষতির সম্মুখীন হত না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যবসায়ী সমিতির এক সদস্য বলেন, সিউড়ি পুলিশ লাইনে পুরসভা নিজেই প্রায় ৫০টি দোকান টাকার বিনিময়ে বিলিবণ্টন করে প্রতিদিন দশ টাকা করে ভাড়া বাবদ নেয় সেগুলির কি হবে? তাহলে কি পুরসভা নিজেদের আয় বাড়াতে দোকানপাট ভেঙে আবার নতুন করে নিজেদের ইচ্ছামতো লোকেদের টাকার বিনিময়ে অসাধু আঁতাত গড়ে তুলবে, সেই প্রশ্নও কিন্তু উঠছে।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য অর্থ বরাদ্দের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের ক্ষেত্রে অবিলম্বে কেন্দ্রের ইন্টার মিনিস্টিরিয়াল কমিটির ছাড়পত্র দিয়ে আসন্ন কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করে বর্ষার পরেই কাজ শুরুর দাবি উঠল। বৃহস্পতিবার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ও জলশক্তি মন্ত্রীর কাছে ইমেলে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশিস মাইতি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১৩ টি ব্লকের প্রায় ১৬৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার আনুমানিক ২০ লক্ষ অধিবাসীকে বাৎসরিক বন্যার কবল থেকে মুক্তি দিতে তৈরি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ২০১৫ সালে গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন (জিএফসিসি) ও কেন্দ্রীয় সরকারের জলসম্পদ দপ্তরের ছাড়পত্র পায়। এরপর থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য কোনও সরকার এই মেগা প্রকল্পের জন্য কে কত শতাংশ টাকা দেবে তা নিয়ে চলেছে দড়ি টানাটানি। ২০১৭ সালের মূল্যসূচক অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয়-আনুমানিক ১৭৪০ কোটি টাকা। প্রথম ধাপে কাজ হওয়ার কথা ছিল ১২১৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার। কিন্তু তা হয়নি। বরং বছরের পর বছর বন্যার ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে। নারায়ণবাবু জানান, ২০২২ সালে প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ক্লিয়ারেন্স কমিটির ছাড়পত্র পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় শাসক দলের নেতারা টাকা মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে রাজ্যের শাসকদলও পিছিয়ে না থেকে ঘোষণা করে বলে, তারা ইতিমধ্যে ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে পলাসপাই, দুর্বাচটী, ক্ষীরাই,বাক্সী, নতুন কাঁসাইয়ের নিম্নাংশ, চন্দ্রেশ্বর প্রভৃতি নদী ও খাল সংস্কার করেছে।

অথচ এ যাবত প্রকল্পের জন্য কোনও সরকারের পক্ষ থেকে কোনও টাকাই মঞ্জুর করা হয়নি। এই অবস্থায় আসন্ন কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করে বর্ষার পরই কাজ শুরুর দাবিতে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এরপরেও যদি বাজেটে অর্থ বরাদ্দ না হয়, তাহলে কমিটি বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

প্রকাশ্যে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রকাশ্যে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে এক যুবককে খুন করার অভিযোগ উঠল গ্রামেরই অপর এক যুবকের বিরুদ্ধে। বুধবার সন্ধ্যার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার সারেঙ্গা থানার চৌতাড় গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সৌমেন চক্রবর্তী। খবর পেতেই অভিযুক্ত সুমন বাগকে গ্রেপ্তার করেছে সারেঙ্গা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার খাতড়া মহকুমা আদালতে অভিযুক্তকে পেশ করে দু'দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে নেয় পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চৌতাড় গ্রামের বাসিন্দা সৌমেন চক্রবর্তীর পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের শত্রুতা রয়েছে সুমন বাগের পরিবারের। বুধবার সন্ধ্যার মুখে সুমনের বাড়ির সামনে গ্রামের রাস্তায় সৌমেন চক্রবর্তীর বাবা রণজিৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে বচসা বাধে সুমনের। এই সময় সৌমেন বাবাকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করলে আচমকাই বাঁশ নিয়ে সৌমেনের ওপর চড়াও হয় সুমন। অভিযোগ, সুমন সৌমেনের মাথার পিছনে বাঁশ দিয়ে মারে। গুরুতর আহত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সৌমেন।

দ্রুত আহত সৌমেনকে উদ্ধার করে সারেঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। পরে স্থানীয় ব্রাহ্মণডিহা মোড় থেকে অভিযুক্ত সুমনকে গ্রেপ্তার করে সারেঙ্গা থানার পুলিশ। অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী অভিযুক্তকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন।

গাঁ গঞ্জের নাট্য উৎসব

মিলন গোস্বামী

শান্তিনিকেতন: ইলোরা নাট্যদলের আয়োজনে বোলপুর উৎসর্গ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল গাঁ গঞ্জের নাট্য উৎসব। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বোলপুর পুরসভার পুরমাতা পর্ণা ঘোষ। ২৫ জুন মঞ্চস্থ হয় নৈহাটি বঙ্কিম স্মৃতি সংঘের 'দেউল গ্রাস', দুবরাজপুর একলব্যের আগুন এবং মানকর ইচ্ছেডানার পোস্টমর্টেম।

২৬ জুন মঞ্চস্থ হয় পাঁচথুপি উদয়নের রক্তকরবী, নবদ্বীপ সায়কের আকাশ আজও নীল এবং লাভপুর দিশারী সাংস্কৃতিক চক্রের শশেডোম। এই উৎসবে ইলোরা নাট্য সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বাপি কুণ্ডু, প্রিয়ব্রত প্রামাণিক, মাধবেনেন্দ্র সিংহ এবং বিকাশ প্রামাণিককে। নাট্য উৎসব উপলক্ষ্যে ২৬ জুন বিশেষ কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। ইলোরার পক্ষে মলয় ঘোষ জানান, বোলপুরে নাটকের সমৃদ্ধি ঘটাতে এই উৎসবের আয়োজন।

রঘুনাথপুরের পুরনো ডাকাতিতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৬ দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন,পুরুলিয়া: ২০২২ সালে রঘুনাথপুর শহরের বাজারে একটি ডাকাতির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার পুলিশ ৬ জন আন্তঃরাজ্য চক্রের দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতদের মধ্যে তিনজন পুরুলিয়ার সাঁওতালডি থানার পারবহাল গ্রামের বাসিন্দা ও দু'জন ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলার কাতরাস থানা এলাকার বাসিন্দা ও একজন ঝাড়খণ্ডের চন্দনকিয়ারি থানা এলাকার বাসিন্দা।

বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ পুরুলিয়ার বেলগুমা পুলিশ লাইনে রঘুনাথপুর থানার আইসি অর্ঘ্য মণ্ডল সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর, আদ্রা, আড়ষা, পুরুলিয়া মফস্বল থানা এলাকার একাধিক জায়গায় ডাকাতির ঘটনায় আন্তঃরাজ্য চক্রের ছয়জন দুষ্কৃতীকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সুপার জানান, এই ডাকাতদলে আরও কয়েকজন জড়িত আছে। তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে। তবে তদন্তের স্বার্থে এখনই ধৃতদের নাম জানাতে চাননি পুলিশ সুপার।

গৃহস্থ বাড়িতে বোমা-সহ হুমকির চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: এক গৃহস্থের বাড়ির সামনে তিনটি তাজা বোমা ও হুমকি চিঠি উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার চাকদা থানার শিকারপুরে। স্থানীয় সূত্রে খবর, অঙ্কুশ বল নামে এক ব্যক্তির বাড়ির সামনে ৩টি তাজা বোমা পড়ে থাকতে দেখেন পরিবারের সদস্যরা। আর এতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর দেওয়া হয় চাকদা থানায়।

তিনটি বোমা উদ্ধার করে চাকদা থানার পুলিশ। বোমা উদ্ধার করার পর বোমার নিচ থেকে মেলে একটি হুমকি চিঠি। অঙ্কুশ বল নামে ওই ব্যক্তিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে এই চিঠি দিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, বাড়ির ওপর দিয়ে একটি রাস্তা করাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কিছু ব্যক্তির সঙ্গে সমস্যা হয়। এনিয়ে অশান্তি-ঝামেলা মারামারি হয় বলে জানিয়েছেন তাঁরা। এই ঘটনার বিচার চেয়ে থানায় অভিযোগ করেছেন বেশ কিছু মানুষের বিরুদ্ধে বল পরিবারের সদস্যরা। সেই কারণেই এই হুমকির চিঠি বলে অভিযোগ তাঁদের।

কে বা কারা এই বোমা রাতের অন্ধকারে এখানে রেখে গেছে তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন? রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

আইএইচসিএলের সহযোগী জিঞ্জার নতুন রূপে উন্মোচন

আশপাশের মানুষ ও কৃষকদেরও রোজগার বাড়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ভোজনরসিক মানুষের জন্য নানান পদের খাবার নিয়ে কাঁকসার রাজবান্ধ চটিতে নতুন হোটেলের উদ্বোধন হল বৃহস্পতিবার।

জানা গিয়েছে, জিঞ্জার হোটেল বহু বছর ধরে গ্রাহকদের পরিষেবা দিয়ে আসছে। আইএইচসিএল (দ্য ইন্ডিয়ান হোটেলস কোম্পানি, যা টাটা গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্থা) এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান জিঞ্জার হোটেল দুর্গাপুরের রাজবাঁধ এলাকায় নতুন ভাবে বিলাসবহুল পরিষেবা দিতে প্রস্তুত। ভারতের ৬০টির ও বেশি জায়গায় ৯১টি হোটেল রয়েছে এবং আরও ২৫টি হোটেল নির্মাণাধীন অবস্থায় রয়েছে। জিঞ্জার ২০০০ সালের শুরুতে যাত্রা শুরু করে এবং ২০০৪ সালে প্রথম হোটেল খোলা হয়। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জিঞ্জারের মতো মাঝারি বাজেটের বিলাসবহুল সেগমেন্ট শুরু হয় এবং গোয়ার পানজিমে তার প্রোটোটাইপ হোটেলটি চালু করে।

আইএইচসিএলের ব্র্যান্ডস্কেপ অনুযায়ী, যা বিভিন্ন গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী এগিয়ে গিয়েছে। জিঞ্জার তার গ্রাহক পরিষেবা সঙ্গে বিনোদনের সামঞ্জস্য রেখে চলেছে। মিউজিক এবং অনন্য শিল্পকর্ম ইনস্টলেশনের সজ্জার মাধ্যমে গ্রাহকদের পছন্দের হোটেলের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। বর্তমানে জিঞ্জারের মোট ৬৬টি কার্যকরী হোটেল রয়েছে, যার মধ্যে ২/৩ অংশ লিন লাক্স। পুনরায় ব্র্যান্ডিংয়ের ফলে হোটেলগুলিতে রুমের হার ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অর্থ বর্ষে (২০২৩-২৪)- আইএইচসিএল ৪৮৬ কোটি টাকা আয় করেছে, যা বছর বছর ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দুর্গাপুরের রাজবাঁধ এলাকার জিঞ্জার হোটেল আইএইচসিএল (যা টাটা গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্থা) দ্বারা পরিচালিত, ২০২৪-এর জানুয়ারি মাসে খোলা হয়েছিল। রাজবাঁধের এই জিঞ্জার হোটেলটিতে ৫৫টি ঘর রয়েছে। হোটেলটি বিমানবন্দর এবং প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র থেকে কিছুটা দূরত্বেই অবস্থিত হওয়াতে গ্রাহকদের বাড়তি সুবিধা হবে। এখানে গ্রাহকদের জন্য থাকছে সবরকম এক্সক্লুসিভ সুবিধা। ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার সহ থাকছে মনোরম সমারহ এবং একটি আধুনিক ফিটনেস সেন্টার। অনুষ্ঠানের জন্য থাকছে পাঁচটি প্রশস্ত ব্যাঙ্কোয়েট এবং আলাদা করে মিটিং স্পেস।

এই হোটেল আইএইচসিএল বা টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে এখন মোট ১৮টি জিঞ্জার হোটেল তৈরি হল। যার মধ্যে আগরতলা, আসানসোল, ডিব্রুগড়, গ্যাংটক, গৌহাটি, জামশেদপুর, জোরহাট, ভুবনেশ্বর, দুর্গাপুর, পাটনা, কলকাতা, কলিংগানগর, এবং পারাদ্বীপে ৭টি নির্মাণাধীন হোটেল রয়েছে। ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে মাঝারি সেগমেন্ট বিলাসবহুল হোটেল বিস্তারের বিশাল সুযোগ রয়েছে। এই সেগমেন্টে, আইএইচসিএল বেঙ্গালুরু বিমানবন্দর এবং গোয়া বিমানবন্দরে বড় ফর্ম্যাটের হোটেল চালু করতে প্রস্তুত।

এদিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি হোটেল কর্তৃপক্ষ সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দেয়, যেহেতু অণ্ডাল বিমানবন্দর খুব কাছেই তাই অনেকেই দুর্গাপুরের বুকে কম খরচে নিরিবিলি জায়গায় ভালো পরিষেবা পেতে চায়। যার জন্য তারা সর্বদা প্রস্তুত। হোটেলটি জাতীয় সড়কের ধারে হওয়ায় সহজেই মানুষ সেখান থেকে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন। তাদের দাবি, হোটেলটি চালু হওয়ায় অনেক স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। পাশাপাশি একদিকে শিল্প শহর তাই গ্রাহক যেমন বাড়বে, তেমনই পাশেই কৃষি প্রধান কাঁকসা ব্লক। তাই তারা চাষিদের কাছ থেকে টাটকা সবজি কিনে মানুষকে সুস্বাদু নানান পদের খাবার খাওয়াতে পারবেন। তাদের মুনাফার পাশাপাশি আশপাশের মানুষ ও কৃষকদেরও রোজগার বাড়বে।

কাজের সময় প্রধানের বিরুদ্ধে রোম্যান্সে অভিযোগ দলের কর্মী পঞ্চায়েত সদস্যদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পোলবা: নিজের খেয়ালে পঞ্চায়েত চালানোর অভিযোগ প্রধানের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, কাজ তো দূর, পঞ্চায়েত অফিসে বসে দই-আইসক্রিম খেয়ে সময় কাটান। কাজের সময়ে চলে রোম্যান্স। প্রধানের বিরুদ্ধে এমনই গুরুতর অভিযোগ তুললেন দলের কর্মী থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সদস্যরা। চলল বিক্ষোভ, উঠল জয় বাংলা স্লোগান। বৃহস্পতিবার এমনই ছবি দেখা গেল হুগলির পোলবার রাজহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই পঞ্চায়েতেরই প্রধান প্রিয়াঙ্কা শূরের দাবি, সবই চক্রান্ত, তাঁকে সরাতেই এসব করা হচ্ছে।

পঞ্চায়েত সদস্যদের অভিযোগ, প্রধান শুধু তাঁর নিজের ও ঘনিষ্ঠদের এলাকায় কাজ করেন। বাকি কোথাও কাজ করেন না। যার ফলে এলাকার উন্নয়ন থমকে আছে। দলের কোনও কথাও নাকি তিনি শোনেন না। এনিয়ে কথা বলতেই এদিন পঞ্চায়েত অফিসে আসেন পঞ্চায়েত সদস্য থেকে দলের কর্মীরা। কিন্তু কথা বলতে বলতেই সেখানে উত্তেজনার ছবি দেখা যায়।

তৃণমূলের রাজহাট অঞ্চল সভাপতি রূপকুমার কর দাবি করেন, 'প্রধান আমাদের কোনও কথা শোনে না। যা মনে হয় তাই করে যান নিজের খেয়াল খুশিতে।' তৃণমূল কর্মী সন্দীপ মালাকার আবার একটি ছবি দেখিয়ে অভিযোগ করেন,

'স্বামীর সঙ্গে বাড়িতে রাগ অভিমান হলে সেটা পঞ্চায়েত এসে মেটান। কখনও দই খাইয়ে, কখনও আইসক্রিম খাইয়ে রাগ ভাঙান। পঞ্চায়েত অফিসটা কাজের জায়গা, কিন্তু উনি রোমান্সের জায়গা বানিয়ে ফেলেছেন।'

বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, প্রধানের এই সব কার্যকলাপের জন্যই প্রধানের নিজের বুথে দল হেরেছে। এমনকি তিনি বিজেপি ঘেঁষা হয়ে গিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। তাঁর পদত্যাগেরও দাবি করছেন দলের কর্মীরা। যদিও প্রিয়াঙ্কা দেবী সব অভিযোগ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, 'কোনও সমস্যা তৈরি হলেই আমি সমাধান করার চেষ্টা করি। আমি কাজ করি না বলে যে অভিযোগ আসছে তা মিথ্যা।' উলটে পঞ্চায়েত সদস্যদের কাঁধে দায় ঠেলে তিনি বলছেন, সদস্যরাই পঞ্চায়েতে আসেন না।

উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বৈঠকে পার্থর কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: উপনির্বাচনের কর্মিসভায় এসে কড়া বার্তা পার্থ ভৌমিকের, যারা টাকা তুলেছেন ফেরত দেবেন, প্রচারের সামনে থাকবেন না, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্ষমা চাইবেন, বিডিও অফিস দুর্নীতি সহ নানা বিষয়ে পার্থর হুঁশিয়ারি, খুশি কর্মীরা। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুরের সমর্থনে বৃহস্পতিবার বয়রা আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক করেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক। আঞ্চলিক নেতৃত্বকে করা হুঁশিয়ারি দেন তিনি। তিনি বলেন, সব রিপোর্ট আমার কাছে আছে। যারা টাকা তুলেছেন ফেরত দেবেন। প্রচারে সামনের সারিতে থাকবেন না। দূরে ভিড়ের মধ্যে থাকবেন। বিডিও অফিস দুর্নীতির আখড়া, নেতার করা হুঁশিয়ারি খুশি কর্মীরা। যদিও বৈঠক শেষে পার্থ ভৌমিক জানিয়েছেন, দলের কর্মীদের কথা এর আগে হয়তো বা কেউ শোনেননি। কর্মীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পদ। আজকে খোলামেলাভাবে তারা আলোচনা করতে পারলেন। বিডিও অফিস দুর্নীতির আখড়া নিয়ে তিনি জানিয়েছেন ভোটের পরে বলব। অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর তিনি এড়িয়েছেন। বলেছেন দলের ভিতরের কথা বাইরে বলব না।

বজ্রপাতে মৃত এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বজ্রপাতে বাঁকুড়ায় মৃত্যু হল এক মহিলার। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত মহিলার নাম সীমা পাল। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। দীর্ঘদিন ধরে প্রবল দাবদাহের পর বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি শুরু হয় বাঁকুড়ার কোতুলপুরে। এই বৃষ্টিতে এলাকার মাবুষ প্রবল অস্বস্তিকর গরম থেকে সাময়িক স্বস্তি পেলেও বয়ে নিয়ে এল দুঃসংবাদ। জানা গিয়েছে, এদিন বৃষ্টির সময় কোতুলপুরের সাঁইতাড়া গ্রাম লাগোয়া জমিতে তিল কাটার কাজ করছিলেন সাঁইতাড়া গ্রামের গৃহবধূ সীমা পাল। বৃষ্টির সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই খবর পেয়ে কোতুলপুর থানার পুলিশ হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, মৃতের পরিবারকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে নাট্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা আয়োজিত ১০ দিনের নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হল উত্তরপাড়ার গণভবনে ১০ জুন নাট্যোৎসবের উদ্বোধন হয়, উদ্বোধন করেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব উত্তরপাড়ার কুড়িটি নাট্যদল। এই নাট্য উৎসবে অংশগ্রহণ করে নাট্যদলগুলির পরিচালকরা ও নাট্য শিল্পীরা

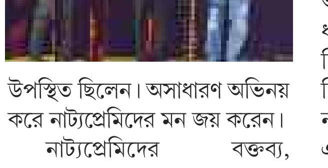

উপস্থিত ছিলেন। অসাধারণ অভিনয় করে নাট্যপ্রেমিদের মন জয় করেন।

নাট্যপ্রেমিদের বক্তব্য, 'অনেকদিন পর উত্তরপাড়ার নাট্যদলগুলি একসঙ্গে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেল। এই সুযোগ করে দিল উত্তরপাড়া পুরসভা। আমরা উত্তরপাড়া পুরসভাকে ধন্যবাদ জানাই।' উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টরা পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'এই নাট্যোৎসব করতে পুরসভা এগিয়ে এসেছে। আগামী দিনেও পুরসভা নাট্য দলগুলিকে সব রকম সহযোগিতা করবে। উত্তরপাড়ার মানুষ নাটক দেখতে চায় তাঁরা নাটক ভালোবাসে।' উত্তরপাড়ার নাট্য সংসদের সম্পাদক জয়ন্ত দাশগুপ্ত জানালেন, 'উত্তরপাড়া পুরসভাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উত্তরপাড়ার নাট্যপ্রেমিরা নাটক ভালোবাসে। উত্তরপাড়ার মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিনেও পুরসভার সহযোগিতা আমরা চাইছি এরকম নাট্যোৎসব যাতে হয়।'

নিট বিতর্কের মধ্যেই এনটিএ দপ্তরে কংগ্রেস ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন: নিট-ইউজির প্রশ্নফাঁস, পরীক্ষার্থীদের গ্রেস মার্কস দেওয়া- গত কয়েকদিন ধরে এই ইস্যুতে প্রতিবাদে উত্তাল গোটা দেশ। বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন পড়ুয়ারা। এহেন পরিস্থিতিতে পরীক্ষার নিয়ামক সংস্থা এনটিএর দপ্তরে গিয়ে কার্যত তাণ্ডব চালাল ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া।

চলতি বছরের নিট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে ৬৭ জন। এরপর থেকে এই প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে উঠেছে বিস্তর অভিযোগ। পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগের পাশাপাশি অনেককে গ্রেস মার্কস দেওয়ারও অভিযোগ তোলেন পরীক্ষার্থীরা। পরে গ্রেস মার্কস দেওয়ার ব্যাপারটি স্বীকার করে নেয় পরীক্ষার নিয়ামক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। ইতিমধ্যেই এনটিএকে গ্রেস মার্কস নিয়ে নোটিস পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এহেন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার কার্যত রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে দিল্লির এনটিএ দপ্তর। কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-এর অন্তত ১০০ জন সদস্য এনটিএর দপ্তরে পৌঁছে যান। সেখানে গিয়ে 'এনটিএ বন্ধ করো' স্লোগান দিতে শুরু করেন। এমনকি দপ্তরের একটি ঘরের সামনের দরজায় বিশাল তালাও লাগিয়ে দেন তাঁরা। দপ্তরের সামনে 'নো মোর কোরাপ্ট এনটিএ' পোস্টারও লাগিয়ে দেন ছাত্র সংগঠপনের সদস্যরা। তার পর এনটিএ ভবনের ভিতরে ঢুকে একের পর এক স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা।

বিহারে এক সপ্তাহে চতুর্থ সেতু বিপর্যয়

পাটনা, ২৭ জুন: বিহারে সেতু বিপর্যয় অব্যাহত। এবার কিষাণগঞ্জ জেলায় ভেঙে পড়ল একটি ব্রিজ। ৭০ মিটার দীর্ঘ ওই ব্রিজ ভেঙে পড়ায় অস্বস্তিতে স্থানীয় প্রশাসন। এর আগে আরারিয়া এবং সিওয়ানে দু-দু'টি সেতু ভেঙে পড়েছিল। সেই ঘটনা ভোলার আগেই বিপর্যয় ঘটে মোতিহারির একটি সেতুতে। এবার কিষানগঞ্জ। তবে দুর্ঘটনায় হতাহতের খবর নেই।

কনকাই নদীর উপর ছিল ভেঙে যাওয়া সেতুটি। বাহুদুরগঞ্জ এবং দীঘলবাঙ্ক ব্লকের অন্যতম সংযোগ ছিল সেটি। এখন ব্রিজ ভেঙে পড়ায় দুই জেলা শহরের মানুষই অস্বস্তিতে পড়লেন। প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের সাফাই, নদীতে জল বাড়ার কারণে সেতুটি ভেঙে পড়েছে। ব্রিজের একাধিক পিলার অতিরিক্ত দেড় ফুট জলে ডুবে যায়। এইসঙ্গে ক্রমাগত জলের ধাক্কা সামলাতে পারেনি ব্রিজটি।

সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ভেঙে পড়া ব্রিজের ভিডিও। সেখানে দেখা গিয়েছে, সেতুটির জলের উপরে থাকা অংশ মুখ থুবড়ে পড়েছে। কোনও মতেই যা আর যাতায়াতের যোগ্য নয়। এদিকে খবর পাওয়া মাত্র বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশ ব্রিজটির দুই পাড় ঘিরে ফেলে। যাতে করে কেউ ঝুঁকি নিয়ে ভাঙা ব্রিজ ডিঙোতে গিয়ে বিপদে না পড়েন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর ছয়েক আগে তৈরি হয়েছিল ব্রিজটি। জেলাশাসক তুষার সিং জানান, ২০১১ সালে তৈরি হয়েছিল এই ব্রিজ। নেপালে অতিবৃষ্টির কারণ নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়েছে। এর ফলেই সেতু বিপর্যয় হয়েছে।

প্রশাসন সাফাই গাইলেও একের পর এক ব্রিজ ভাঙার ঘটনায় আঙুল উঠছে নীতীশ কুমার সরকারের নীতির বিরুদ্ধে। অনেকেই দাবী করছেন, ভয়ংকর দুর্নীতির জেরেই এই হাল বিহারের।

নিটে গ্রেস মার্কস নিয়ে এনটিএ-কে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন: সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় (নিট-ইউজি) বাড়তি নম্বর (গ্রেস মার্কস) কেন দেওয়া হল, দায়ের হওয়া একটি মামলার প্রেক্ষিতে এ বার পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। ৮ জুলাইয়ের মধ্যে এই নোটিসের জবাব দিতে বলা হয়েছে এনটিএ-কে।

নিটে দুর্নীতি এবং বাড়তি নম্বরের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে একটি 'লার্নিং অ্যাপ'-এর তরফে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা হয়েছে। মামলাকারীর দাবি, ১৫০০ জন পরীক্ষার্থীকে বাড়তি নম্বর দেওয়া হয়েছে। যার জেরে পরীক্ষার্থীদের র‍্যাংকিংয়ে প্রভাব পড়েছে। শুধু তা-ই নয়, পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। মামলাকারীর আরও অভিযোগ, পরীক্ষার যে ওএমআর শিট দেওয়া হয়েছিল, তা অনেক পরীক্ষার্থীই পাননি। ওএমআর শিট সংক্রান্ত বিষয়েও এনটিএ-র কাছে জবাব চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

নিট পরীক্ষা নিয়ে বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সংসদের যৌথ অধিবেশনে বক্তৃতা করার সময় তিনি নিটের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, 'সরকার স্বচ্ছভাবে তদন্ত করতে বদ্ধপরিকর। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় যাঁরা দোষী প্রমাণিত হবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'

অসুস্থ আডবাণী, ভর্তি এইমসে

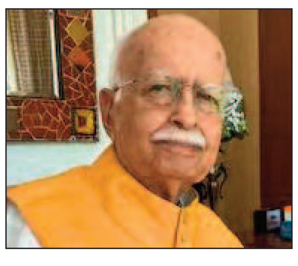

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন: গুরুতর অসুস্থ হলেন প্রাক্তন উপ প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবাণী। সূত্রের খবর, তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে দিল্লির এইমস হাসপাতালে। আপাতত চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন ৯৬ বছর বয়সি বিজেপি নেতা। যদিও তাঁর শারীরিক অবস্থা কেমন, সেই নিয়ে দিল্লি এইমসের চিকিৎসকদের তরফে কিছু জানানো হয়নি।

সূত্রের খবর, মূলত বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছেন বিজেপি নেতা। সেই কারণেই তাঁকে ভর্তি করতে হয়েছে হাসপাতালে। আপাতত তিনি দিল্লি এইমসে হাসপাতালের জেরিয়াট্রিকস বিভাগে ভর্তি রয়েছেন। যদিও ঠিক কী সমস্যার কারণে প্রবীণ নেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হল তা এখনও বিশদে জানা যায়নি। প্রাক্তন উপ প্রধানমন্ত্রীর অসুস্থতার খবরে উদ্বিগ্ন রাজনৈতিক মহল। কিন্তু প্রবীণ বিজেপি নেতা কেমন আছেন সেই নিয়েও খবর মেলেনি।

ভারত-রাশিয়া সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ওয়াশিংটন!

ওয়াশিংটন, ২৭ জুন: ভারত ও রাশিয়া সুসম্পর্কের কথা অজানা নয় বিশ্বের কাছে। সামরিক, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি নানা ক্ষেত্রে দুদেশের সহযোগিতা দিন দিন আরও মজবুত হচ্ছে। আর দিল্লি-মস্কোর এই গভীর বন্ধুত্বই এখন মাথাব্যথার কারণ হয়েছে আমেরিকার কাছে! মার্কিন বিদেশ দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারির কার্ট ক্যাম্পবেল জানিয়েছেন, ভারত-রাশিয়া সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ওয়াশিংটন।

তৃতীয়বার ভারতের প্রধানমন্ত্রী পথে শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। তাঁর এই সাফল্যে শুভেচ্ছা জানিয়ে দু'দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করার কথা জানিয়েছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ফোনে এক দফা কথাও হয় তাঁদের মধ্যে। এর বুধবার রাশিয়ার বিদেশ দপ্তরের এক সূত্র নাকি দাবি করে, আগামী মাসেই রাশিয়ায় যেতে পারেন মোদি। আর এদিনই কার্ট ক্যাম্পবেল আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের ভারত সফর নিয়ে কথা বলার সময় তাঁদের উদ্বেগের কথা জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যাম্পবেল বলেন, আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ও সহযোগিতা নিয়ে কথা হয়েছে। এই আলোচনায় ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের কথাও উঠে এসেছে। সামরিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে দু'দেশের সহযোগিতা বৃদ্ধি হলে কোন জায়গাগুলো প্রভাবিত হবে তা নিয়েও বিস্তর কথা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউক্রেন যুদ্ধ আবহে রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাত তীব্র হয়েছে আমেরিকার। আর যুদ্ধ নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে মস্কোর বিরুদ্ধে কখনও বলেনি দিল্লি। বরং সব সময় শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ থামানোর বার্তা দিয়েছে ভারত। আর এই আবহে মোদির রুশ সফরের দিকে নজর রাখছে আমেরিকা।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে খারকভ দখল করে নিয়েছিল রাশিয়া। কিন্তু রণক্ষেত্রে পালটা মার দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই শহর পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল ইউক্রেনীয় ফৌজ। তবে এবার হারানো জমি ফের দখল করতে খারকভে হামলা বাড়িয়ে দিয়েছে রুশবাহিনী। এই পরিস্থিতিতে প্রবল চাপের মুখে সীমান্তের বেশ কিছু গ্রাম থেকে সেনা সরিয়ে নিচ্ছে ইউক্রেন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে 'বন্ধু' দেশের জন্য ফের বড় অঙ্কের সামরিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে আমেরিকা। যা মোটেই ভালোভাবে নেয়নি রাশিয়া। আমেরিকা-সহ পশ্চিমা বিশ্বকে পরমাণু যুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন পুতিন।

বৃষ্টিতে ধসে গেল অযোধ্যার রামপথ

অযোধ্যা, ২৭ জুন: বর্ষার গোড়াতেই বেহাল রামনগরী অযোধ্যা! রামমন্দিরের গর্ভগৃহের ছাদ থেকে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে পড়ার পরে এবার ধস নামল রামপথে। বুধবার রাতের ওই ঘটনার জেরে রামমন্দিরে যাতায়াতের মূল পথ কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু করেছে অযোধ্যা জেলা প্রশাসন।

গত ২২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রামমন্দির উদ্বোধন করেছিলেন। তার আগেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার 'যুদ্ধকালীন তৎপরতা'য় হনুমানগড়ী থেকে রামমন্দিরগামী সঙ্কীর্ণ পথটিকে দু'পাশের বাড়িঘর ভেঙে চওড়া করেছিল। নাম দেওয়া হয়েছিল 'রামপথ'। পাঁচ মাসের মাথায় প্রথম বৃষ্টিতেই ধস নামায় সেই রাস্তার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল।

প্রসঙ্গত, এর আগে সোমবার রামলালার গর্ভগৃহের ছাদ থেকে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে পড়তে শুরু করেছে বলে জানান রামমন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস।

ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্থনি

ওয়াশিংটন, ২৭ জুন: ভারতে বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে ঘৃণাভাষণ। এমনটাই দাবি করা হয়েছে মার্কিন বিদেশ দপ্তরের রিপোর্টে। সবমিলিয়ে ২০০টি দেশের সমীক্ষার ভিত্তিতে এই রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। বুধবার সেই রিপোর্ট প্রকাশ করেন মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন। সেখানে বলা হয়েছে, যেভাবে ভারতে ঘৃণাভাষণ বাড়ছে সেটা যথেষ্ট উদ্বেগের। সেই সঙ্গে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়ি এবং উপাসনাস্থলও ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে।

বিদেশ দপ্তরের এই রিপোর্ট প্রকাশ করতে গিয়ে ব্লিঙ্কেন বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতে ধর্মান্তর বিরোধী আইনগুলো আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে। বাড়ছে ঘৃণাভাষণ। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়ি বা উপাসনাস্থল ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। রীতিমতো কষ্ট করে ধর্মীয় স্বাধীনতা বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে সংখ্যালঘুদের। রিপোর্টে বলা হয়েছে, হিংসা থেকে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

উল্লেখ্য, এই প্রথমবার নয়। আগেও ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমেরিকা। সেদেশের আমেরিকার আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক কমিশন সুপারিশ করেছিল, 'একটি বিশেষ উদ্বেগজনক দেশ' হিসেবে ঘোষণা করা হোক ভারতকে। তাদের অভিযোগ, ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা গুরুতর ভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, টানা চারবার এমন উদ্বেগ প্রকাশ করে ওই কমিশন। কিন্তু সেই রিপোর্ট নাকচ করে ভারতের বিদেশমন্ত্রক।

কেবল ধর্মীয় স্বাধীনতা নয়, সিএএ কার্যকরেরও নিন্দা করেছিল মার্কিন বিদেশ দপ্তর। সেদেশের তরফে বলা হয়েছিল, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে সেটা নিয়ে আমরা গভীরভাবে চিন্তিত। ভারতে কীভাবে এই আইন কার্যকর হবে, সেদিকে কড়া নজর রাখছি। তবে আমেরিকার সাম্প্রতিক রিপোর্ট নিয়ে এখনও ভারতের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

রাষ্ট্রসংঘে পাক অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলল ভারত: আলোচনার বিষয় ছিল, 'শৈশব এবং সশস্ত্র সংঘাত'। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সেই আলোচনায় কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলেছিলেন পাকিস্তানের প্রতিনিধি। জবাবে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের ডেপুটি স্থায়ী প্রতিনিধি আর রবীন্দ্র বৃহস্পতিবার বললেন, 'কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের মন্তব্য ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

পাকিস্তান জুড়ে শিশুদের অধিকার লঙ্ঘনের মতো গুরুতর ঘটনা ধারাবাহিক ভাবে ঘটে চলেছে বলে অভিযোগ করে রবীন্দ্র বৃহস্পতিবার বলেন, 'বিষয়টি থেকে নজর ঘোরাতেই ওরা এমন অসত্য অভিযোগ তোলার অভ্যাস রপ্ত করেছে।' রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি অভিযোগ করেছিলেন, কাশ্মীরে ধারাবাহিক হিংসার ঘটনার শিকার হচ্ছে শিশুরা। সরাসরি ভারতের নাম না করলেও ইঙ্গিত ছিল নয়াদিল্লির দিকে। তারই প্রেক্ষিতে ওই মন্তব্য করেন রবীন্দ্র।

তামিলনাড়ুর বিষমদকাণ্ড, সিবিআই তদন্ত চেয়ে অনশন

চেন্নাই, ২৭ জুন: তামিলনাড়ুর বিষমদকাণ্ডে সিবিআই তদন্ত চেয়ে অনশনে বসলেন সে রাজ্যের বিরোধী দল এডিএমকে-র বিধায়কেরা। নেতৃত্বে রয়েছেন বিরোধী দলনেতা তথা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ইকে পলানিস্বামী। ঘটনাচক্রে, বিধানসভার অধিবেশন ভন্ডুল করার জন্য এই বিধায়কদেরই বুধবার সাসপেন্ড করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে এডিএমকে-র এই বিধায়কেরা কালো জামা পরে, পলানিস্বামীর নেতৃত্বে চেন্নাইয়ের রাজারথীনম স্টেডিয়ামে অনশনে বসেছেন। জয়ললিতার দলের দাবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে নেতা এমকে স্ট্যালিনকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে।

বিষমদকাণ্ডে তামিলনাড়ুর কল্লাকুরিচি জেলায় মৃতের সংখ্যা ৬৩ ছুঁয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আগেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছিল। রাজ্যের আবগারি মন্ত্রী এস মুথুসামির পদত্যাগের দাবিতে সরব হয় বিজেপি। একই সঙ্গে রাজ্যের শাসক দল ডিএমকে-র বিরুদ্ধেও সুর চড়ায় তারা। অভিযোগ, 'এই জঘন্য অপরাধে'র জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের রক্ষা করছে সরকার।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

RAIPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.- Kaliganj, P.S.- Domkal, Dist.- Murshidabad
Abridged form of e-NIT-01/RAIPUR/2024-25
Circulation memo no - **320(3)/RGP/2023** dated-26.06.2024, Online applications are hereby invited from intending bidders for 3 (Three) nos works under Raipur Gram Panchayat. Last date of application **05.07.2024 upto 1.00 PM.** Other details may be seen from **"http://wbtenders.gov.in"** & office Notice Board.
(M) 8145245517
Sd/- Prodhan, Raipur G.P.

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:-NIT No:-NM/PWDT/NIT-002e/2024-2025** and **NM/PWDT/NIT-015e/2024-2025. Tender ID:-2024_MAD_694647_1** & **2024_MAD_694661_1. Type of Work:-** Water Body Rejuvenation under AMRUT 2.0. Bid Submission Start Date:- **27-06-2024.** Bid Submission End Date:- **15-07-2024 at 5:00 PM. N.B. :** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

e-Tender Notice
NIT No.05/24-25, dt. 26/06/2024 & NIT No. 06/24-25, d. 27/06/2024
Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 10 nos) Total Amount Rs. 8,71,381.00/-. Last date of documents Downloading & bid sub. For both NIT 03/07/2024 & 04/07/2024 upto 11-00 a.m. (Other details collect from the office and website **https://wbtenders.gov.in**)
Sd/- E.O.
Chapra Pan. Samity

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II Dev./Enit-1/2024-25 (2nd call), WBBIR/SURI-II PS/Enit-1/2024-25 (2nd call) & WBBIR/SURI-II PS/Enit-2/2024-25 dated 24/06/2024
E-Tender is hereby invited by the BDO, Suri-II Dev. Block & EO, Suri-II PS, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Dev. Block/ Suri-II Panchayat Samiti.
Details are available on **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Dev. Officer
Suri-II Dev. Block, Birbhum
&
Executive Officer
Suri-II Panchayat Samiti, Birbhum

E-TENDER NOTICE
Labpur Panchayat Samity
Labpur, Birbhum
NIET No: 01/EO/2024-25
E-Tenders are invited for 11nos civil work. Bid Submission start-**28/06/2024**, Ends-**06/07/2024**. For more details Please visit **www.wbtenders.gov.in** Or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/8/24-25/2nd Call Dated 27.06.2024	Construction of proposed U/G Pipe Line [Dia = 450mm(NP2)] (Length 30.00m) from Pokora Shop to opposite Balaji Twins at Ward No.-30 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.2,24,516.00

Bid Submission end date: 06.07.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

GANGASAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Gangasagar, P.S.: Gangasagar Coastal ,Dist.: 24 pgs (S)
ABRIDGE NIT
On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for **4 nos. Sinking of tube well, (vide NIT NO. 01, Sl No-1-4).** The Estimated Cost including GST & L. Cess are **Rs.167813.00** respectively. The last bid submission date is **05/07/2024 till 01:00 pm.** Visit to our GP Office or **wbtenders.gov.in** for details.
Sd/- Pradhan
Gangasagar Gram Panchayat

NOTICE
Notice Inviting Tender No. 01 of 2024-2025 of Assistant Engineer, Lalbag Sub Division, P.W.Dte. (Abridged)
Sealed Tenders are hereby invited from the eligible Contractors in connection with the execution of works. The details are available on the Notice Board of office of the undersigned and official website of P.W.D. [**www.wbpwd.gov.in**]. Last date & Time limit of submission of application is **04.07.2024 upto 12:00-O-Noon.**
Memo No. 312, Dated: 27.06.2024 of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte.
Sd/-
Assistant Engineer
Lalbag Sub Division, P.W.Dte.

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 3 nos. different development work(s) under **5th SFC & 15th FC Tied** Fund vide **e-Tender No. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-03/2024-25, Dated: 27.06.2024.** Bid submission end date: **03/07/2024 at 06.00 PM.** Technical Bid opening date: **06/07/2024 at 01.00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Regd.Off: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata - 700001
NIeT 250,260,267,273,274.299 & 309(2nd Call)/23-24 Dated. 27.06.2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 238, Netaji Subhas Road, 3rd.Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies **for completion of Civil & Electrical works at Murshidabad, Jalpaiguri, Burdwan and Paschim Medinipur District.** Tender document may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in.** Bid submission start date **28.06.2024 after 9:00 AM.** Bid submission end date **12.07.2024 upto 3:00 PM.**
Date: 27.06.2024 **Sd/-Executive Engineer**

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
NOTICE INVITING E-TENDER
3rd Call
N.I.E. E.T. No. 245/PW/Eng/23 Dt. 03.11.23
Visit to website : **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- Superintending Engineer, Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
NOTICE INVITING E-TENDER
4th Call
N.I.E. E.T. No. 151/PW/Eng/23 Dt. 29.08.23
Visit to website : **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- Superintending Engineer, Asansol Municipal Corporation

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/71/24-25 Dated 27.06.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Shuptik Club (House of Makhan Chakraborty),Ward Number 04,under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/72/24-25 Dated 27.06.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , near Garia Gangajoara Main Road (House of Advocate Byomkesh Mondal)Ward Number 04, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/73/24-25 Dated 27.06.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, near Koylapatti (Eye Hospital) Ward Number 06, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/74/24-25 Dated 27.06.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign boardwith name & picture of MP, near Rail Bridge (Pay & Use Toilet) Ward Number 06, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/75/24-25 Dated 27.06.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign boardwith name & picture of MP, at karbala (Near Milan Tirtha Club) Ward Number 07, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/76/24-25 Dated 27.06.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , at Bijay Krishna Goswami Ashram More, Ward Number 07, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00

Bid Submission end date: **05.07.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman., Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
শিয়ালদহ ডিভিশনে পার্কিং লট চালনার কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ (অকশন আয়োজনকারী অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট চালনার কাজ।
● **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পার্ক-জুলাই-২৪-৭৫। অকশন শুরু ঃ** ০২.০৭.২০২৪ তারিখে বেলা ১২.০০ মিনিট। **ক্রঃ নং ও লট নং; স্টেশনের নাম** যথাক্রমে ঃ (১) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-৯৯; জগদ্দল। (২) পার্কিং-এসডিএএইচ-জিইডিই-টিডব্লু-২২৫; গেদে। (৩) পার্কিং-এসডিএএইচ-সিজি-টিডব্লু-৫৮; ক্যানিং। (৪) পার্কিং-এসডিএএইচ-এইচআরও-টিডব্লু-৩৩৭; হারুয়া রোড। (৫) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিটিওয়াই-টিডব্লু-২৭৪; বেথুয়াডহরি। (৬) পার্কিং-এসডিএএইচ-জিসিএন-টিডব্লু-১৯৪; গোচরণ। (৭) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-১০৯; জগদ্দল। (৮) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিএসএলএ-টিডব্লু-২৯১; ভাসিলা। (৯) পার্কিং-এসডিএএইচ-কেবিজিবি-টিডব্লু-৩২৪; বজবজ। (১০) পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওয়াইআই-টিডব্লু-২৪৭; কল্যাণী। (১১) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিকিউজি-টিডব্লু-৩০৬; ভগবানগোলা। (১২) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএআই-টিডব্লু-২৯৫; নৈহাটি। (১৩) পার্কিং-এসডিএএইচ-সিজি-টিডব্লু-৬২; ক্যানিং। (১৪) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিএলএইচ-টিডব্লু-১৭০; বেলঘরিয়া। (১৫) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএআই-টিডব্লু-১৬০; নৈহাটি। (১৬) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএআই-টিডব্লু-২৯৪; নৈহাটি। (১৭) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএআই-টিডব্লু-১৫৫; নৈহাটি। (১৮) পার্কিং-এসডিএএইচ-এজিপি-টিডব্লু-৩১১; আগরপাড়া। (১৯) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিপি-টিডব্লু-৩৩৫; ব্যারাকপুর। (২০) পার্কিং-এসডিএএইচ-আইপি-টিডব্লু-২৮১; ইছাপুর। (২১) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিপি-টিডব্লু-১৬৯; ব্যারাকপুর। (২২) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিটিওয়াই-টিডব্লু-২৭২; বেথুয়াডহরি। (২৩) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসবিজিআর-টিডব্লু-২১০; সুভাষগ্রাম। (২৪) পার্কিং- এসডিএএইচ-এসইপি-টিডব্লু-১৯৯; সোদপুর। (২৫) পার্কিং- এসডিএএইচ-জিসিএন-টিডব্লু-১৯৩; গোচরণ। (২৬) পার্কিং-এসডিএএইচ-টিএইচপি-টিডব্লু-২৯৯; তাহেরপুর। (২৭) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিএলএইচ-টিডব্লু-২২; বেলঘরিয়া। (২৮) পার্কিং-এসডিএএইচ-সিজি-টিডব্লু-৬৩; ক্যানিং। (২৯) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিটিওয়াই-টিডব্লু-২৭৩; বেথুয়াডহরি। (৩০) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসপিআর-টিডব্লু-১৬৮; সোনারপুর।
● **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পার্ক-জুলাই-২৪-৭৬। অকশন শুরু ঃ** ০৪.০৭.২০২৪ তারিখে বেলা ১২.০০ মিনিট। **ক্রঃ নং ও লট নং; স্টেশনের নাম** যথাক্রমে ঃ (১) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিডিজেড-টিডব্লু-২৯০; বাদকুল্লা। (২) পার্কিং-এসডিএএইচ-এজিপি-টিডব্লু-৩০৯; আগরপাড়া। (৩) পার্কিং-এসডিএএইচ-এজিপি-টিডব্লু-৩১৩; আগরপাড়া। (৪) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেডিপি-টিডব্লু-২৫৪; যাদবপুর। (৫) পার্কিং-এসডিএএইচ-কেবিজিবি-টিডব্লু-৩২৫; বজবজ। (৬) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-২৮২; জগদ্দল। (৭) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিডিজেড-টিডব্লু-২৮৭; বাদকুল্লা। (৮) পার্কিং-এসডিএএইচ-জিসিএন-টিডব্লু-১৭৮; গোচরণ। (৯) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএআই-টিডব্লু-১৫৩; নৈহাটি। (১০) পার্কিং-এসডিএএইচ-এজি-টিডব্লু-২২৯; আড়ংঘাটা। (১১) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএইচ-টিডব্লু-১৪৬; নৈহাটি। (১২) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএইচ-টিডব্লু-১৫০; নৈহাটি। (১৩) পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওয়াইআই-টিডব্লু-২৪৩; কল্যাণী। (১৪) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিজিএল-টিডব্লু-২৬৩; বগুলা। (১৫) পার্কিং-এসডিএএইচ-এজিপি-টিডব্লু-৩১৭; আগরপাড়া। (১৬) পার্কিং-এসডিএএইচ-এলকেপিআর-টিডব্লু-৩০২; লক্ষ্মীকান্তপুর। (১৭) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিএআরইউ-টিডব্লু-৯; বহড়ু। (১৮) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএইচ-টিডব্লু-২২৪; নৈহাটি। (১৯) পার্কিং-এসডিএএইচ-কেবিজিপি-টিডব্লু-৩২৬; বজবজ। (২০) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএআই-টিডব্লু-১৫৬; নুঙ্গি। (২১) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-আরটি-৩৩২; শিয়ালদহ। (২২) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-আরটি-৩৩৪; শিয়ালদহ। (২৩) পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওএএ-আরটি-৩৩৩; কলকাতা। (২৪) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিকিউজি-আরডব্লু-৩০৮; ভগবানগোলা।
(SDAH-101/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ময়দান

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 19, KOLKATA, FRIDAY, 28 JUN 2024, PAGE 8

কলকাতা ২৮ জুন, ২০২৪

বিপজ্জনক স্পিনে ঘায়েল ‘ব্রিটিশ’রা

ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে শনিতে ট্রফির লড়াই রোহিতদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার একটা বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত। মাঝে মাত্র সাত মাস, বা আরও ভাল করে বলতে গেলে, ২২৬ দিনের ব্যবধান। গত বছরের ১৫ নভেম্বর এক দিনের বিশ্বকাপে নিউ জ়ল্যিান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল ভারত। এ বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে উঠল তারা। ফাইনালে সে বার অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছিল ভারত। শনিবার রোহিত শর্মাদের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৩ বছর পর আবার একটি বিশ্বকাপ জেতার সুযোগ ভারতের সামনে। ফাইনালে সেই দু’টি দলই উঠেছে, যারা চলতি প্রতিযোগিতায় একটিও ম্যাচে হারেনি।

পুনরাবৃত্তি হল না দেড় বছর আগের তিক্ত স্মৃতিরও। অ্যাডিলেডে সেই ম্যাচে রোহিতের ভারতকে ১০ উইকেটে গুঁড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে উঠেছিল ইংরেজরা। সেই দলের আট জন ক্রিকেটার এই ম্যাচেও প্রথম একাদশে ছিলেন। কিন্তু এ বার ফলাফল বদলাতে পারলেন না তাঁরা। সেই ম্যাচের নায়ক জস বাটলার এ দিন খলনায়ক হলেন। টসে জিতেও পরে বল করার সিদ্ধান্ত ব্যুমেরাং হয়ে গেল। আগে ব্যাট করে ১৭১/৭ তুলেছিল ভারত। জবাবে ইংল্যান্ড থেমে গেল ১০৩ রানে। ভারত জিতল ৬৮ রানে।

টসে আগে সমাজমাধ্যমে যে ছবি ভেসে আসছিল তা মোটেই আশাব্যাঞ্জক ছিল না। প্রায় প্রতিটিতেই দেখা যাচ্ছিল, অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। দীনেশ কার্তিক যে ভিডিয়ো এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটারে) পোস্ট করেন তাতে দেখা যায় আউটফিল্ডে ভালই জল জমে রয়েছে। মাঝে বৃষ্টি থামে। আবার রাত ৮টার দিকে বৃষ্টি শুরু হয়। তবে ৮.৩০টা থেকে যে রকম রোদ উঠল, তাতে মনেই হল না আগে বৃষ্টি হয়েছে। আম্পায়ারেরা দেরি করেননি। ৮.৪৫-এ পিচ দেখার পাঁচ মিনিট পরেই টস হল। খেলাও শুরু হয়ে গেল ৯.১৫ মিনিটে।

টসের আগেই ধারাভাষ্যকারেরা বলছিলেন, কোনও অধিনায়কই জিততে চাইবেন না। বৃষ্টির কারণে দীর্ঘ সময় উইকেট ঢাকা থাকায় পিচ কেমন আচরণ করবে তা কেউই বুঝতে পারছিলেন না। তবে নিশ্চিত ভাবেই প্রথমে ব্যাট করা দলের সমস্যা বেশি হত। টসে হেরে রোহিত শর্মাদের সেই আগে ব্যাটই করতে হল। যদিও রোহিত স্বীকার করলেন, তাঁরা আগে ব্যাট করতেই চেয়েছিলেন। প্রথম দু’ওভারে রোহিত দু’টি চার মারার পর রোহিত বেশ চাপ তৈরি করেছিলেন ইংরেজ বোলারদের উপর।

বিশ্বকাপে আফগানদের লজ্জার ইতিহাস

এ বারের বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম দাবিদার প্রোটিয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম দাবিদার দক্ষিণ আফ্রিকা। যে ভাবে প্রোটিয়ারা টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে, তাতে এ কথা না বলে আর উপায় নেই। টানা ৭ ম্যাচ জিতে চলতি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছিল এইডেন মার্কর‌্যামের দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপর শেষ চারে আফগানিস্তানকে হারিয়ে দিল প্রোটিয়ারা। এই প্রথম বার টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকা। লক্ষ্মীবার সকালে একদিকে প্রোটিয়ারা ইতিহাস গড়েছে। আর অপরদিকে লজ্জার নজির গড়েছে আফগানিস্তান। এ বার বিশ্বকাপ ফাইনাল জিতলে এক বিরল রেকর্ড গড়বে প্রোটিয়ারা। জানেন তা কী?

টি-২০ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের ইতিহাসে এই প্রথম বার সবচেয়ে কম রান করল আফগানিস্তান। ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকা মাত্র ৫৬ রানে অলআউট করেছিল আফগানদের। প্রোটিয়া বোলিং বিভাগ একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল আফগানিস্তানের ব্যাটারদের। টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে অনাকাঙ্খিত রেকর্ড গড়ার দিন আফগানিস্তান আরও এক নজির গড়েছে। আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে আফগানিস্তানের এটি সর্বনিম্ন রান। এর আগে মিরপুরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২০১৪ সালে আফগানরা ৭২ রান করেছিল। এ বার সেই রেকর্ডও ভেঙে গেল।

এ বারের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে আফগানিস্তানের হয়ে সর্বাধিক রান করেন অজমতউল্লাহ ওমরজাই (১০)। তবে অবাক করার বিষয় হল, আফগান-প্রোটিয়া ম্যাচে রশিদদের ইনিংসে সর্বাধিক রান এসেছে এক্সট্রা থেকে। কারণ প্রোটিয়া বোলাররা এক্সট্রা দিয়েছেন ১৩ রান।

বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠা প্রোটিয়াদের সামনে এ বার এক বিরল রেকর্ডের হাতছানি রয়েছে। তা কী? আসলে টি-২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে কোনও টিম এখনও অবধি অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে এ বার সেই সুযোগ থাকছে। টি-২০ বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব, সুপার এইট এবং সেমিফাইনাল সব মিলিয়ে টানা ৮ ম্যাচ দক্ষিণ আফ্রিকাকে কোনও প্রতিপক্ষ হারাতে পারেনি। তাই ফাইনাল জিতলেই ইতিহাসের পাতায় উঠবে দক্ষিণ আফ্রিকা।

কলকাতা লিগ শুরু হতেই ফের মোহনবাগান বনাম আইএফএ সংঘাত

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা লিগ শুরু হতেই ফের মোহনবাগান বনাম আইএফএ সংঘাত। মঙ্গলবার মোহনবাগানের কার্যকরী কমিটির বৈঠক ছিল। বৈঠক শেষের পরেই আইএফএ সচিবকে তুলোধোনা করলেন বাগান সচিব। একের পর এক অভিযোগে নাস্তানবুদ করে ছাড়লেন দেবাশিস দত্ত। মোহনবাগানের গুরুতর অভিযোগ, আইএফএ-র ‘ইচ্ছেকৃত ভুল’-র খেসারত দিতে হল সবুজ-মেরুনকে। বাগান সচিব দেবাশিস দত্ত বলেন, ‘ভুবনেশ্বরে অনূর্ধ্ব- ১৫ জাতীয় দলের শিবিরের জন্য মোহনবাগানের তিন ফুটবলারকে ডেকে পাঠায় সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ৪ জুন আইএফএ-কে সেই চিঠি দেয় এআইএফএফ। অথচ আমাদের সেই চিঠির ব্যাপারে কিছুই জানায়নি রাজ্যের ফুটবল সংস্থা। এতে বাংলার ফুটবল ক্ষতি হয়েছে।’

এর প্রত্যুত্তরে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেন, ‘৬ তারিখ এখানে ভারত-কুয়েত ম্যাচ থাকায় ৭ তারিখ পর্যন্ত আইএফএর কর্মীরা ভীষণ ব্যস্ত ছিল। তারপর চিঠি নজরে আসতেই আমরা মোহনবাগানকে জানিয়ে দিই। ৯ কিংবা ১০ তারিখে আমরা মোহনবাগানসহ রাজ্যের আরও দুই অ্যাকাডেমিকে জানাই। বাকি অ্যাকাডেমির ফুটবলাররা পৌঁছে যেতে পারলে, মোহনবাগান কেন পারল না? আমি যতদূর জানি, ১২ তারিখ শিবিরে যোগ দেওয়ার শেষ দিন ছিল। ওড়িশা বাংলার পাশ্ববর্তী রাজ্য। কথাতেই আছে, উঠল বাই তো কটক যাই। আর ফেডারেশনেরও ভাবা উচিত ছিল, একটা রাজ্য সংস্থা জাতীয় দলের ম্যাচ আয়োজনে ব্যস্ত থাকার সময় কি ভাবে তাদের এই চিঠি সেইসময় দেওয়া যায়।’

এখানেই শেষ নয়। নিট পরীক্ষার আদলে বাংলার ফুটবলেও দুর্নীতির সরাসরি অভিযোগ দেবাশিস দত্তর। বাগান সচিবের কথায়, ‘এখন টাকার বিনিময়ে সহজেই কলকাতা লিগে খেলা যায়।

১ কোটি টাকা দিয়ে প্রথম ডিভিশনে ঢুকে পড়ছে যে কোনও ক্লাব। অর্থাৎ তাদের গ্রহণযোগ্য হচ্ছে পয়সা। দিনের পর দিন নীচের ডিভিশনে খেলে যারা উপরের ডিভিশনে উঠে এসেছে তাদের কোনও গুরুত্বই নেই। অথচ দেখা যাবে সেই সমস্ত ক্লাবগুলো ১ কোটি টাকার বেশি খরচ করেছে।’ উল্লেখ্য দুই বছর আগে সরাসরি প্রথম ডিভিশনে খেলার ছাড়পত্র পায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব ডায়মন্ডহারবার এফসি। মদন মিত্রের ক্লাব বেলঘরিয়া অ্যাথলেটিক ক্লাবও একই ভাবে প্রথম ডিভিশনে খেলার ছাড়পত্র পায়। তখন অবশ্য এক কোটি টাকা করে দিতে হয়নি সেই ক্লাবগুলোকে। সেই সময় ১৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সরাসরি প্রথম ডিভিশনে খেলার ছাড়পত্র মেলে। এ বছর থেকেই ১ কোটি টাকার বিনিময়ে প্রথম ডিভিশনে সরাসরি এন্ট্রি নেওয়ার নিয়ম কার্যকর হয়। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব এবছর সরাসরি প্রথম ডিভিশনে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। আইএফএ-কে নিশানা করতে গিয়ে এই ক্লাবের কর্তাদেরও ঘুরিয়ে নিশানা করে বসলেন বাগান সচিব। এদিকে মাঠের সংস্কারের জন্য অগাস্টের আগে মোহনবাগান মাঠে কলকাতা লিগের কোনও ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবসে প্রাক্তনীদের ফুটবল ম্যাচের মাধ্যমে মোহনবাগানের মাঠে বল গড়ানো শুরু হবে।

ঋদ্ধি রান পেলেও সেমিফাইনালেই বিদায়, মুকেশদের সামনে মুর্শিদাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুকেশ কুমারের পাঁচ উইকেটে ভর করে প্রথম ফাইনালিস্ট হিসেবে জায়গা নিশ্চিত করেছিল সোবিসকো স্ম্যাশার্স মালদা। ইডেনে ফ্লাড লাইটে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে জিতল মুর্শিদাবাদ কিংস। শুক্রবার প্রতিযোগিতার ফাইনালে মুখোমুখি হবে মালদা ও মুর্শিদাবাদ। ইডেন এ দিন দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল রাশমি মেদিনীপুর উইজার্ডস ও মুর্শিদাবাদ কিংস। ঋদ্ধিমান সাহা রান পেলেও বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ মেদিনীপুর উইজার্ডস। অল্প রানের পুঁজি নিয়ে জেতা হল না। সেমিফাইনালেই বিদায় হয়ে গেল ঋদ্ধিমান সাহাদের।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় মুর্শিদাবাদ কিংস। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিধ্বংসী শুরু করতে ব্যর্থ মেদিনীপুর উইজার্ডস। ওপেনিং জুটিতে ৩৯ রান উঠলেও পাওয়ার প্লে কাজে লাগাতে পারেনি উইজার্ডস। এরপর আর সেই অর্থে জুটি গড়তে ব্যর্থ তারা। ওপেনার ঋদ্ধিমান সাহা ৩০ বলে ৩২ রান করেন। আর এক ওপেনার বিবেক সিংয়ের অবদান ২০ বলে ২৭ রান। ক্যাপ্টেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায় মাত্র ৬ রানেই ফেরেন। টুর্নামেন্টের অন্যতম ধারাবাহিক প্রিয়াংশু শ্রীবাস্তব ৩৫ বলে ৪৪ রান করেন। শেষ অবধি নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৪ রান তোলে রাশমি মেদিনীপুর উইজার্ডস।

রান তাড়ায় ওপেনিং জুটিতেই ৬৭ রান তোলে মুর্শিদাবাদ কিংস। পরপর উইকেট নিয়েও মুর্শিদাবাদকে চাপে ফেলতে পারেনি মেদিনীপুর উইজার্ডস। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নানা অনুভব ত্যাগির ১ ওভারেই ওঠে ১৮ রান। সেখানেই যেন পরিকল্পনা ভেস্তে যায় আরও। ওপেনার কৌশিক ঘোষের ৪১ বলে ৪৫ রান ও আর এক ওপেনার আদিত্য পুরোহিত ১৬ বলে ২৮ রানের ক্যামিও খেলেন। মিডল ও লোয়ার অর্ডারের চেষ্টায় ১৮.৫ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়েই ফাইনাল নিশ্চিত করে মুর্শিদাবাদ কিংস।

চার পয়েন্ট নিয়েই বিদায় ইউক্রেনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রুপ ই-র চারটি দলেরই সুযোগ ছিল ইউরোর নক আউটে যাওয়ার। দু’ম্যাচ পরে চার দলই ছিল ৩ পয়েন্টে। সেই কারণে, শেষ ম্যাচে পরিকল্পনা করে খেলল তারা। আক্রমণ করলেও রক্ষণ জমাট রাখল সবাই। খুব বেশি ওপেন ফুটবল হল না। ইউক্রেন বাদি বাকি তিনটি দলেরই লক্ষ্য ছিল ড্র। ইউক্রেন আক্রমণ করলেও বেলজিয়ামের রক্ষণ ভাঙতে পারল না। তার খেসারত দিতে হল তাদের।

দু’টি ম্যাচই ড্র হল। বেলজিয়াম ও ইউক্রেন ম্যাচ গোলশূন্য শেষ হল। স্লোভাকিয়া বনাম রোমানিয়া ম্যাচ শেষ হল ১-১ গোলে। তার ফলে চার দলই শেষ করল ৪ পয়েন্ট। গোল পার্থক্যে গ্রুপ শীর্ষে থেকে প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে গেল রোমানিয়া। দ্বিতীয় স্থানে শেষ করল বেলজিয়াম। তিন নম্বরে স্লোভাকিয়া। ৪ পয়েন্ট পেয়েও বিদায় নিল ইউক্রেন।

রোমানিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছিল বেলজিয়াম। কিন্তু গ্রুপের শেষ ম্যাচে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে আবার সেই সুযোগ নষ্টের ফুটবলে ফিরে গেল তারা। একের পর এক সুযোগ তৈরি করলেন কেভিন দ্য ব্রুইন, টিয়েলেমেন্সরা। আর একের পর এক সুযোগ নষ্ট করলেন একাই রোমেলু লুকাকু। এ বারের ইউরোয় হয়তো তাঁর নামে গোল লেখা নেই। নইলে যে সব সুযোগ তিনি নষ্ট করলেন, তা ময়দানের ফুটবলে করলে মাঠ থেকে বেরোতে সমস্যায় পড়তেন ফুটবলার।

ম্যাচ শুরুর আগে গ্রুপের শীর্ষে ছিল বেলজিয়াম। তাই হয়তো খুব বেশি আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলল না তারা। কিছুটা রক্ষণ জমাট রেখে এগোনোর চেষ্টা করল। অন্য দিকে ৩ পয়েন্ট নিয়েও গ্রুপে সবার নীচে ছিল ইউক্রেন। পরের রাউন্ডে যেতে হলে এই ম্যাচে জিততেই হত তাদের। ইউক্রেনের তাগিদই বেশি দেখা গেল। তাদের ওপেন ফুটবলের ফলে সুযোগ পেল বেলজিয়াম। কিন্তু প্রথমার্থে কোনও দলই গোল করতে পারেনি। প্রতিপক্ষ বক্সেই শেষ হয়ে যায় তাদের যাবতীয় চেষ্টা।

দু’বার সরাসরি গোলরক্ষকের গায়ে মারেন লুকাকু।

দ্বিতীয়ার্ধে আরও খানিকটা ওপেন খেলা হয়। বেলজিয়ামের হয়ে নজর কাড়েন জেরেমি ডোকু। প্রান্ত ধরে বার বার উঠছিলেন তিনি। সুযোগ তৈরি করছিলেন। পরিবর্ত হিসাবে নেমে ক্যারাসকোও ভাল খেলছিলেন। ৭৪ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ক্যারাসকোর শট ভাল বাঁচান ইউক্রেনের গোলরক্ষক ট্রুবিন। পরের আক্রমণেই সুযোগ তৈরি করে ইউক্রেন। কিন্তু বক্সে ঢুকে কাজের কাজ করতে পারেননি ডোভবিক।

সময় যত গড়াচ্ছিল তত চাপ বাড়ছিল ইউক্রেনের। তারা জানত জিততে না পারলে ৪ পয়েন্ট নিয়েও বিদায় নিতে হবে। ৮৩ মিনিটের মাথায় কর্নার থেকে সরাসরি গোলে মারেন মালিনোস্কি। ভাল বাঁচান বেলজিয়ামের গোলরক্ষক কাসটিলস। আর একটু হলেই বল গোলে ঢুকে যাচ্ছিল। ৮৬ মিনিটে প্রতি আক্রমণ থেকে সুযোগ পায় বেলজিয়ান। চার জন ফুটবল বক্সে ঢুকেও গোল করতে পারেননি।

পচা শামুকে পা কাটল পর্তুগালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পচা শামুকে পা কাটল পর্তুগালের। ইউরোর যোগ্যতা অর্জন পর্বে সবার নীচে শেষ করা জর্জিয়ার কাছে হারতে হল তাদের। আরও এক ম্যাচে গোল পেলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করায় হলুদ কার্ডও দেখতে হল। ৬৫ মিনিটে রোনাল্ডোকে তুলে নিলেন পর্তুগালের কোচ। সেই সিদ্ধান্তও মানতে পারেননি সিআর৭। বিরক্তি দেখান তিনি। পর্তুগালের বিরুদ্ধে মরিয়া খেলল জর্জিয়া। ২-০ গোলে জিতে গ্রুপের তৃতীয় দল হিসাবে প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করে নিল তারা। অবশ্য জর্জিয়ার কাছে হারলেও গ্রুপ শীর্ষে থেকেই পরের রাউন্ডে গেল পর্তুগাল।

গ্রুপের অপর খেলায় ১০ জনের চেকিয়ার বিরুদ্ধে টান টান ম্যাচে জিতল তুরস্ক। ২-১ গোলে শেষ হল খেলা। ফলে এই গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসাবে শেষ যোলোয় গেল তুরস্ক। বিদায় নিল চেকিয়া।

জয় ছাড়া কোনও উপায় ছিল না জর্জিয়ার। পর্তুগালের মতো দলের বিরুদ্ধে নামলেও তারা যে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলবে তা ম্যাচের শুরুতেই বুঝিয়ে দেয় জর্জিয়া। ২ মিনিটের মাথায় পর্তুগালের ডিফেন্ডার আন্তোনিয়ো সিলভার ভুল পাস ধরে বক্সে ঢুকে বাঁ পায়ের শটে গোল করে জর্জিয়াকে এগিয়ে দেন ভিচা কারাতস্কেলিয়া।

শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ধীরে ধীরে খেলায় ফিরতে শুরু করে পর্তুগাল। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বক্সের কাছে ছটফট করছিলেন। এই ম্যাচে শুরু থেকেই খেলেন ফ্রান্সিস্কো কনসেসাও। ভাল সুযোগ তৈরি করছিলেন তিনি। ১৭ মিনিটের মাথায় প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে ফ্রি কিক পায় পর্তুগাল। ভাল শট মারেন রোনাল্ডো। তাঁর ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার গতিবেগের শট ভাল বাঁচান জর্জিয়ার গোলরক্ষক।

২৯ মিনিটের মাথায় কর্নারে হেড করতে গিয়ে বক্সে পড়ে যান রোনাল্ডো। তিনি পেনাল্টির আবেদন করতে থাকেন। রেফারি তাতে কান দেননি। রোনাল্ডো প্রতিবাদ জানাতে গেলে তাঁকে হলুদ কার্ড দেখানো হয়। কয়েক মিনিট পরে আরও একটি ভাল সুযোগ পান রোনাল্ডো। তাঁর শট আটকে দেন ডিফেন্ডার। বার বার সুযোগ নষ্ট করায় মাঝে মাঝে হতাশ দেখাচ্ছিল রোনাল্ডোকে।

পর্তুগাল চাপ বাড়ালেও জর্জিয়ার রক্ষণ ভাঙা যাচ্ছিল না। মরিয়া ডিফেন্স করছিল তারা। ভাল দেখাচ্ছিল জর্জিয়ার গোলরক্ষককেও। অন্তত দু’টি ক্ষেত্রে নিশ্চিত পতন রোধ করেন তিনি। মাঝমাঠে ভুল করছিল পর্তুগাল। সেই ভুল কাজে লাগানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছিল জর্জিয়া। কারাতস্কেলিয়া খুব ভাল খেলছিলেন। তাঁকে আটকাতে সমস্যা হচ্ছিল পর্তুগালের ডিফেন্ডারদের। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় জর্জিয়া।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল শোধ করার সুযোগ পান রোনাল্ডো। কর্নার থেকে তাঁর শট আবার আটকে দেন গোলরক্ষক। ৫০ মিনিটে জর্জিয়ার হয়ে দ্বিতীয় গোলের সুযোগ নষ্ট করেন কারাতস্কেলিয়া। তিন মিনিট পরেই আবার ভুল করেন সিলভা। লোকোসভিলিকে বক্সে ফাউল করেন তিনি। ভার দেখে রেফারি পেনাল্টি দেন। এ বার গোল করতে ভুল করেনি জর্জিয়া। ঠান্ডা মাথায় ২-০ করেন মিকাউতাজ়ে। চলতি ইউরোয় নিজের তিন নম্বর গোল করলেন তিনি।

জর্জিয়ার বিরুদ্ধে চাপে পড়ে যায় পর্তুগাল। দেখে বোঝা যাচ্ছিল না তারা ২০১৬ সালের ইউরো চ্যাম্পিয়ন দল। বাধ্য হয়ে আক্রমণে তরুণ গনসালো র‍্যামোসকে নামান কোচ। ৬৫ মিনিটে তুলে নেওয়া হয় রোনাল্ডোকে। কোচের সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি তিনি। উঠে যাওয়ার সময় লাথি মারেন জলের বোতলে। বোঝা যাচ্ছিল, যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন তিনি।

রোনাল্ডোকে তুলে নিলেও খেলার ছবি বদলায়নি। আক্রমণ বেশি করছিল জর্জিয়ায়। বোঝা যাচ্ছিল, এটা তাদের দিন। যে ভাবে প্রতিটি বলের জন্য জর্জিয়ার ফুটবলারেরা ঝাঁপাচ্ছিলেন, তা বুঝিয়ে দিচ্ছিল, জেতার ইচ্ছা থাকলে অসাধ্যসাধনও করা যায়। আরও কয়েক বার গোলের সুযোগ পেয়েছিল তারা। কিন্তু গোল করতে পারেনি। সংযুক্তি সময়ে সেমেদোর শট ভাল বাঁচেন জর্জিয়ার গোলরক্ষক। কনসেসাওয়ের শটে পা লাগাতে পারেননি গোলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পর্তুগালের দুই ফুটবলার। বোঝা যাচ্ছিল, দিন তাদের নয়। শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলে জেতে জর্জিয়া। পরের রাউন্ডে উঠলেও এই ম্যাচে বেরিয়ে পড়ল পর্তুগালের রক্ষণের ফাঁক। এ ভাবে ভুল করলে নক আউটে সমস্যায় পড়তে হতে পারে রোনাল্ডোদের।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**